

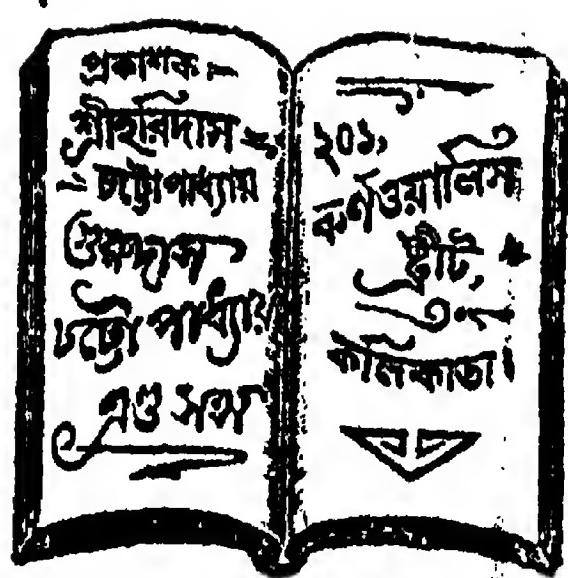
ବୋଲ-ଆନି

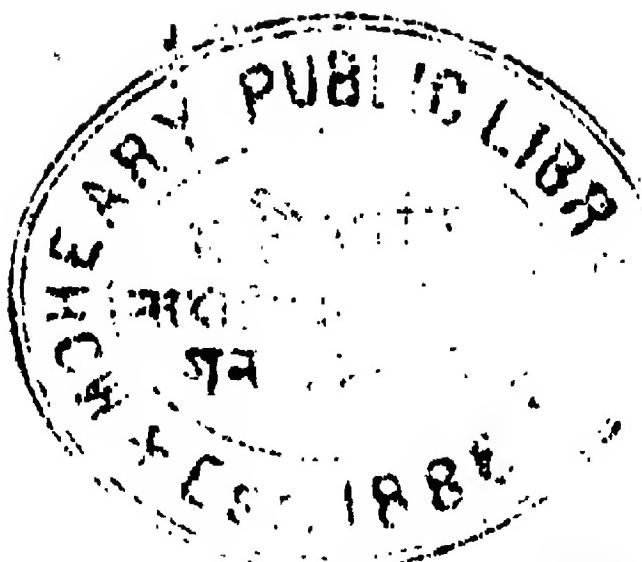


ଶ୍ରୀଜଳଧର ସେନ

ବର୍ଷ-ପକ୍ଷମୀ—୧୩୨୭

ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁ ଟାକା ।





গোলাম আলী

[১]

গোরাঁচাদ আর কালাঁচাদ ছই ভাই। তাহারা সহেদৱ নহে,—সম্বন্ধ অতি দূৰ। মেকালে এমন দূৰ-সম্পর্কীয় বাক্তি ও আপন হইয়া থাইত। গোরাঁচাদের পিতার এক মাস্তুতো ভাই বড়ই দৱিজ ছিলেন। তাহার সংসারে একমাত্ৰ স্তৰী ছিলেন, আৱ কেহই ছিল না। একটা পুত্ৰসন্তান প্ৰেম কৰিয়াই এই মাস্তুতো ভাইয়ের স্তৰী যখন মাৱা ঘান, তখন গোরাঁচাদের পিতা এই মাতৃহীন শিশুটীৰ লালন-পালনেৱ ভাৱ গঢ়ণ কৰিবেন। ছেলেটীৰ রং বড়ই কালো বলিয়া গোরাঁচাদের পিতা নিজপুত্ৰ গোরাঁচাদেৱ নামেৱ সঙ্গে মিল কৰিয়া এই ছেলেটীৰ নাম রাখিবেন কালাঁচাদ।

গোরাঁচাদ আৱ কালাঁচাদ সহেদৱেৱ মতই প্ৰতিপালিত হইয়াছিলেন। যাহারা প্ৰকৃত সংবাদ জ্ঞানিতেৈ না, তাহারা মনে কৰিতেন, ইহারা সহেদৱ ভাত্তা। কিন্তু দুই ভাইয়েৱ প্ৰকৃতি এমন বিভিন্ন ছিল যে, চক্ৰশান বাক্তিমাত্ৰেই বলিতে পাৰিতেন, এক পিতার ঔৱসে, এক মাৱেৱ গড়ে এমন বিকল্প স্বতাৱেৱ দুই ভাই

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ଅନୁଗ୍ରହଣୀ କରିତେ ପାରେ ନା । ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରା ସର୍ବବିଷୟେଇ ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରା,
ଆରା କାଳାଟୀଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ-ବାହିରେଇ କାଳାଟୀଦ୍ୱାରା ।

ଇହାଦେର ଉପାଧି ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ,—ମହା କୁଳୀନ, ଫୁଲେର ମୁଖୁଟୀ,
ବିକୁଠାକୁରେର ସନ୍ତାନ । ବାଡ଼ୀ ଶୁର୍ବନ୍ଧୁର । ଅବଶ୍ରା ତେମନ ମନ୍ଦଇ
ବା କି ? ଜମାଜମି ଯାହା ଆଛେ, ତାହାତେ ବେଶ ଚଲିଯା ଯାଏ ଏବଂ
ଦୁଃଖସା ସଞ୍ଚୟତା ହୁଏ । ତାହାର ପର କାଳାଟୀଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟେ ଯେମନ-ତେମନ
ଲୋକ ନହେ ; ଯେଥାନେ ଶୁଭ ପ୍ରେବେଶେର ପଥର ଲୋକେ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନା,
କାଲୁ ମୁଖ୍ୟେ ମେଥାନେ ତାତୀ ଚାଲାଇତେ ପାରେ । ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରା
ଅତି କୋରଲ-ପ୍ରକୃତି, ମଦାଶୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ତିନି ଗ୍ରାମେର ବିଦ୍ୟାଲୟ ହିତେ
ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାୟ ଫେଲ କରିଯାଇ ପଡ଼ାନ୍ତିର ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଲେନ ।
ପିତା ଯତଦିନ ବୀଚିଯା ଛିଲେନ, ତତଦିନ ତିନିଇ ବିଷୟ-କର୍ମେର
ତ୍ୱାବଧାନ କରିଲେନ, ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରକେ କିଛୁଇ ଦେଖିତେ ହଇତ ନା ।
ପିତା ଯଥନ ପରଲୋକଗତ ହଇଲେନ, ତଥନ କାଳାଟୀଦ୍ୱାରର ବମ୍ବସ କୁଡ଼ି
ବେଂସର ; କିନ୍ତୁ ମେହି ବୟସେଇ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନା ଏମନ
ପରିପକ୍ଷ ହଇଯାଇଲି ସେ, ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରା ଆର ବିଷୟ-କର୍ମେର ଭାର ଗ୍ରହଣ
କରିଲେନ ନା, କାଳାଟୀଦ୍ୱାରର ଉପରେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଯା ମେହି
ବୟସେଇ ଅର୍ଥାତ ୨୬ ବେଂସର ବୟସେଇ ଧର୍ମକର୍ମେ ମନୋନିବେଶ କରିଲେନ ।
ତିନି ଥାନ-ଦାନ, ପୂଜାର୍ଥନା କରେନ, ଗ୍ରାମେର ଦଶଜନେର ଶୁଖ-ଦୁଃଖେର
ସମସ୍ତ ଉପଶିତ ହନ ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସକଳେର ସାହାଯ୍ୟ କରେନ । ଗ୍ରାମେର
ସକଳେଇ ତୀହାକେ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିତ ।

କାଳାଟୀଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଗୋରାଟୀଦ୍ୱାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଛିଲ ; ଦସ୍ତାଧର୍ମ
ତାହାର ଛିଲ ନା । ଯାହାତେ ଦୁଃଖସା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଏହି ଚିନ୍ତାତେଇ

সে নিবিষ্ট থাকিত। এতদ্যতীত তাহার স্বভাব-চরিত্রও তেমন, ভাল ছিল না।

গোরাঁচাদ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, কালাঁচাদ তাহার দুর-সম্পর্কের ভাই—বলিতে গেলে কেহই নহে; কিন্তু তাহার পিতা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, কালাঁচাদকে স্থন তিনি পুত্র-নির্বিশেষে পালন করিয়াছেন এবং তাহার স্থন আর কেহই নাই, তখন গোরাঁচাদ যেন তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ না করে; নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করে। গোরাঁচাদ তাহাই করিয়াছেন, কালাঁচাদের উপরেই সমস্ত ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। কালাঁচাদ কাজকর্মে খুব উপযুক্ত; এ অবস্থায় তাহার চরিত্র-দোষ এবং অগ্রবিধ অত্যাচারের কথা শুনিয়াও গোরাঁচাদ মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না—শাসন করা ত দুরের কথা।

বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে হই ভাইয়ের স্ত্রী; গোরাঁচাদের মাতাঠাকুরাণী অনেক দিন হইল, পিতার পরলোক গমনের পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। গোরাঁচাদের স্ত্রী পরমা শুনবৰী ছিলেন; তাহার পিতৃকূলে কেহই ছিল না। একটী কঢ়া ব্যতীত তাহার আর সন্তানও হয় নাই।

গোরাঁচাদ যেমন মাঝৰ ছিলেন, তাহার স্ত্রীও তেমনই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী; কিন্তু কালাঁচাদের স্ত্রীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। কালাঁচাদ নিজেও কালাঁচাদ, তাহার অদৃষ্টে প্রজাপতি মিলাইয়া দিয়াছিলেনও তেমনই অঙ্কাঙ্কিনী। শুনিতে পাওয়া বার, সম্পূর্ণ

শ্রোতৃ-আলি

গৃহস্থের একমাত্র কন্তা দেখিয়া গোরাঁচাদের পিতা কালাঁচাদের কুবিষ্ঠাতের কন্তা ভাবিয়াই কুৎসিত মেয়েটাকে কালাঁচাদের অঙ্গ-শঙ্খী করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিতে কুৎসিত হইলেও কালাঁচাদের স্ত্রী বড় ভাল মেয়ে। স্বামী যে তাহাকে হৃষিক্ষে দেখিতে পারিত না, কোন দিন ভাল মুখে একটী কথাও বলিত না, মর্বদা দূর দূর করিত, তাহাতেও কিন্তু ব্রাঙ্গণ-কন্তাকে কেহ বিচলিত দেখে নাই। ছোটবধু মন্দাকিনী বড় যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার স্বেচ্ছাদরের অধিকারিণী হইয়া স্বামীর ঘনাদর নির্যাতন নীরবে সহকরিতেন। বড়-যা মানদা তাঁহার স্বেচ্ছের অঞ্চল দিয়া এই অভাগিনী ছোট-যাকে ঢাকিয়া রাখিতেন। দেৱৰ স্বামীর ছয় বৎসরের ছোট হইলেও মানদা কোন দিন তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না। সাধারণতঃ, দেবৱের সহিত জ্যেষ্ঠ আত্মবধু যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, পরম্পরের মধ্যে যে প্রকার সম্মত প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানদা সে রকম ভাবে দেবৱের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন না। তিনি দেবৱকে যে ঘৃণা করিতেন তাহা নহে; কিন্তু কালাঁচাদের ব্যবহার তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইত না। এই কারণে তিনি তাঁহার সহিত বনিষ্ঠতা করিতেন না। কালাঁচাদ অনেক সময়ে এ জন্ম বিরক্তি প্রকাশ করিত, রাগ করিত, অনেক ঠাট্টান্তামাসাও করিত; কিন্তু মানদা তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। জুই যায়ে সংস্কারের কাজকৰ্ম করিতেন, একমাত্র কন্তা শুহারের কালন-পালন করিতেন।

কালাঁচাদের একটা ঘৃণা ছিল; সে নানা উপায়ে অর্থ

ଉପାର୍ଜନ କରିତ, ତାମ ଅଗ୍ନାୟ ଅବିଚାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଯା ଟାକା
ସଂଗ୍ରହ କରିତ; ଟାକାର ଜଣ୍ଡ କାହାରେ ପ୍ରାଣନାଶ କରିତେ ଓ ହସି ତ
ଦ୍ଵିଧା ବୋଧ କରିତ ନା; ବ୍ୟଯେର ବେଳୋସ କିନ୍ତୁ ମେ ଭାରି ହିସାବୀ
ଛିଲ। ଯାହାଦେର ସ୍ଵଭାବ-ଚରିତ୍ର ଥାରାପ ହସି, ତାହାରା ଅପବ୍ୟାୟୀ
ହଇଯା ଥାକେ; ତାହାଦେର ହାତେ ବିଷୟ ବା ଟାକାକିଣି ପଡ଼ିଲେ
ତାହାରା ହଇଦିଲେଇ ଉଡ଼ାଇଯା ସର୍ବସ୍ଵାସ୍ତ ହଇଯା ପଡ଼େ। କାଳାଚାନ୍ଦ
କିନ୍ତୁ ମେ ରକମେର ମାନ୍ୟ ଛିଲ ନା। ତାହାର ସ୍ଵଭାବ ଅତି ମନ୍ଦ
ଛିଲ; କିନ୍ତୁ ମେ ବ୍ୟାପାରେ ମେ ମୁକ୍ତହୃଦୟ ଛିଲ ନା; ମେ ବିଶେଷ ହିସାବ
କରିଯାଇ ଅପବ୍ୟାୟ କରିତ। ତାହାର ରୋଜଗାରେ ଅନୁପାତେ ମେ ବ୍ୟାୟ
ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବଲିଲେଇ ହସି। ସଂସାର-ଥର୍ଚେର ଦିକେତୁ ତାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ଦୃଷ୍ଟି ଛିଲ; କୋନ ପ୍ରକାରେ ହୃଦୟମା ବେଶୀ ଥରଚ ହେବାର ଘୋ ଛିଲ
ନା। ଅର୍ଥଚ କାହାର ଜଣ୍ଡ ଯେ ମେ ଜୋତଜମା ବୁଦ୍ଧି କରିତେଛିଲ,
ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିତେଛିଲ, ଲଙ୍ଘୀ କାରବାରେ ଏକେବାରେ ପିଶାଚେର ତାମ
ବ୍ୟବହାର କରିତ, କାହାକେଓ ଏକଟି ପରମା ରେହାଇ ଦିତ ନା, ତାହା
ବୁଦ୍ଧିଯା ଉଠା ଯାଇତ ନା। ଶ୍ରୀର ସହିତ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ-ଦେଖାଦେଖିଓ ଛିଲ
ନା; ମେ ରାଜ୍ଞିତେ ବାଡ଼ୀତେଇ ଥାକିତ ନା। ସଂସାରେ ଅବଲମ୍ବନ ଏକମାତ୍ର
ତାହାର ଦାଦାର ମେଯେଟୀ ।' ତାହାକେଓ ମେ ତେମକେ ଆଦର-ସତ୍ତ୍ଵ କରିତ
ନା; ତାହାର ଜଗନ୍ନାଥ କଥନ କୋନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିନିଯା ଦିଲ ନା। ତବୁଓ ସେ
କେବେ ମେ ଏମନ କରିଯା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିତ, ତାହା ମେହି ଜୀବନେ ।
ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଯଦି କଥନ କୋନ ବିଷୟେ କିଛି ବଲିଲେନ, ତାହା ହଇଲେ
କାଳାଚାନ୍ଦ ଅତି ଗଞ୍ଜୀର ଭାବେ ବଲିଲି, "ମେଯ ଅମ୍ବୟ ଆଜେ ଦାଦା !
ଚାରିଦିକେ ଦେଖେ-ଗୁଲେ ଥରଚ କରିଲେ ହସି । ହ-ମଧ୍ୟ ଟାକା ହାତେ ନା

ଶୋଲ-ଆମি

ଥାକୁଳେ କି ମାନ-ସମ୍ମ ରକ୍ଷା କରେ, ଚଲା ଯାଏ, ନା ଦୃଶ୍ୟଜନେ ମାନେ
ଚେନେ ।” ଗୋରାଟୀଦ ଆର ହିରୁଙ୍କି କରିତେନ ନା ।

ଏଇ ଭାବେଇ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ସର ଗେଲ । ତାହାର ପରଇ ଏହି ମୁଖୋ-
ପାଧ୍ୟାସ ପରିବାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପୈଶାଚିକ ଦୃଶ୍ୟର ଅଭିନୟ ହଇଲ ।
ସେଇ କଥା ବଲିବାର ଜଣ୍ଠି ତୀହାଦେର ପରିବାରେ ଏହି ପରିଚୟଟୁକୁ
ଦିତେ ହଇଲ ।

[২]

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার ছয়মাস পূর্বে গোরাঁচাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় মাসাধিক কাল জ্বরে ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাহার কণ্ঠা স্বহারের বয়স তখন বার বৎসর। মানদার এতদিন যখন সামান্য যাহা প্রয়োজন হইত, গোরাঁচাদকে বলিলেই তাহা পূর্ণ হইত ; এখন দুইটী পয়সার প্রয়োজন হইলেই কালাঁচাদের কাছে দুবার করিতে হয়। তিনি কালাঁচাদের সহিত কথা বলিতেন না ; স্বহারের দ্বারাই কালাঁচাদের^{*} কাছে অভাবের কথা জানাইতে হইত। কালাঁচাদ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইত ; বলিত, “কেন ? তোর মায়ের মুখ নেই, সে কি বোবা ; যখন যা দুরকার হয়, আমার কাছে নিজে চাইলেই পাবে। তোর মা নিজে মুখে না চাইলে আমি কোন কথা শুনব না।” এই কারণে স্বহারও তাহার কাকার কাছে কিছু বলিতে চাহিত না ; তাহার মাকে বলিত “মা, তুমি কাকার সঙ্গে কথা বললেই পার ? তা হ'লে ত কাকা এমন রাগ করতে পারবেন না।”

মানদা বলিতেন; “না মা, তিনি বেঁচে থাকতে এতকাল যখন ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলি নাই, তাকে দেখে লজ্জা করে এসেছি, এখন কি আর কথা বলা যাব। যাকৃ, আমার আর কয় দিনই বা ভিক্ষা করতে হবে। কোন রকমে তোকে পার করতে

•ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ପାରଲେଇ ହସ ; ତାରପର ଆର ଆମାର କିଛୁରଇ ଦରକାର
ହୁବେ ନା ।”

ଏହିକେ କାଳାଟୀଦିଓ ସେଣ ଏକଟୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଆରନ୍ତୁ କରିଲ ।
ସେ ସଥନ-ତଥନରେ ବାଡ଼ୀର ମଧ୍ୟେ ଆସିଯା “ବଡ଼ ବୌ, ଏଟା ଦେଓ, ଓଟା
ଦେଓ” ବଲିଯା ମାନଦାକେ ବ୍ୟାତିବ୍ୟାସ କରିଯା ତୋଲେ ; ଠାଟୀ-ତାମାସାର
ମାତ୍ରାଓ ସେଣ କ୍ରମେଇ ବାଡ଼ିଯା ସାଇତେ ଲାଗିଲ । ମାନଦାର ବୟସ ତଥନର
ବେଶୀ ହସ ନାହିଁ ; ପନର ବ୍ୟସର ବ୍ୟସରେ ସୁହାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ;
ସୁହାରେର ବ୍ୟସ ଏଥନ ବାର ବ୍ୟସର ; ସୁତରାଂ ମାନଦା ସାତାଖ ବ୍ୟସରେର
ସୁବତୀ । ତାହାର ଶରୀରେଓ କୋନ ରୋଗ ଛିଲ ନା ।

କାଳାଟୀଦ ଏତଦିନ ବାହିରେଇ ବେଶୀ ଧାକିତ ; ବିଶେଷ ପ୍ରେୟୋଜନ
ନା ହଇଲେ ବାଡ଼ୀର ମଧ୍ୟେ ଆସିତ ନା ; ଏବଂ ସଥନ ଯାହା ଚାହିତ, ମାନଦା
ମନ୍ଦାକିନୀର ଦ୍ୱାରାଇ ତାହା ଯୋଗାଇଯା ଦିତେନ, ନିଜେ ବଡ଼-ଏକଟା
ସମ୍ମୁଖେ ଯାଇତେନ ନା । ଇହାତେ ମନ୍ଦାକିନୀକେ ସର୍ବଦାଇ ଲାଞ୍ଛନା ତୋଗ
କରିତେ ହିତ, ସ୍ଵାମୀର କଟୁକ୍ରି ଶୁଣିତେ ହିତ ; କିନ୍ତୁ ବଡ଼-ଦିଦିର
କଥ୍ୟ ତିନି କିଛୁତେହେ ଅମାନ୍ତ କରିତେ ପାରିତେନ ନା, କାଜେହେ ସମସ୍ତ
ତିରଙ୍ଗାର, ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା ସହ କରିତେ ହିତ ।

ଦିନ କୟେକ ପୂର୍ବେ କାଳାଟୀଦେର ନିକଟ ପତ୍ର ଆସିଲ ସେ, ତାହାର
ଶାଶ୍ଵତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତା, ବୀଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ; ମନ୍ଦାକିନୀକେ
ତାହାରା ଏକବାରୁ ଲହିୟା ଯାଇତେ ଚାନ । କାଳାଟୀଦେର ତାହାତେ କୋନ
ଦିନହେ ଆପଣି ଛିଲ ନା—ଓ-ପାପ ବିଦ୍ୟା ହଇଲେଇ ମେ ବାଚେ । ପୂର୍ବେଓ
ଅନେକବାର ମନ୍ଦାକିନୀ ପିତ୍ରାଲୟେ ଗିଯାଛେନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇମାସ ଯାଇତେ ନା
ଯାଇତେଇ ଗୋରାଟୀଦ ନିଜେ ଯାଇୟା ଭାଦ୍ରବଧୁକେ ବାଡ଼ୀ ଲହିୟା ଆସିତେନ ;

ମନ୍ଦାକିନୀର ପିତା ମାତା ଆପତ୍ତି କରିତେ ପାରିଲେମୁ ନା । ଏବାର ଶାଙ୍ଗଡ଼ୀର ପୀଡ଼ାର ସଂବାଦ ପାଇୟା କାଳାଟିନ୍ ଶଙ୍ଗର-ବାଡ଼ୀତେ ପତ୍ର ଲିଖିଯା ଦିଯାଛିଲ ଯେ, ତାହାରେ ସଥିନ ଇଚ୍ଛା, ତୁମହି ମନ୍ଦାକିନୀକେ ଲାଇୟା ଯାଇତେ ପାରେନ ; ତାହାର କୋନହି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପତ୍ର ପାଇୟାଇ ମନ୍ଦାକିନୀର ପିତା କଞ୍ଚାକେ ଲାଇୟା ଯାଇବାର ଜୟ ଲୋକ ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ । ମାନଦା ମନ୍ଦାକିନୀକେ ବାରବାର ବଲିଯା ଦିଲେନ ଯେ, ମାକେ ଏକଟୁ ସୁନ୍ଧ ଦେଖିଲେଇ ସେଷେନ ଚଲିଯା ଆସେ— “ଦେଖୁ ତ ତାଇ, ଆମି ଏକେଲା ମାନୁଷ, କଥା ବଲିବାର ଲୋକଟୀ ନେଇ । ତୁହି ନା ଥାକୁଲେ ଆମାର ବଡ଼ି କଷ୍ଟ ହବେ । ଏତଦିନ ତବୁଠ ତିନି ବେଁଚେ ଛିଲେନ । ଏଥିନ ଯେ ଆମାର ମବ ଦିକ୍ ଅନ୍ଧକାର । ତୁହି ଥାକୁଲେ କଥାଯ-ବାର୍ତ୍ତାଯ କାଜେ-କର୍ମେ ଦିନଗୁଲୋ କେଟେ ଯୀଯ । ଦେଖିମୁ ତାଇ, ବେଣୀ ବିଲବ କରିସ ନା ।” ମନ୍ଦାକିନୀ ମାନଦାର ପଦ୍ଧୁଳି ଲାଇୟା ବଲିଲ “ନା ଦିଦି, ତୋମାକେ ଏମନ ଏକେଲା ଫେଲେ କି ଆମି ମେଥାନେ ଥାକୁତେ ପାରି ; ମାକେ ଏକଟୁ ଭାଲ ଦେଖିଲେଇ ଆମି ଚଲେ ଆସିବ ।”

[৩]

সেদিন একাদশী। কালু মুখ্যোর বাড়ীর পাশেই তাহাদের
জ্ঞাতি চণ্ডী মুখ্যোর বাড়ী। চণ্ডী বাবুর অবস্থা পূর্বে তেমন ভাল
ছিল না। তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠা কগ্না রমাশুন্দরীর দেবগ্রামের
জমিদার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন এবং ততপৰ
লক্ষে কিছু জমিজমা ও নগদ টাকা পান। চণ্ডী মুখ্যোর সেই
জ্ঞাত-জমার আয়েই চলে এবং যথন যা দরকার হয়, দেবগ্রামে
দিদির নিকট চাইলেই তাহা পূর্ণ হয়। চণ্ডী বাবুর পর-পর ছয়টা
মেঘের পর এবার একটা পুত্র-সন্তান হইয়াছে। ছয় মেঘের পর
চেলে, তাঁহার অন্নপ্রাশনে ষটা মা করিলে কি ভাল দেখায়।
তাই তিনি অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব নিমিত্ত করিয়াছেন। তাঁহার
দিদিও এই শুভকর্ম উপলক্ষে সুবর্ণপুরে আসিয়াছেন। জমিদার
হরিপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে; উপরুক্ত পুত্র সিদ্ধেশ্বর বাবুই এখন
মালিক। মাঘের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর বাবুও মাতুল-পুত্রের অন্নপ্রাশন
উপলক্ষে আসিয়াছেন। বলা বাহ্য্য যে, এই অন্নপ্রাশনের সমস্ত
ব্যবস্থারই চণ্ডী বাবুর দিদি বহন করিয়াছেন। সঙ্গে লোকজন,
দাস-দাসীও অনেক আসিয়াছে। এই একাদশীর দিনই অন্নপ্রাশন।
গ্রামের ভদ্র ইতর সকল লোকই নিমিত্তিত হইয়াছে। কালাঁচাদের
বাড়ীতে আজ আর উনানে ইঁড়ি চাঁচাইবারই প্রয়োজন হয় নাই।
মানদার একাদশী; কালাঁচাদ ও বাড়ীর ব্যাপারেই নিযুক্ত; স্বহার

এবং চাকুর-চাকুরাণীরা সকলেই মেঝে নিমজ্জন থাইয়াছে। লোক-জনের আহাৰাদি শেষ হইতে প্ৰায় অপৰাহ্ন হইয়া গিয়াছিল। কালাটান্দ সক্ষ্যাত্ সময় বাড়ীতে আসিয়া পুনৰায় মান কৱিয়া চঙ্গী বাৰুৱ বাড়ীতে আহাৰ কৱিতে গেল,—দিনমানে আৱ তাৰ আহাৰ হয় নাই। *

ৱাত্রিতে কালাটান্দ বাড়ীতে থাকিত না ; তাৰ রাত্রি-বাসেৱ অন্ত স্থান ছিল। বাড়ীতে বৃক্ষা দাসী গোপালেৱ মা রাত্রিতে মানদাৰ ঘৰেৱ বাৱান্দায় শয়ন কৱিত ; বাহিৱে বৈঠকখানায় দুইজন চাকুৱ থাকিত। মন্দাকিনীৱ ঘৰ এ কয়দিন বন্ধ আছে। মন্দাকিনী এখনে থাকিবাৱ সময়েও রাত্রিতে মানদাৰ ঘৰেই তিনি শয়ন কৱিতেন।

একে বৈশাখ মাস, তাৰাতে একাদশী। মানদা ক্লান্ত হইয়া তাৰ ঘৰেৱ বাৱান্দায় একখানি মাদুৱ পাতিয়া শয়ন কৱিয়া ছিলেন। গোপালেৱ মা অন্ত দিন সেই বাৱান্দার অপৰ পাশেই শয়ন কৱিত। সে দিন মানদাকে বাৱান্দায় পুন কৱিতে দেখিয়া সে মন্দাকিনীৱ ঘৰেৱ বাৱান্দায় সুহাৱকে লইয়া শয়ন কৱিয়া তাৰাকে নানা গল্প শুনাইতেছিল ; তথনও তাৰাদেৱ নিদ্রাকৰ্ষণ হয় নাই।

ৱাত্রি তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। কালাটান্দ চঙ্গী বাৰুৱ বাড়ীতে আহাৰ শেষ কৱিয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপালেৱ মা ও সুহাৱ তখনও জাগিয়া ছিল। কালাটান্দকে আসিতে দেখিয়া তাৰারা গল্প বন্ধ কৱিয়া চুপ কৱিয়া শুইয়া রাখল।

ଶୋଲ-ଆମି

କାଳାଟ୍ଚାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ମାନଦାର ସରେର ବାରନ୍ଦାୟ ଉଠିଯା
ଡାକିଲ “ବଡ଼ବୌ, ଏକବାର ଓଠ ତ ।”

କାଳାଟ୍ଚାଦେର ଆହ୍ଵାନ ଶୁଣିଯାଇ ମାନଦା ବଞ୍ଚାଦି ସଂୟତ କରିଯା
ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଉଠିଯା ପଡ଼ିଲେନ ।

କାଳାଟ୍ଚାଦ ବଲିଲ “ବଡ଼ବୌ, କାଳ ଯେ ତୋମାର କାଛେ ଏକଟା
କାଗଜେର ବାଣିଲ ରେଖେଛିଲାମ, ସେଇଟା ବେର କରେ ଦାଓ ତ । ଏଥନି
ଦରକାରଁ ।”

ମାନଦାର ସରେର ମଧ୍ୟେ ଆଲୋ ଛିଲ ବା । ତିନି ଆଲୋ ଜାଲିବାରେ
ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରିଲେନ ନା, କାରଣ ମେହି କାଗଜେର ବାଣିଲଟା ତିନି
ବାହିରେ ତାକେରୁ ଉପରିହ ରାଖିଯାଇଲେନ । ଅନ୍ଧକାରେଇ ତାହା ଆନିଯା
ଦିତେ ପାଇବେନ ଭାବିଯା ତିନି ସରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ । ତିନି
ପ୍ରବେଶ କରିତେ ନା କାରତେଇ କାଳାଟ୍ଚାଦ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ସରେର
ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଭିତର ହଇତେ ହାର ବନ୍ଦ କରିଯା ଦିଲ । ବୋଧ
ହୟ ଏକ ମିନିଟ୍‌ଓ ଅତୀତ ହୟ ନାହିଁ—ମାନଦା ସରେର ମଧ୍ୟେ ଚୀଏକାର
କରିଯା ଉଠିଲ । ସେ ଭୀଷଣ ଚୀଏକାର !

ମେହି ଚୀଏକାର ଶୁଣିଯାଇ ଗୋପାଲେର ମା ଓ ଶୁହାର ତାଡ଼ାତାଡ଼ି
ଉଠାନେ ନାମିଯା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋକେ ଦେଖିଲ ମାନଦାର ସରେର ହାର
ବନ୍ଦ ଏବଂ ଭିତରେ କେମନ ଯେନ “ଗୋ ଗୋ” ଶବ୍ଦ ହଇତେଛେ । ଶୁହାର
କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲ ; ଗୋପାଲେର ମା ଚୀଏକାର କରିତେ କରିତେ ପାଶେର
ବାଡ଼ୀର ଦିକେ ଦୌଡ଼ିଲ “ଓଗୋ, ତୋମରା ଏମୋ ଗୋ ! ସର୍ବନାଶ
ହୋଲେ ! ଛୋଟ ବାବୁ ବଡ଼-ମାକେ ମେରେ ଫେଲିଛେ ଗୋ !”

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁର ବାଡ଼ୀ ତଥନ ଆତ୍ମୀୟ-କୁଟୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଗୋପାଲେର ମାଘେର

ଶ୍ରୋମ-ଆନି

ଚାଁକାର ଏବଂ ସୁହାରେ କ୍ରନ୍ଦନେର ଶକ୍ତ ଶୁନିଯା ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷ ଯିନି ସେ ଅବଶ୍ୟାଯ ଛିଲେନ, ଉର୍କୁଶାସେ ଏ-ବାଡ଼ୀତେ ଆସିଯା ପଡ଼ିଲେନ । ସକଳେର ମୁଖେଇ “କି ହେଁଛେ ? ବ୍ୟାପାର କି ?” ଶକ୍ତ ।

ଗୋପାଲେର ମା ଚାଁକାର କରିଯା ବଲିଲ “ଓଗୋ, ଶୀଘରି ବଡ଼ ମାୟର ସରେ ଦୋର ଭେଙ୍ଗେ ଫେଲ ! ହ୍ୟାୟ ହ୍ୟାୟ, ଛୋଟବାବୁ ବୁଝି ତାକେ ମେରେ ଫେଲିଲେ ଗୋ ।”

ତଥନ ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ଓ ଆରଓ ହୁଇ ତିନଜନ ଏକମଙ୍ଗେ ମାନଦାର ସରେ ବାରାନ୍ଦାୟ ଉଠିଯା ଦେଖେନ ଦ୍ୱାର ଭିତର ହିତେ ବନ୍ଦ । ସରେର ମଧ୍ୟ କି ଯେନ ଏକଟା ‘ଗୋ ଗୋ’ ଶକ୍ତ ହିତେଛେ । ଆର ବିଳମ୍ବ ନା କରିଯା ତୀହାରା ଦୁଇରେ ପଦାଘାତ କରିତେ ଲାଗଲେନ । ଚାର ପାଇଁ ଆଲାତେଇ ଦ୍ୱାରେର ଅର୍ଗଲ ଭାଙ୍ଗିଯା ଗେଲ । ସର ଅନ୍ଧକାର ! ମେଜେର ଏକ କୋଣ ହିତେ କେବଳ ଏକଟା କାତରୋକ୍ତି ଓ’ନତେ ପାଓରା ଥାଇତେଛିଲ । ଏକଜନେର ହାତେ ଏକଟା ଦିଯାଶଳାଇ ଛିଲ ; ମେ ଏକଟା କାଟି ଜାଲିତେଇ ସରେ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହଇଲ । ସକଳେ ସଭରେ ଦେଖିଲ, ମାନଦା ସରେ ମେଜେର ଉପର ପଡ଼ିଯା ଆଛେନ । ତୀହାରଟି କଞ୍ଚ ହିତେ ଅବାକ୍ତ କାତରୋକ୍ତି ବାହିର ହିତେଛେ । ସରେ ଚାରିଦିକେ ଦେଖିବାର ପୂର୍ବେଇ ଦିଯାଶଳାଇ ନିବିଯା ପେଲ । ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଖବରଦାସ, ତୋମରା ଦୋର ଆଗିଲେ ଦାଙ୍ଗିଓ, ପାଞ୍ଜିଟା ଯେନ ପାଲାତେ ନା ପାରେ । ଆର ଏକଟା ଦିଯାଶଳାଇ ଜାଇ ।”

ଆର ଦିଯାଶଳାଇ ଜାଲିତେ ହଇଲ ନା ; ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁର ବାଡ଼ୀ ହିତେ ତିନ-ଚାରିଟା ଲଞ୍ଚନ ଆସିଯା ଉପର୍ହିତ ହଇଲ । ପ୍ରାଥମିକ ତଥନ ଲୋକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଗିଯାଛେ ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ତଥନ "ଚୀଏକାର କରିଯା ବଲିଲେନ "ଓଗୋ, ତୋମରା ମେସେରା କେ ଏସେହ, ଶୈଗ୍ଗିର ସରେର ମଧ୍ୟେ ଏସ । ବଡ଼-ବୌ ଯେ କେମନ କରଇଛେ ?"

ଏହି କଥା ଶୁଣିଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁର ଦିନ ଅଗ୍ରସର ହଇଲେନ । ତାହାକେ ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ ଦେଖିଯାଇ ଦ୍ଵାରେର ନିକଟ ଯାହାରା ଛିଲେନ, ତାହାରା ଏକଟୁ ସରିଯା ଦୀଡ଼ାଇଲେନ ।

କାଳାଟାଦ ତଥନ ଦ୍ଵାରେର ଆଡ଼ାଲେ ଦୀଡ଼ାଇଯା ଛିଲ । ମେ ମନେ କରିଲ, ଏହି ତାହାର ପଲାୟନେର ପ୍ରୟୋଗ ; ମେ ସରେର ଅନ୍ତ ଯେ ଦ୍ଵାର ଛିଲ, ତାହା ଖୁଲିବାର ଉପାୟ ଛିଲ ନା । ମେ ତଥନ ରମାଶୁନ୍ଦରୀକେ ଏକ ଧାକା ଦିଯା ବାରାନ୍ଦାୟ ଆସିଯା ପଡ଼ିଲ । ସକଳେହି ସତର୍କ ଛିଲ—ତାହାର ଆର ପଲାୟନେର ପଥ ହଇଲ ନା । ଏକଜନ ତାହାକେ ଏମନ ଏକ ଧାକା ଦିଲ ଯେ, ମେ ବାରାନ୍ଦା ହଇତେ ଏକେ-ବାରେ ନୀଚେର ଉଠାନେ ପଡ଼ିଯା ଗେଲ । ତିନଚାରି ଜନ ଆସିଯା ତାହାକେ ଚାପିଯା ଧରିଲ ; ଦୁ-ଚାରଟୀ ଉତ୍ତମ-ମୃଧ୍ୟମ୍ବନ୍ଦୂପ ହଇଯା ଗେଲ ।

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ ବାହିରେ ଉଠାନେ ଦୀଡ଼ାଇଯା ଛିଲେନ । ତିନି ବଲିଲେନ "ଆହା ମେରୋ ନା ଗୋ ! ଯାତେ ପାଲାତେ ନା ପାରେ, ତାହି କର । କୋନ ଅତ୍ୟାଚାର କୋରୋ ନା ।"

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ତଥନ ବାରାନ୍ଦା ହୁହୁତେ ନାମିତେ ନାମିତେ ବଲିଲେନ "ସରେର ମଧ୍ୟେ ଆର ଗୋଲ କରେ କାଜ ନାହିଁ । ମେସେରାହି ସା ହସ କରିବେନ । ତୋମରା ନେମେ ଏସ ।"

ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆସିଯା ଦେଖେନ, ପାଡ଼ାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଯା ଉପଶିତ ହଇଯାଛେନ । ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ବଲିଲେନ "ଆର ଏଥାନେ ଗୋଲ କରେ କାଜ

ଶ୍ରୋଜ-ଆମି

ନେଇ ; ଆମାର ଓଥାନେ ଯାଓଯା ଯାକ । ମେଥାନେ ଗିରେ ଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ତା ହିସର କରା ଯାବେ ।” ଚାକରୁଦେବ ଉଦ୍‌ଦେଶ କରିଯା ବଲିଲେନ “ଓରେ,
ତୋରା ତିନ ଚାରଙ୍ଜନ ଏଥାନେ ଥାକ, ଦିଦି ଯା ବଲେନ ତାଇ କରିମ ।”

ବରମାମୁନ୍ଦରୀ ସରେର ମଧ୍ୟେ ହଇତେହି ବଲିଲେନ “କୋନ ଭୟ ନେଇ,
ଜ୍ଞାନ ହୁୟେଛେ । ଡାକ୍ତାର ଡାକତେ ହବେ ନା । ତୋମରା ବାଡ଼ୀତେ
ଯାଓ ।”

ଏକଜନ ବଲିଲ “ଓରେ, ହାରାମଜାଦା ଯେନ ପାଲିଯେ ଯେତେ ନା
ପାରେ ।” ଏହି ବଲିଯା କାଳାଟ୍ଚାଦକେ ପଦାଘାତ କରିଲ । କାଳାଟ୍ଚାଦର
ମୁଖେ ଆର କଥା ନାହିଁ ; . ମେ ଚୋରେର ମତ ମାର ଥାଇତେ ଲାଗିଲ ।
ଯେ ମାରିତେ ନିଷେଧ କରେ, ମେଓ କିନ୍ତୁ ହୁଇସା ଦିଯା ପଥ ଜେଥାଯ ।

[8]

কালাঁচাদকে লইয়া সকলে চঙ্গী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈঠক বসিল ; পাড়ার মাতৰবরেরা সকলেই ছিলেন ; যুবকেরাও উপস্থিত। তখন কথা উঠিল, কর্তব্য কি ? কালাঁচাদ যে পাপ কার্য করিয়াছে, তাহার আর প্রায়শিত নাই।

বৃক্ষ চক্রবর্ণী মহাশয় বলিলেন “যা হবার তা হয়ে গিয়েছে ; এখন আর সে কথা নিয়ে আন্দোলন করে কি শান্ত হবে। অধিক লোক-জ্ঞানান্বিত করে স্মৃত কলঙ্ক বাঢ়ানো। এখন চেপে যাওয়াই কর্তব্য। এতবড় সম্মানী ঘর, মুখুয়েদের দেশজোড়া নাম ; লোক-জ্ঞানান্বিত করে সেই বংশের কলঙ্ক প্রচার করা কিছুতেই উচিত হবে না ! তাতে তোমাদেরই একঘরে হতে হবে। ওই গোরাঁচাদের মেঝেটী রয়েছে ; তার বিবাহই হবে না। এমন কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হলে কি তোমাদের ঘরের মেঝে নিতে কেউ সম্মত হবে ? এখন চেপে যেতেই হবে। এই হতভাগাটা দশ ব্রাহ্মণের পাছুঁয়ে দিবি করুক ষে, এমন কষ্ট আর করবে না—”

কে একজন বলিয়া উঠিল “আর একশ হাত মেপে নাকে খত দিতে হবে।”

একটী যুবক বলিলেন “কালাঁচাদ মুখুয়ের সঙ্গে কেউ কোন

সଂପର୍କ ବାଧତେ ପାରବେ ନା—ଓକେ ଏକ-ଘରେ କରିବେ, ଆବର ଓର ଛଟୋ କାଣ କେଟେ ଦିତେ ହବେ; ଅମନି ଛାଡ଼ା ହବେ ନା।”

ଆର ଏକଟୀ ଯୁବକ ବଲିଲେନ “ଓ କଥାଇ ନସ୍ତି! ଓକେ ଆଦାଲତେ ଆସାମୀ କରେ ଦିତେ ହବେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ ଖାଟାଇବେ। ଅମନ ଶୋକକେ ସହଜେ ଛେଡେ ଦେଉମା କିଛୁତେଇ ହବେ ନା।”

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଆଦାଲତେ ଗେଲେ ଯେ କଳକେ ଦେଶ ଛେମେ ଯାବେ। ଓର ନା ହସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମେଘାଦ ହବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପର? ଆମରା ଦଶେର କାହେ ମୁଖ ଦେଖାବ କେମନ କରେ? ନା, ନା, ଓ ସବ ହବେ ନା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦା ବା ବଲିଲେନ, ତାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ! ଚେପେ ଯା ଓପାଇ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ—ଆର ପଢ଼ ନେଇ!”

ହରିଶ ଗାଁଙ୍ଗୁଳୀ ଏକ ପାଶେ ବସିଯା ତାମାକ ଥାଇତେଛିଲେନ; ତିନି ପାଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ବଯୋଜ୍ୟଷ୍ଟ। ତିନି ବଲିଲେନ, “ବଲି, ଏମନ କି ହସ୍ତେହେ ଯେ, ତୋମରା ଏକେବାରେ ନବରତ୍ନେର ସଭା ବସିଯେ ଫେଲିଲେ। ସବହି ଏଥିନ ଥିମେଟାରୀ କାଣ ଦେଖିଛି। କେନ ରେ ବାବୁ, ବ୍ୟାପାର କି? ଏ ଯେନ ଆର ବିଶ-ବ୍ରଦ୍ଧାଣ୍ଡେ କୋଥାଓ ହସ୍ତ ନା,—ଏହି ଆମାଦେଇ ଗାଁଯେତେ ଯେନ ଏମନଟା କୋନ ଦିନ ହୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ମାହୁସ, ବେଟା ଛେଲେ, କରେଛେ ନା ହସ୍ତ ଏକଟା କାଜ; ତା ନିର୍ମିତ ଏତ ଚେଟାଚେଟିଚି, ଏତ ଗୋଲମାଳ କେନ ରେ ବାପୁ! ବାବା ରେ, ମାରେ, ଗେଲାବ ରେ! ଏଥିନ ବମାଓ ବୈଠକ, କର ବିଚାର! ଅମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହସ୍ତେ ଯାଇଛେ; ଅମନହି ବା ବଲି କେନ,—ଓର ଥେକେଓ ଶୁଭତର କାତ କି ହଜେ, ତା ଦେଖିବେ ପାଛି ନା, କାଣେ ଶୁଣିବେ ପାଛି ନା। ସତ ସବ ଛେଲେମାହୁସୀ ଆର କି! ଏହି ଆଶି ବଂସର ବସନ୍ତ ହଲୋ; ଆମାର ଅଜାନା ତ କିଛୁହି

শ্রোল-আনি

নেই। কৈ এতদিন ত অমন করে ঢাক ঢোল বাজাও নেই। ঐ
যে ও-বাড়ীর—”

চঙ্গী বাবু বাধা দিয়া বলিলেন “ঠাকুরদা, আর পরের কথা
তুলে কি হবে? গোপনে ত অনেক চলে যাচ্ছে; তা আপনিও
দেখছেন, আমরা মেখছি। কি করব, দেখেও দেখিনে, শুনেও
শনিনে। কিন্তু সবই গোপনে চলছে। এটা যে বড়ই বেজে
উঠল, তার কি উপায়?”

কেনারাম ভট্টাচার্য গ্রামের অনেকেরই পুরোহিত। তিনি
এক টিপ নশ্চ গ্রহণ করিয়া গভীরভাবে বলিলেন “এ সমস্কে শাস্ত্রের
বিধানই বলবৎ গণ্য করতে হবে। এ প্রকার কুকার্য যে অনু-
ষ্ঠিত হয় না, এমন কথা উচ্চারণ করা সমীচীন হবে না। এ প্রকার
ব্যাপার সংঘটিত হয়, কিন্তু অতি গোপনে। যে গৃহে এই শ্রেণীর
পাপাচার হয়, সেই গৃহস্থই তাহা গোপন করিয়া ফেলেন; পল্লীর
চুমশজনের তাহা ক্রতিগোচর হইলেও তাহা জনক্রতি মাত্র;
সুতরাং তাহা শাস্ত্রের অধিগম্য নহে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার
ব্যত্যয় হইয়াছে। এই কুকার্যের সংবাদ কেবল গৃহস্থের গৃহের
সীমার মধ্যেই আবক্ষ রহিল না, গৃহান্তরেও গেল;—গৃহান্তরই বা
বলি কেন, গ্রামান্তরের অনেক ভজ্জলোকও এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ-
দর্শী হইলেন। সুতরাং গোপনে অনুষ্ঠিত কুকার্য বলিয়া ইহা
গণ্যই হইতে পারে না। ইহা প্রকাশ্য ব্যভিচার। মাতৃস্মা বিধবা
আতুবধূর উপর তাহার অসম্মতিতে অত্যাচার। শাস্ত্রানুসারে
ইহার দণ্ড কর্তব্য। এ বিষয় শহীয়া রাজস্বারে উপস্থিত হইবার

ବୋଲି-ପାଠି

প্রয়োজনাভাব ; আমাদের শান্তের অঙ্গুশাসনই প্রযুক্তি । শান্তের
বিধান এই যে, কালাট্চাদ বাবাজিকে শান্তামুসারে প্রাপ্তিশক্ত করিতে
হইবে, নতুবা তাহাকে পতিত হইতে হইবে । সে ক্ষেপণিশক্ত
করিয়া সমাজে গৃহীত হউক ; তাহার দ্বিচারণী ভাত্বকে প্রত্যক্ষ-
ত্যাগ করিয়া যথা-ইচ্ছা গমন করিতে হইবে ; আমাদের সমাজের
তাহার স্থান হইবে না ; -যে বিধবার সতীত নষ্ট হইয়াছে, তাহার
স্থান আমাদের পবিত্র হিন্দুসমাজে নাই । শান্তের এই সর্বাঙ্গমত
বিদিত ব্যবস্থা অঙ্গুসারে কার্য করা ব্যতীত গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছে
না । এ কার্য গোপন করিলে চলিবে না ; অস্ততঃ কেনারাম ভট্টাচার্য
রমামুন্দরী একটু পূর্বেই কালাট্চাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া
আসিয়াছিলেন । তিনি এই গ্রামেরই মেঝে ; তাহার পক্ষ তাহার
বন্ধন ও পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং চওড়ী বাবুরামের ক্ষেত্ৰে
খানায় যাহারা আলোচনা করিতেছিলেন, তাহাদের সমূখ্যে উপস্থিত
হইত হইবার তাহার বাধা বা লজ্জার কারণ ছিল না । তিকিতুপ
করিয়া কেনারাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাধুভাষ্য বিবৃত শান্তের
বিধান শ্রবণ করিতেছিলেন ।

ভট্টাচার্য যখন তাহার বক্তব্য শেষ করিবেন, তখন অন্তর্ভুক্ত
কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন “কেন্দ্ৰিয়াম, জ্ঞানয়নে
সুবৰ্ণপুরে যে নৃতন শাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, এ সংবাদ আজ আনি
পাই নাই।”

କେନ୍ଦ୍ରୀଆସ ବଲିଲେନ “ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ର କି ମିଳି ! ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

କାଳ ଏହି ହିନ୍ଦୁସମାଜେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନ କରିତେଛେ, ଆମି ସେଇ
ଶାନ୍ତର କଥାଇ ଉପ୍ଲେଖ କରିଲାମ ।”

“କୈ, ତୁମି ତ ଡାଇ ପ୍ରମାଣ କିଛୁଇ ଦିଲେ ନା,—ହାଇ ଦଶଟା
ବଚନଗୁ ଆଉଡାଲେ ନା । ବଚନ-ପ୍ରମାଣ ନା ଦେଖାଲେ କି ଆମାଦେଇ
ମତ ମୂର୍ଖ ମେଘେମାନୁଷ ଶାନ୍ତ ବୁଝାତେ ପାରେ ?”

କେନାରାମ ବଲିଲେନ “ଏ ସକଳ ତ ଅତି ସହଜ ବ୍ୟାପାର ; ଇହାର
ଜନ୍ମ ଆର ପ୍ରମାଣ-ପ୍ରୟୋଗେର ପ୍ରୋଜନ୍ମୀୟତା ଅନୁଭୂତ ହୁବେ ନା ।”

ରମାଶୁନ୍କରୀ ବଲିଲେନ “କେନାରାମ, ଡାଇ, କିଛୁ ଘନେ କରୋ ନା ;
ଆମି ଜିଜ୍ଞାସା କରି, ଗୋପନେ କୋଣ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରଲେ ତାତେ ପାପ
ହୁବେ ନା ?”

“ପାପ ହବେ ନା କେନ ? କିନ୍ତୁ ଏ ସେ କଲିକାଳ ଦିଦି ! ଏଥନ
କି ଆର ସେଇ ସତ୍ୟସୁଗେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଟେ ? ତାଇ ଏଥନ ଅନେକଟା
ଅନ୍ତରାଳ କରିଯା ଚଲିତେ ହୁବେ । କୁକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସକଳକେଇ ସଦି
ଦଙ୍ଗିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇ, ତାହା ହଇଲେ କି ସମାଜ ତିର୍ଣ୍ଣିତେ
ପାରେ । ସେଇ କାରଣେ, ସେ ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ତାହା ଉପେକ୍ଷା
କରିତେ ହୁବେ, ନତୁବା ସମାଜେର ସ୍ଥିତି ହିନ୍ଦିକା ହଇବେ କି ପ୍ରକାରେ ?”

“ତା ହଲେ ତୁମି ବଲାତେ ଢାଓ ଯେ, ଯାର ଯା ଇଚ୍ଛା, ସେମନ କୁକାର୍ଯ୍ୟ
ଇଚ୍ଛା, ତାଇ ସେ କରନ୍ତି ; ତବେ ଯେଣ ଶୀବଧାନେ କରେ, ଗୋପନେ କରେ ;
ତା ହଲେ ତୋମରା ତାଦେଇ ସମାଜେ ଢାଲିଯେ ନିତେ ପାର । ଏହି ତୋମା-
ଦେଇ ଏଥାନକାର ଶାନ୍ତର ବିଧାନ, କେବଳ ?”

“ନା ଦିଦି, ତା ଠିକ ନାହିଁ । ତବେ ଏହି—ଏହି କଥାଟା—ଏହି କି
ଜାନ—”

କେନୋରାମେର କଥାଯି ସାଧା ଦିଯା ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ—“କଥାଟା ଏହି ସେ, ତୋମରା ଶକ୍ତେର କାହେ ନରମ, ଆର ନରମେର କାହେ ଶକ୍ତ । ସାକ୍ଷ ମେ କଥା । ତୁମ ସେ ବଲ୍ଲେ, କାଳାଟୀଦ ଏକଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଲେଇ ତାକେ ତୋମରା ସମାଜେ ତୁଲେ ନିତେ ପାର । ତାର ଏହି ସୌରତର ପାପେର ଐ ସାମାଜିକ ଶାସ୍ତ୍ରି ତୋମାଦେର ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲେଖା ଆଛେ । ଆର ମାନ୍ଦାର ବେଳାୟ ତୋମରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ସେ, ମେ ଯେଥାନେ ଇଚ୍ଛା ମେଥାନେ ଚଲେ ଯାକ । ତୋମରା ତାକେ ସମାଜେ କିଛୁତେଇ ଶାନ୍ତି ଦିତେ ପାରିବେ ନା । କେମନ, ଏହି ତ ତୋମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ?”

କେନୋରାମ ବଲିଲେନ “ଶାସ୍ତ୍ରେର ବିଧାନଇ ଏହି । ତ୍ରିକାଳଙ୍କ ମୁନିଧିରା ଯା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଗିଯେଛେନ, ଅନ୍ତରୁକ୍ତ ଆମ୍ବାକୁ କି ତାର ଅନ୍ତରୁକ୍ତ କରିତେ ପାରି, ନା ତାର ତାଃପର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରି ।”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଦେଖ କେନୋରାମ, ଆମିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ମେଯେ, ଆମିଓ ଶାସ୍ତ୍ରେର ବିଧାନ ମାନି । କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କାଳାଟୀଦେର ମତ ମାନୁଷେର ଜନ୍ମ ଅତି ସାମାନ୍ୟ, ଅତି ହାନ୍ତକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ପାରେ, ଆର ମାନ୍ଦାକେ ପଥେର ଭିତ୍ତାରିଣୀ କରିତେ ପାରେ, ମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁନିଧିରା କରେନ ନାହିଁ, କରିତେ ପାରେନ ନା, ଏକଥା ଆମି ଜୋର କରେ ବଲ୍ଲାଛି । ସବୁ ତୁମ କୋନ ଶାସ୍ତ୍ର ଥେକେ ପ୍ରମାଣ ଦିତେ ପାର, ତା ହଲେ ଆମି ତୋମାର ମୁଖେ ଉପର ଝଲବ ସେ, ମେ ଶାସ୍ତ୍ର ତୋମାର ଏହି କାଳାଟୀଦେର ମତ ମୁନିଧିରାଇ କରେଛେ ; ତା ହିନ୍ଦୁର ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ,—ଅନୁତ ମାନୁଷେର ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ । ଅପରାଧ କରିଲ କାଳାଟୀଦ, ମହାପାପ କରିଲ କାଳାଟୀଦ, ଆର ତାର କଳିଭୋଗ କରିବେ ମେହି ଅନାଥ ବିଧବା ! ଏକବାର ଗିଯେ ଦେଖେ ଏମ

শ্রোতৃ-আলি

মাঝেদিকা "অবস্থা, শুনে এস তার কানা ! পাষাণও গলে যায় ;
কেজুয়াম ; পাষাণও গলে যায় ! তার অপরাধ কি ? বল না
তোমরাও সকলেই ত এখানে আছ, বল না মানদাৰ কি অপরাধ,
ষেটাকে পথে দাঢ়াবাৰ ব্যবস্থা কৱতে চাও। এই নৱপশ্চিমা
তাকে আক্ৰমণ কৱল ; সে নিৰুপানা অবলা ; সে কি কৱবে ?
গ্ৰামপথে চীৎকাৰ কৱা ছাড়া আৱ কি উপায় তার ছিল, বল না
তোমরাও ? তাৱপৰ, তোমৱা কি না এখানে বৈষ্টক কৱে কালা-
চানকে ধূমে-মুছে ঘৰে তুলতে যাচ্ছ, আৱ মানদাকে অকুল পাথাৱে
ভাসিফেদিতে চাও। দেখ, যতই তোমৱা বড়াই কৱ না কেন,
আপি বলছি, এ মহাপাপেৰ প্ৰায়শিক্তি তোমাদেৱ কৱতে হবে,
তোমাদেৱ এই সমাজকে কৱতে হবে। হাঁ, মানদা যদি অস-
চন্দ্ৰিকা হত, তা হলে তাকে তোমৱা দূৰ কৱে দিতে, কেউ একটা
কজোক্তা বলতে পাৱত না। কিন্তু এই ঘটনাটা ভেবে দেখ
দেখিব আমি এই এখনই মানদাৰ কাছ থেকে আসছি। তাৱ
এখন ষেই কৰম ভাব, তাতে সে নিশ্চয়ই আভুহত্যা কৱবে। তা
ছাড়িও আৱ কি পথ আছে ? আৱ কি পথ তোমৱা তাকে
দেখিয়ে দিতে পাৱ, বল না ?"

"বৰ্মামুন্দৱীৰ পুত্ৰ সিদ্ধেশ্বৰ এতক্ষণ চুপ কৱিয়া ছিলেন। তিনি
বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণ ; তিনি উচ্চ-শিক্ষিত শ্যঙ্কি ; বয়সও তাহাৰ ছত্ৰিশ
সাল হইলেই হইলাছে। ইংৰাজী, বাঙালী, সংস্কৃতে এত বড় পত্রিত
হইলেও তিনি অল্পভাৰী ; তাই এতক্ষণ বে বাদ্বিতও হইতেছিল,
তাহাকে তিনি কোন মতই প্ৰকাশ কৱেন নাই। বিশেষতঃ,

ঝাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী যখন কেনারাম ভট্টাচার্হোর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি সে আলোচনার মধ্যে কথা বলা সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু, ঝাঁহার মাতা যখন বলিলেন “কি পথ তোমরা তাকে দেখিয়ে দিতে পার, বল না ?” তখন সিদ্ধেশ্বর অতি ধীর ভাবে বলিলেন “মা, তুমই একটা পথ দেখিয়ে দেও না।”

রমাশুলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখে নিবন্ধ করিলেন ; একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই কঢ়িলেন “পথ দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সে পথে চলতে পারবি সিধু !”

সিদ্ধেশ্বর দৃঢ় স্বরে বলিলেন “তুমি যদি আদেশ কর মা, তুমি যদি সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক, তা হলে তোমার এই অযোগ্য সন্তান সব করতে পারে ।”

“তবে শোন্ সিধু, আমি যে এতক্ষণ কেনারামের সঙ্গে তর্ক করছিলাম, সে তোর মন বোবাবার জন্ম ; শুবর্ণপুরের কালু মুখুয়ের জন্ম আমার মাথাব্যথা পড়ে নাই। আমি আবছিলাম মানদার কথা—আমি ভাবছিলাম তোর কথা সিধু ! আমার সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তুই আমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করবি, তাৰই জন্ম এতক্ষণ এত কথা-বলছিলাম। শোন্ তবে আমার পথের কথা । আমি মানদাকে ঘরে নিয়ে যাব—দেবৌপুরে নিয়ে যাব। এতদিনে দেবৌপুরের নাম সার্থক করব। কেমন, পারবি এ ভাব কিংতু ?”

“বলেছি ত মা, তোমার আদেশ প্রতিপালনের জন্ম সব করতে পারব ।”

ଶ୍ରୋଲେ-ଆମି

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ଏତକ୍ଷଣ କୋନ କଥାଇ ବଲେନ ନାହିଁ ; ଏଥନ ଦେଖିଲେନ ବ୍ୟାପାର ଗୁରୁତର ହଇୟା ଦ୍ବୀପାଇଲ । ତିନି ଆର ନୌରବ ଥାକିତେ ପାରିଲେନ ନା ; ବଲିଲେନ “ଦିଦି, ସକଳ ଦିକ ଭେବେ ଦେଖେଛ କି ? ଓ-ବାଡୀର ବଡ଼-ବୌମେର ଅବସ୍ଥାର କଥାଇ ଏଥନ ତୋମାର ମନ ଅଧିକାର କରେ ବସେଛେ ; ତାଇ ତୁମି ଆର କିଛୁଟି ଭାବତେ ପାରଇ ନା । ଏକଟୁ ଶିର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଖିଲେଇ ବୁଝାତେ ପାରବେ, କି କାଜ ତୁମି କରାତେ ଯାଚ । ଏଇ ପ୍ରଥମେହି ତ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟୋ ବଂଶେର କି କଳକ ହବେ ? ଏର ପର କି ଆର କୋନ ଭଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ଆଦିନ-ପ୍ରଦାନ କରବେ ? ଓଦେର ଯେ ଏକଘରେ ହେଁ ଥାକୁତେ ହବେ, ସେ କଥାଟା ଭେବେଛ କି ?”

“ଇହା ଭାଇ ଚଣ୍ଡୀ, ସେ କଥା ଭେବେଛି । କାଳାଚିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟୋ ଯେ ପାପ କରେଛେ, ତାର ପ୍ରାୟଶିତ୍ତ କରାତେ ହବେ ନା ? ତାର ବଂଶେର କଳକ ତ ଦେଶମୟ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ାଇ ଚାଇ ! ତାକେ ସକଳେ ସୁଣା କରବେ, ତାଇ ତ ଚାଇ । ଆର ତୋମରା ସଦି ଏମନ ନରପିଶାଚେର ସଙ୍ଗେ ମସନ୍ଦକ ରାଥ, ତା ହଲେ ତୋମାଦେରଓ ତ ପ୍ରାୟଶିତ୍ତେର ଦରକାର, ତୋମାଦେରଓ ଶାନ୍ତି ହେୟା ଚାଇ !”

ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଆମାଦେର କଥା ନା ହସି ନାହିଁ ଭାବଲେ । ଆମାଦେର ଭାବନା ଆମରାଇ ଭାବବ ; କିନ୍ତୁ ତୋମାଦେର କଥାଟାଓ ତ ଏକବାର ଭେବେ ଦେଖିତେ ହସ । ତୋମରା ଦେବୈପୁରେର ଜମିଦାର, ତା ସକଳେଇ ଜାନେ । ତୋମାଦେର ଯେ ସେ ଅଙ୍ଗଲେ ଅସୌମ କ୍ଷମତା, ତାଓ ଆମାର ଜାନ୍ତେ ବାକୀ ନେଇ । ତୋମରା ଇଚ୍ଛା କରଲେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ-ସାଧନଗୁ କରାତେ ପାର, ଏ କଥାଓ ସୌକାର କରି । କିନ୍ତୁ,

ଶୋଇ-ଆନି

ତୋମରା କି ତୋମାଦେର ଅଙ୍ଗଲେର ସମାଜେ ଯା ଇଚ୍ଛା ତାଇ ଚାଲାତେ
ପାର ? ଏମନ କ୍ଷମତା କି ତୋମାଦେର ଆଛେ ? ତାରପର ଭେବେ ଦେଖ,
ଦେବୀପୁରେର ତୋମରା ନୟ-ଆନିର ଜମିଦାର । ସାତ-ଆନିର ଜମିଦାର
ମନୋହର ଚାଟୁର୍ଯ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ତୋମାଦେର ସେ ବ୍ରକମ ମନେର ମିଳ, ତା ଆମି
ବେଶ ଜାନି । କେଉ କାରାଓ କୃଟୀ ଦେଖିଲେ ଛେଡ଼େ କଥା ବଲେ ନା । ଏ
ଅବଶ୍ୟ ତୋମରା ସେ କାଜ କରତେ ଯାଇଁ, ତାତେ ମନୋହର ବାବୁ ସେ
ତୋମାଦେର ବିକୁଳେ ଦୀଡାବେନ, ଏ ତ ଆମି ଦିବ୍ୟାଚକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ।
ତାର ଫଳ ସେ କି ହବେ, ତା ଆର ତୋମାଦେର ଚୋଥେ ଆନ୍ଦୁଳ ଦିଯେ
ଦେଖିଯେ ଦିତେ ହବେ ନା । ସୋର ଏକଟା ଦଲାଦଲିର ଶୃଷ୍ଟି ହବେ ; ତାର
ପର, ତାର ଥିକେ ମନାନ୍ତର, ଦାଙ୍ଗା-ହାଙ୍ଗାମା, ମାମଲା-ମୋକଦ୍ଦମା—କତ
କି ସେ ହବେ, ତା ବଲା ଯାଯି ନା । କେମନ ଦିଦି, କେମନ ବାବା ମିଥୁ,
ଆମାର ଏ କଥା ଓଲୋ ସତି କି ନା, ବଲ ଦେଖି ? ଆମାଦେର ଗୀରେ
ଏହି କେଲେକ୍ଷାରୀ ମାଥାଯ କରେ ନିଯେ ଦେଶେ ଗିଲେ ଏକଟା କୁରକ୍ଷେତ୍ର
ବାଧିଯେ ତୋମାଦେର କି ଲାଭ ହବେ, କି ପୌର୍ଣ୍ଣ ବାଡିବେ, ମେହି କଥଟା
ଆମାକେ ବୁଝିଯେ ଦିତେ ପାର ? ଆଜ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ତୋମରା ସ୍ଵଚକ୍ଷେ
ଦେଖିଲେ, ତାତେ ତୋମାଦେର କେନ, ମାନୁଷମାତ୍ରେରିଇ ମନ ବିଚଲିତ ହ'ତେ
ପାରେ ; କିନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିବିଧାନେର ଜନ୍ମ ତୋମାଦେର ଏତ ମାଥାବ୍ୟଥା
କେନ ? ତାର ଜନ୍ମ ଏମନ ବିପଦ ଡେକେ ଆନା କେନ ?”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଚଣ୍ଡି, ତୁମି ସେ ସବ କଥା ବଲିଲେ, ଆମି କି
ତା ଭାବିନି, ତୁମି ମନେ କରଇ । ଆମି ସବ ଜୋବେଛି । ମାନଦାର
ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେ ସେ ଆମି ବିଚଲିତ ହସେଛି, ତାତେ ସନ୍ଦେହ ମାତ୍ର ନେଇ ।
କିନ୍ତୁ, ଆମି ଯଥିନ ତୋମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଏହି ସକଳ କଥାର ଆଲୋଚନା

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

କରଛିଲାମ, ତଥନ ଆମି ଏହି ବ୍ୟାପାରେ ହଞ୍ଚକ୍ଷେପ କରବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳେର କଥାଓ ଭାବଛିଲାମ, ଆର ଆମାର ଛେଲେ ସିଧୁର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାଢ଼ିଲାମ । ସେ ମୁଖେ ଆମି ଯେ ଦୀପି, ସେ ଭାବ ଦେଖିତେ ପେଯେଛି, ତାତେଇ ଆମି ସାହସ କରେ ଏହି ଭାବ ନିତେ ଚାଢ଼ି । କେମନ ସିଧୁ ?”

ସିଙ୍କେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ମାମା, ମାୟେର ଆଦେଶ ଆମି ମାଥାଯ କରେ ନିଯେଛି । ଆଜ ଆମି ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲାମ, ଏତେ ଆମାର ପ୍ରାଣେ ଯେ ଭାବେର ଉଦୟ ହେବେ, ତା ମାମା, ତୁମି ବୁଝିବେ ନା । ମାୟେର ଆଦେଶ ପେଯେଛି । ଆମି ବଲ୍ଛି, ଓ ବାଡ଼ୀର ବଡ଼-ବୌକେ ଆଶ୍ରମ ଦେବାର ଜଣ୍ଠ ମନୋହର କାକାର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ବିବାଦ କରିବେ ହସ୍ତ, ଦେଶେର ସକଳେର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ମନାନ୍ତର ହସ୍ତ, ଦେବୀପୁରେର ନୟ-ଆନିର ବାଡ଼ୀକେ ଯଦି ଏକଘରେ ହେଁ ଥାକୁଥେ ହସ୍ତ, ତାତେଓ କୁଣ୍ଡିତ ହବ ନା । ଦେବୀପୁରେର ଜନ୍ମଦାରୀ ଯଦି ବିକିଯେ ସାମ୍ବା, ତାତେଓ ଆମାର ଅଣୁମାତ୍ର ହୁଃଥ ହବେ ନା । ଏକଟୀ ଅସହାୟା, ନିରପରାଧୀ ବିଧବାକେ ସାମାଜିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରବାର ଜଣ୍ଠ ଆମାର ଯଥାମର୍ବିଷ୍ଵ ଦିଯେ ଆମି ପଥେର ଭିଥାରୀ ହେବେଛି, ଏର ଚାଇତେ ଅଧିକ ଗର୍ବେର କଥା ଆମି ଭେବେଇ ପାଞ୍ଚି ନା । ମା ଠିକ କଥା ବଲେଛେନ, ସେ ସମାଜ ନିରପରାଧୀ ବିଧବାକେ ଏମନ କରେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ପାରେ, ସେ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁସମାଜ ନମ୍ବ । ଆମି ସେ ହିନ୍ଦୁମାନୀର ବଡ଼ାଇ କରିବେ ଚାଇନେ । ନା ମା, ତୁମି ଭେବୋ ନା । ତୋମାର ଆଦେଶ ପାଲନ କରବାର ଜଣ୍ଠ ଆମି ସମସ୍ତ ବିପଦ ମାଥାଯ କରେ ନିତେ ପ୍ରସ୍ତତ ହେବେଛି ।”

ହରିଶ ଗାନ୍ଧୁଲୀ ମହାଶୟ ବଲିଲେନ, “ତୋମରା ଯେ ଯା ବଲ୍ଲେ, ସବହି ତ-

ଶୋଳ-ଆମି

ଶୋନା ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଆମି ଏକଟା କଥା ବଲି, ତାହି କେନେ କରନା । ଓ-ବାଡ଼ୀର ବଡ଼-ବୌଯେର ଜଣ୍ଠ ତୋମାଦେର ପ୍ରାଣେ ବ୍ୟଥା ଲେଗେଛେ, ମେ ବେଶ କଥା ; କିନ୍ତୁ, ତାକେ ସବେ ନିତେ ଚାଓ କୋନ୍ ବିବେଚନାର ? ଆମରା ଅବଶ୍ୟ ତାକେ ଆମାଦେର ସମାଜେ ସ୍ଥାନ ଦିତେ ପାରିବ ନା ; ତୋମରା ଓ ଦେଖେ ନିଓ, ଦେବୀପୁର ସମାଜେ ତାର ସ୍ଥାନ ହବେ ନା ; ମାଝେର ଥେକେ ତୋମରା ଅନେକ ବିପଦ, ଅନେକ ଲ୍ଲାଙ୍କୁନା ଭୋଗ କରବେ । ମକଳ ଦିକ୍ ଯାତେ ରୁକ୍ଷା ହୟ, ଆମି ମେହି ପରାମର୍ଶ ଦିଚ୍ଛ । ତୋମାଦେର ଅର୍ଥ ଆଛେ, ତୋମରା ତା ଅନାଯାସେ କରନ୍ତେ ପାର । ବେଶ ତ, ତୋମାଦେର ଦୟା ହେଁବେ, ତୋମରା ଗୋରାଟୀଦେର ସ୍ତ୍ରୀକେ କାଶୀତେ ପାଠିଯେ ଦେଓ ; ମେଥାନେ ତାର ଭରଣ-ପୋଷଣେର ଜଣ୍ଠ ଯା ବ୍ୟବ୍ହର ହବେ, ତା ତୋମରା ଦିଓ । ତବେ ତାର ମେଯେଟୀର କଥା ଭାବବାର ବିଷୟ ବଟେ ! ତାରଇ ବାକି । କାଶୀ ହୋଲୋ ଗେ ଏକଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଯଗା । ପ୍ରସା ଧରି କରିଲେ ମେଥାନେ ବେଶୋର ମେଯେଓ କୁଳୀନ ବାଯୁନେର ମେଯେ ବଲେ ପାର ହେଁ ଯାଇ ; ଏ ତ ସାମାଜିକ କଥା । ଏହି ବୁଡ଼ୀ ବାଯୁନେର କଥାଟା ଭେବେ ଦେଖ, ମବ ଦିକ୍ ଯାତେ ରୁକ୍ଷା ହୟ, ଆମି ମେହି ଶୁପରାମର୍ଶ ଇ ଦିଲାମ ।”

ସିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଵର ବଲିଲେନ, “ମେ ବିବେଚନା ପରେ କରା ଯାବେ । ଆପାତତଃ ଓଂକେ ତ ଦେବୀପୁରେ ନିମ୍ନେ ଯାଇ । ତାରପର ଯା ହୟ, ଦେଖବ, କି ବଲ ମା ?”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଜିଲେନ “ମେହି କଥାଇ ଭାଲ । ମକଳାଲେଇ ଆମାଦେର ଯାଓମ୍ବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତୁ କରେ ଫେଲୋ ମିଥୁ ! ଘାଟେ ତ ନୌକା ବାଁଧାଇ ଆଛେ ; କାଳାଇ ରଞ୍ଜନା ହତେ ହବେ । ଆମି ଏଥିନ ଓ-ବାଡ଼ୀ ଯାଇ ; ମାନଦାକେ ଆଜ ରାତ୍ରିତେ ଚୋଥେର ଆଡ଼ାଳ କରା ହବେ ନା ।” ଏହି ବଣିରା ତିନି କାଳାଟୀଦିଗେର ବାଡ଼ୀତେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ ।

[৫]

“কি হবে গিন্নি ?”

“কিসের কি হবে বড়-বৌ ?”

“বড়-বৌ ! ও নাম ধরে আর আপনি আমাকে ডাক্বেন না ।
বড়-বৌ ! সে ত নেই । সে নেই গো ! সে আর নেই ! আজ
সক্ষ্য পর্যন্তও আমি এক গৃহস্থের বড়-বৌ ছিলাম গিন্নি ! এখন আর
তা নেই ! সে সব আমার যুচে গেছে—চিরদিনের মত গেছে ।
কাল সকালে আর তার চিহ্নও থাক্বে না । সে কথা বলছিনে
গিন্নি, মেঘেটার কি হবে ? আমি চলে গেলে, কে
তাকে দেখবে ? সে কার কাছে দাঢ়াবে ? তার যে আর
কেউ নেই ।” মানদা আর কথা বলিলেন না ; তিনি
কান্দিয়া উঠিলেন ।

রমামুন্দরীর কাছেই স্বহার দাঁড়াইয়া ছিল ; তিনি তাহাকে
মানদার কোলের কাছে বসাইয়া দিতে গেলেন । মানদা চীৎকার
করিয়া সরিয়া বসিলেন ; বলিলেন “না, না, ওরে স্বহার, তুই
আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আমার কাছে আসিস্ না । সরে যা মা
আমার, সরে যা । তোর মা নেই ! তোর মা যে সক্ষাৰ পৱে মৱে
গিয়েছে রে !”

স্বহার সে কথায় কণ্পাত না করিয়া মাঝের গলা

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଜଡ଼ାଇସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଯା ବଲିଲ “ମା, ଓ ମା, ତୁମି ଅମନ କରଇ କେନ ? ଓଗୋ, ତୋମରା ଦେଖ, ମା ଯେ କେମନ କରଇଛେ ।” ଶୁହାର କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲ ।

ବରମାଶୁନ୍ଦରୀ ମାନଦାକେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଜଡ଼ାଇସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଯା ବସିଲେନ ; କିନ୍ତୁ, କି ଯେ ବଲିବେନ. ତାହା ଭାବିଯା ପାଇଲେନ ନା । ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଯା ତୁହାର ବୁକ ଫାଟିଯା ଯାଇତେ ଲାଗିଲ । ଯେ ହଇଚାରି ଜନ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେଥାନେ ଛିଲେନ, ତୁହାରା ବଲିଲେନ “ଓ ବଡ଼ବୌ, ଅମନ କରଇଛିସ୍ କେନ ? ଦେଖୁ ତ, ଶୁହାର କାନ୍ଦିଛେ । ଓକେ କୋଣେ କର ; ଓର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେଯେ ସବ ଭୁଲେ ଯା ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ସବ ଭୁଲେ ଯାବ—ସବ ଆମି ଭୁଲେ ଯାବ । ଆର ଏକଟୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ ଆପନାରା, ଆମି ସବ ଭୁଲେ ଯାବ । ଓଗୋ, ତୋମରା କେଉ ଆମାର ଏହି ଅଭାଗୀ ମେଘେଟାକେ କୋଣେ ତୁଲେ ନେଓ ; ତୋମରା କେଉ ବଳ ଯେ, ଓର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାଇବେ । ତା ହଲେଇ ଆମି ଯାଇ । ଗିନ୍ଧି, ଆପନିଟି ଏକବାର ବଲୁନ ! ଆପନାର ପାପେ ଧରେ ବଲଛି, ଏହି ଆମାର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା—ଆପନି ଏହି ବାପ-ମା-ହାରା ମେଘେଟାକେ ନିନ୍—ଆମି ଚଲେ ଯାଇ । ଆର ସେ ଆମି ଦେବୀ କରୁତେ ପାରଛି ନେ । ଆର ସେ ଆମାର ସହ ହଚେ ନା । ଦେଖିବେ ତୋମରା—ଏହି ଦେଖ ନା ଆମାର ବୁକେର ମଧ୍ୟେ କି ଆଣ୍ଟନ ଜଲଛେ—ଆମାର ମାଥା ଦିଯେ ଆଣ୍ଟନ ବୈରଙ୍ଗେ । ଆର ସେ ଆମି ଥାକୁତେ ପାରଛି ନେ । ଆୟ ଶୁହାର, ତୁହି ଓ ଆମାର ସମେଇ ଆୟ ! ଏ ଦେଶେ ତୋରଓ ଥେକେ କାଙ୍କନେଃ । ନା, ନା, ତୋକେ ରୋଥେ ଯାବ ନା—ତୋକେଓ ସମେ କରେଇ ନିଷ୍ଠେ ଯାଇ । ଚଲ୍ ମା, ଚଲ୍ ଅଭାଗୀର ମେଘେ, ଆମାର ସମେ ଚଲ । ଏ ନଦୀତେ ଡୁବେ ସବ ଜ୍ବାର

ଶୋଲ-ଆନି

ହାତ ଥେକେ ନିଷ୍ଠାର—ପାଇ ଗେ ! ଚଲ୍ ମା, ଚଲ୍ ; ଏଥାନେ ତୋର କେଉଁ ନେଇ । ଚଲ୍ ।” ଏହି ବଲିଯା ପାଗଲିନୀର ମତ ସୁହାରେର ହାତ ଧରିଯା ମାନଦା ଦ୍ୱାୟମାନ ହଇତେ ଗେଲେନ ।

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ତାହାକେ ଜୋରେ କୋଲେର ମଧ୍ୟେ ଚାପିଯା ଧରିଯା ବଲିଲେନ “ଓ ବଡ଼ବୈ, ତୁହି ପାଗଳ ହଲି ନା କି ? ଓ-ସବ କି ବକ୍ରଚିସ୍ । କି, ତୋର ହେଁବେ କି ?”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “କୈ, କି ହେବେ ? ନା, ନା, କିଛୁଇ ହୟ ନାହିଁ । ହେବେ ଆବାର କି ? ତୋମରା ସବାଇ ମରେ ଯାଓ, ଆମାକେ ଛେଡେ ଦେଓ, ଆମି ଯେବେ ନିୟେ ଚଲେ ଯାଇ । ଏଥାନେ ଯେ ଆମି ଥାକୁତେ ପାରଛି ନେ, ଏ ସବର ଦିକେ ଯେ ଆମି ଚାଇତେ ପାରଛି ନେ । ଓରେ, ଏ ସେ ଆମାର ଦେବତାର ସବ ଛିଲ ବେ ! ତୋମରା କେଉଁ ଏହି ସବର ଆଶ୍ରମ ଧରିଯେ ଦିତେ ପାର ? ଆମି ତା ହଲେ ଏହି ସବର ମେଜ୍‌ୟ—ଏ ଐଥାନେ ସେ ମେହି ଆଶ୍ରମରେ ପୁଡେ ମରି ।”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଓ ସବ କି କଥା ବଲ୍ଲଚିସ ମାନଦା ? ତୁହି ଚୁପ କର । ତୋର ଭୟ କି ? ଆମି ଆଛି । ତୋର ଯେବେ ସୁହାରେର ଜଞ୍ଚ ତୋର ଭାବନା ହେଁବେ ? ଆମି ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ କରେ ବଲ୍ଲଚି, ତୋର ଯେବେକେ ଆମି ନିଳାଦିଃ ; ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଆମାର ଉପର ବୁଝିଲ । ତୁହି ଏଥି ଏକଟୁ ହିଲ ହେବେ ଆମାର କଥା ଶୋନ । ଆମି ଏ କଥା ମାନି ଯେ, ମରାଧିଯେର ସ୍ପର୍ଶେ ତୋର ଦେହ କଲୁଷିତ ହେଁବେ । ପଞ୍ଚଟା ଯଥନ ପାପ ମନେ ତୋର ଗାବେ ହାତ ଦିଯେଛେ, ତଥନଇ ତୋର ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହେଁବେ । କିନ୍ତୁ ତୋର ମନ ତ ଅପବିତ୍ର ହୟ ନାହିଁ ; ଏ କଥା ତ ତୁହି ବେଶ ବୁଝିମ୍ । ତୋର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ମନେ ତ କୋନ ପାପ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ତା ତ ତୁହି ଜ୍ଞାନିସ୍, ତବେ ଏତ କାତର ହଜିସ୍ କେନ ? ଲୋକେ କତ କଥା ବଲ୍ବେ, କେମନ ? ଆମି ତାର ବ୍ୟବଶ୍ଵା କରେଛି । ଆମି ତୋକେ ଆର ତୋର ମେଘେକେ ଦେବୀପୁରେ ନିଯେ ଯାବ । ତୁହି ମେଥାନେ ଆମାର ମେଘେର ମତ ଥାକୁବି ; ଆମି ତୋକେ କୋଳେ କରେ ରାଖବ ; ତୋକେ ଆମାର ସଂସାରେର କର୍ତ୍ତ୍ଵ କରେ ରାଖବ । କେଉଁ ତୋକେ ଘଣା କରତେ ପାରବେ ନା । ତୋର ମେଘେର ବିଷେ ବାତେ ଶୁପାତ୍ରେର ମଙ୍ଗେ ହୟ, ଆମି ତା କରବ । ତୋକେ ଏ ଦେଶେ ଥାକୁତେ ହବେ ନା ;—ଏ ମୁଖୁଷୋ-ବାଡ୍ଡୀ ଆର ତୋକେ ଆସିତେ ହବେ ନା,—ଏଦେର ମୁଖ ତୋକେ ଦେଖିତେ ହବେ ନା । ଏର ଜଣ୍ଠ ଯତ କିଛୁ ସହ କରତେ ହୟ, ଆମି କରବ । କା'ଳ ସକାଳେଇ ତୋଦେର ନିଯେ ଆମି ଦେବୀପୁରେ ଚଲେ ଯାବ ।”

ମାନଦା ଅବାକ୍ ହଇସା ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାହିୟା ବହିଲେନ । ତିନି ନିଜେର କର୍ଣ୍ଣକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା ; ପାଗଲିନୀର ମତ ତୀହାର ଶୁଣ୍ଡଟି !

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବୁଝିତେ ପାରିଲେନ, ମାନଦା ତୀହାର କଥାର ମୟାଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରେନ ନାହିଁ, ତୀହାର ବୁନ୍ଦି ଏଥିନ ପ୍ରକରିତିଶ୍ଵା ନହେ । ତିନି ବଲିଲେନ “ମାନଦା, ଆମି ସା ବଲ୍ଲାମ, ଶୁନ୍ତେ ପେଯେହିସ୍ ?”

ମାନଦା ଅନ୍ତମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ହ୍ୟା—ତା—ହ୍ୟା କି ବଲ୍ଲା ?”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “କା'ଳ ସକାଳେ ଆମି ତୋଦେର ଦେବୀପୁରେ ନିଯେ ଯାବ, ବୁଝଲି ?”

ମାନଦା ତେମନଇ ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଆମାଦେର—ଦେବୀପୁରେ ! କେନ ? ମେ କୋଥାୟ ? ଦେବୀପୁରେ ? କେନ ? ଏ ସେ ଆମାର ଶୁର୍ଗପୁର ।

ଶ୍ରୋଲେ-ଆନି

ନା, ନା, ଓଗୋ, ଆମି କୋଥାଓ ସେତେ ପାରବ ନା—ଯାବ ନା ଗୋ !
ଆମି ଏହି ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୂରେଇ ମରବ । ତୋମରା ଜାନ ନା, ଆମି ନୟ ବଚ୍ଛରି
ବସିବାର ସମୟ ଏହି ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୂରେ ଏମେହି, ଆର ଏତକାଳ ଏଥାନେଇ ଆଛି,
—କୋନ ଥାନେଇ ତ ଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥାନେଇ ଆଜ ଆମାର ଶେଷ ହବେ ।
ତିନି ଯେ ଆମାକେ ଏହି ସରେ ଏନେ ତୁଳେଛିଲେନ ! ଆମି କି ଏ ସରେ
ଛେଡ଼େ ସେତେ ପାରି । ନା, ନା—ଆମି କୋଥାଓ ଯାବ ନା ; ଆମି
ଆଜ ଏହି ସରେ—ଏ ଯେ ତିନି ଏମେହେନ—ଏ ଯେ ତିନି ଆମାର ସଞ୍ଚୁଥେ
ଦାଙ୍ଗିଯେ । ଆମି ଏହି ସରେର ମଧ୍ୟେଇ ମରବ । ଆଜଇ ଆମାର ଯାବାର
ଦିନ ! ତୋମରା କେଉ ଆମାକେ ବାଧା ଦିଓ ନା—ଦିଓ ନା । କି
ବଲ୍ଛ—ଶୁହାରୁ ! ହଁଯା, ଶୁହାର ! ତା—ଆମି ଓକେଓ ନିଯେ ଯାବ ।
ଓର ଗଲା-ଟିପେ ମେରେ ଫେଲେ ତାର ପର ଆମିଓ ମରବ । ଏ ଶୋନ
ନା ତୋମରା, ତିନି ଯେ ମେହି କଥାଇ ବଲ୍ଛେନ । ଆମି କୋନ ଦିନ
ତୀର କୋନ କଥା ଅମାଗ୍ନ କରି ନି ; ଆଜଓ ତୀର କଥା-ମତଇ କାଜ
କରବ । ତୋମାର ପାଇଁ ପଡ଼ି ଗିନ୍ନି ! ଆମାଦେର ନିଯେ ଯେଓ ନା ।
ତୋମରା ସରେ ଥାଓ—ତୋମରା ଆମାଦେର ଛେଡ଼େ ଦେଓ ; ଆମରା ମାୟେ-
ବିଯେ ତୀର କାହେ ଚଲେ ଥାଇ । ତିନି ତ ସୁଣା କରଛେନ ନା—ତିନି
ଯେ କୋଳେ ତୁଳେ ନିତେ ଡାକ୍ଛେନ । ଯାଇ ଗୋ—ଯାଇ—ଆର କି
ଦେବୀ କରା ଯାଏ—ତିନି ଯେ ଡାକ୍ଛେନ—ଏ ଶୋନ ।” ବଲିଯାଇ ମାନଦା
ଅଚୈତନ୍ତ୍ଵ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ । ତୀହାରୁ ଏହି ଅବନ୍ଧା ଦେଖିଯା ଶୁହାର
କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲ “ମା, ଓ ମା ! ମା ଯେ କଥା ବଲେ ନା !”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଉଠିଯା ବାହିର ହଇତେ ଜଳ ଆନିଯା
ମାନଦାର ମୁଖେ-ଚୋଥେ ମାଥାଯ ଛିଟାଇଯା ଦିତେ ଲାଗିଲେନ । ତୀହାର

ନାଡ଼ୀଜ୍ଞାନ ଛିଲ ; ମାନଦାର ହାତ ଦେଖିଲା ବଲିଲେନ “ତୁ ନାହିଁ,
ମୁଢ଼ୀ ଗିଯେଛେ ; ଏଥନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହବେ । ତୋମଙ୍କା ଭାଲ କରେ
ବାତାସ କର ।”

ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତାସ କରିତେ କରିତେ ମାନଦାର ଜ୍ଞାନ-ସଙ୍କାର ହଇଲ ;
ତିନି ଏକଟା ଦୌର୍ଘନିଃଶାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲା ଅତି କାତର ସ୍ଵରେ ବଲିଲ
“ମାଗୋ, ଆର ସେ ସଯ ନା ।”

ରମାଶୁନ୍କରୀ ବଲିଲେନ “ମାନଦା, ସବହି ସଇତେ ହବେ । ଶୁହାରେର
ମୁଖେର ଦିକେ ଏକବାର ଚେଷ୍ଟେ ଦେଖ ; ମେମେ ସେ କେମନ ହୁସେ ଗିଯେଛେ ।”

“ଶୁହାର ! ଆମି ତାର କଥା ଭୁଲେ ଗିଯେଛିଲାମ । ତାହି ତ,
ଶୁହାରକେ ଫେଲେ କୋଥାମ୍ବ ସାବ । ଆସୁ ମା, ଆସୁ ଆମାର କୋଲେ
ଆସ । ତୋକେ ବୁକେ କରେ ଦେଖି ଆଗୁନ ନେବେ କି ନା ।”

ରମାଶୁନ୍କରୀ ବଲିଲେନ “ମାନଦା, ଅତ କାତର ହଲେ ଚଲିବେ ନା ।
ତୁହି ମରବି କେନ ? ତୋର କି ହୁସେ । ଆମାର କଥା ବେଶ କରେ
ବୁଝେ ଦେଖ, ତୋର କିଛୁହି ହସ୍ତ ନାହିଁ । ତୁହି ସେ ଭଗବାନେର କାଛେ
ଥାଣ୍ଟି ଆଛିସ । ବଲ ଦେଖି, ଆମାର କଥା ଠିକ କି ନା ?”

ମାନଦା ଅନେକକ୍ଷଣ ଚୂପ କରିଲା କି ସେନ ଭାବିତେ ଲାଗିଲେନ ।
କେହିକେହି କୋନ କଥା ବଲିଲା ତାହାର ଏହି ଭାବନାମ୍ବ ବାଧା ଦିଲେନ ନା ।
ଅବଶ୍ୟେ ମାନଦା ଅତି ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଗିନ୍ଧି, ତୋମାର କଥା
ଆମାର ମନେ ଲେଗେଛେ । ତୁମି ଠିକ କଥା ବଲେଛ । ତାହି ତ ! ଆମି
ସଦି ମନେ ପ୍ରାଣେ ଠିକ ଥାକି, ତା ହଲେ ଆର ଚାଇକି । ଆମି
ବଲ୍ଛି ତୋମାକେ ଗିନ୍ଧି ! ଆମି କୋନ ପାପଇ କରି ନାହିଁ—ଆମାର
ମନ ଠିକିଛି ଆଛେ । ଆମି ତାରଇ ଦ୍ରୌ ଆଛି ! ଆମି କୋନ

শ্বেত-আমি

অঠায় কাজ করি নাই। যে যা বলে বলুক, না, কি বল গিন্নি,
আমি খাঁটি আছি।”

রমাশুলুরী বলিলেন “আমার কথা তা হলে বুঝেছিস্ত ! তবে
আর অমন করছিস্ত কেন ?”

মানদা তেমনই ধৌর ভাবে বলিলেন “তা ত বুঝেছি গিন্নি, কিন্তু
লোকে কি বলবে ? সকলে যে আমাকে কত কি বলবে—আমার
সঙ্গে কথা বলবে না। তা হলে আমি কেমন করে বাঁচব ? তা
হলে আমার স্বহারের কি গতি হবে ? তার যে বার বছৰ বস্তি
হোলো। তাকে কে নেবে গিন্নি ! আমার স্বহার !”

রমাশুলুরী বলিলেন “সে কথা যে তোকে একটু আগেই
আমি বললাম, তা বুঝি শুন্তে পাস্তি ; তুই স্থির হয়ে শোন্ন।
আমি তোদের দেবৌপুরে নিয়ে যাব। সেখানে কেউ তোকে ঘৃণা
বা তাচ্ছল্য করতে পারবে না। আর যেমন করে হোক, তোর
স্বহারকে আমি ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিয়ে দেব।”

মানদা বলিলেন “তা আর হয় না গিন্নি ! আর হয় না। মনে ত
বল বেঁধেছিলাম ; কিন্তু সব যে ভেঙ্গে পড়ে। তা আর
হবে না।”

রমাশুলুরী বলিলেন “হয় কি বা হয়, সে আমি দেখে নেব।
তুই এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি !”

মানদা বলিলেন “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ ! আহা, ঘুমাতে
হবে বই কি ! ঘুমই যে এখন আমার একমাত্র পথ। মা দুর্গা,
আমার চোখে একবার ঘুম এনে দাও মা ! সে ঘুম ষেন আর না

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ଭାଙ୍ଗେ ! ଓଗୋ, ଦୟାମୟୀ, ଆର ତୋମାର କାଛେ କିଛୁ ଚାହିନେ, ଆମାର ଚୋଥେ ଘୁମ ଏନେ ଦା ଓ—ଆମି ସବ ଭୁଲେ ଯାଇ—ସବ ଭୁଲେ ଯାଇ ।”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଆବାର ଓ କି କଥା ! ତୁହୁ ଏକଟୁ ହିରିହ, ମାନଦା ! ରାତ ଯେ ଅନେକ ହେଁ ଗେଲ ।”

ମାନଦା ଚାରିଦିକେ ଏକବାର ଚାହିୟା ବଲିଲେନ “ତାହି ତ, ରାତ ଯେ ଅନେକ ହେଁଯେଛେ ! ଓ ଶୁହାର ! ତୁହୁ ଏକଟୁ ଘୁମିଯେ ନେ ଯା ! ଅଶ୍ରୁ କରବେ ଯେ । ଆୟ, ଆମାର କୋଲେର କାଛେ ଆୟ !” ଏହି ବଲିଯା ଶୁହାରକେ କୋଲେର ମଧ୍ୟେ ତୁଳିଯା ଲାଇୟା ମାନଦା ନୌରବ ହଇଲେନ ।

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଆରଓ ଦୁଇ ତିନଟି ଦ୍ଵୀପୋକ ସାରା ରାତି ମେହି ଥାନେଇ ବସିଯା କାଟାଇଲେନ । ମାନଦା କଥନ ଚୂପ କରିଯା ଥାକେନ, କଥନ ଆପନ ମନେଇ କତ କଥା ବଲେନ ; କେହିଟି କିନ୍ତୁ ମେ ସକଳ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା ।

ଏମନଇ କରିଯା ମେହି କାଲରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହଇଲ । ପ୍ରାତଃକାଳେ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଜୋର କରିଯା ମାନଦା ଓ ଶୁହାରକେ ବୌକାୟ ଲାଇୟା ଗେଲେନ । ଏକଟୁ ପରେଇ ତାହାଦେର ନୌକ । ଶୁର୍ବଣପୁର ତାଗ କରିଲ ।

পূর্ব রাত্রিতে চঙ্গী বাবুর বাড়ীতে যে বৈঠক বসিলাছিল, তাহাতে কথা বাঞ্চা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রমাসুন্দরীর তেজে সকলেই বেন একটু সন্তুচ্ছিত হইয়া গিলাছিলেন। তদ্যুতীত আরও একটী কারণ ছিল। সুবর্ণপুর গ্রামের সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের যিনি অধিনায়ক বা অধিনায়িকা, তিনি সেই বৈঠকে অনুগ্রহিত ছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন—গ্রামের পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা শ্রামা ঠাকুরাণী। মুখোপাধান মহাশয়েরাই বলুন, পাঞ্জলী মহাশয়ের বলুন, আর মহাপণ্ডিত পুরোহিত ঠাকুরাই বলুন, শ্রামা ঠাকুরাণীর কাছে কেহই মনুষ্য-পদ-বাচাই নহেন। শ্রামা ঠাকুরাণীই এ গ্রামের সমাজকে শাসনে রাখিয়া থাকেন। পূর্ব রাত্রিতে যখন গোলমাল উপস্থিত হয়, যখন চঙ্গী বাবুর বাড়ীতে পাড়ার সকলে সমবেত হন, তখন শ্রামা ঠাকুরাণীকে সংবাদ দেওয়ার কথা যে না উঠিলাছিল, তাহা নহে। কিন্তু তিনি এই সমস্ত দিন চঙ্গী বাবুর বাড়ীর এত বড় ব্যাপারের কার্য শেষ করিয়া সক্ষ্যাত সময় গৃহে গিলাছেন এবং তাহার গৃহও গ্রামের অপর প্রাণ্টে, সেই জন্ত এত রাত্রিতে তাহাকে বিরক্ত করা কেহই কর্তব্য মনে করেন নাই; সেই জন্তই তাহাকে রাত্রিতে সংবাদ দেওয়া হয় নাই; সুতরাং কর্তব্যও নির্দিষ্ট হয় নাই।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ପ୍ରାତଃକାଳେ ତୀହାକେ ସଂବାଦ ଦେଓଯା ହଇବେ ଶ୍ରିର ହଇୟା ମେ ରାତ୍ରିର ମତ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହୟ ।

ଏହି ସ୍ଥାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀର ଏକଟୁ ପରିଚୟ ଦିତେ ହଇତେଛେ । ତିନି ଏହି ଗ୍ରାମେରଇ କିଶୋରୀ ଘୋଷାଳ ମହାଶୟର କଣ୍ଠା । ଘୋଷାଳ ମହାଶୟର ସଥନ ଶ୍ରୀ-ବିଯୋଗ ହୟ, ତଥନ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀର ବୟସ ଆଟ ବଞ୍ଚର । ଘୋଷାଳ ମହାଶୟ ଆର ଦାରପରିଗ୍ରହ ନା କରିଯା ମେଯେଟୀକେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିତେ ଥାକେନ । ଦଶମ ବଞ୍ଚର ବୟସେ, ତୀହାର ସାହା ସାଧ୍ୟ ତାହାର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବାୟ କରିବା ଶ୍ରାମାର ବିବାହ ଦେନ ; କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଛୟମାସ ଯାଇତେ ନା ଯାଇତେହି ଶ୍ରାମା ବିଧବୀ ହନ ; ତୀହାକେ ଆର ସ୍ଵାମୀର ଘର କରିତେ ହେଲା ନା । ସେଇ ହଇତେ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ପିତ୍ରାଲୟେଇ ବାସ କରିତେଛେନ । ବଜ୍ର ଆଟ ପରେ ସଥନ କିଶୋରୀ ଘୋଷାଳ ମାରା ଯାନ, ତଥନ ତିନି ତୀହାର ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଜୋତ-ଜମା ଛିଲ, ତାହା ବିଧବୀ କଣ୍ଠା ଶ୍ରାମାର ଭରଣ ପୋଷଣେର ଜନ୍ମ ଲେଖା ପଡ଼ା କରିଯା ଦିଯା ଯାନ । ଶ୍ରାମାର ଅବର୍ଜ୍ଞାନେ ଘୋଷାଳ ମହାଶୟର ଜ୍ଞାତିଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାହାର ଆଇନ ଅମୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହଇବେ, ତିନିଇ ବିଷୟ ପାଇବେନ ।

ସେଇ ହଇତେ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ଏହି ଗ୍ରାମେଇ ବାସ କରିତେଛେନ । ଆମରା ଯେ ସମସ୍ତେର କର୍ତ୍ତା ବଲିତେଛି, ତଥନ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବଞ୍ଚର ; କିନ୍ତୁ ତୀହାକେ ଦେଖିଲେ କେହ ଟଲିଶେର ଉପର ବଲିଯା କିଛୁତେହି ମନେ କରିତେ ପାରେନ ନା । ଦଶ ବଞ୍ଚର ବୟସେ ବିଧବୀ ହଇୟା ଏହି ପଞ୍ଚଶ ବଞ୍ଚର କାଳ ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ନିକଳିଛ ଜୈବନ ଯାପନ କରିବା ଆସିତେଛେନ ; ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେର କେହ କୋନ ଦିନ

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ତୁହାର ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନ କଥା ବଲିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଚରିତ୍ର-
ବଲେଇ ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗ୍ରାମେ ଏକାଧିପତ୍ର କରିଯା ଆସିତେଛେନ ।
ତୁହାର ସେ ଜମାଜମି ଆଛେ, ତାହାର ଆୟ ହଇତେ ତୁହାର ବେଶ ଚଲିଯା
ଥାଏ ; ଗ୍ରାସାଞ୍ଚାଦନେର ଜଣ୍ଠ କାହାରେ ମୁଖେର ଦିକେ ଚାହିତେ ହୟ ନା ;
ଜମାଜମିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଣ୍ଠ ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ କାହାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା
କରେନ ନା ; ନିଜେଇ ସମସ୍ତ କରେନ । ଦୁଃଖ ଟାକା ଶୁଦ୍ଧେ ତିନି
ଲାଗାଇଯା ଥାକେନ ; ସକଳେ ବଲେ ତୁହାର ହାତେଓ କିଛୁ ଆଛେ ।

ତୁହାର ପର ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରୋପକାରେ କଥନ ଓ ପରାଞ୍ଚୁଥ
ନହେନ ; ଗ୍ରାମେର ସକଳେଇ ବିପଦ-ଆପଦେ ତିନି ବୁକ ଦିଯା ପଡ଼ିଯା
ଥାକେନ । ଏହି ସକଳ ଶୁଣେଇ ଜଣ୍ଠ ସକଳେଇ ତୁହାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ।
ଆବାର ସକଳେ ତୁହାକେ ବିଶେଷ ଭୟ କରେ, କାରଣ ଶ୍ରାମଠାକୁରାଣୀର
ମୁଖେର ସମ୍ମୁଖେ କାହାରେ ଦୀଡାଇବାର ସୋ ନାହିଁ ; ରାଗ ଓ ଅଭିମାନ
ତୁହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ; ତୁହାର ମତେର ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ଆର ରକ୍ଷା
ନାହିଁ ; ତିନି ତଥନ ଏକେବାରେ ଉଗ୍ରଟଙ୍ଗୀ ହଇଯା ଉଠେନ । ତୁହାର
ଅଭିମାନେ ଆଘାତ କରିତେ କେହି ସାହସ କରେ ନା । ସକଳେଇ
ତୁହାର ପରାମର୍ଶମତ କାଜ କରିଯା ଥାକେ ।

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ସେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟେହି ମାନଦା ଓ ତୁହାର ନେବେକେ ଲାଇସା
ଚଲିଯା ଯାଇବେନ, ଏକଥା ରାତ୍ରିତେ କେହି ଭାବେନ ନାହିଁ ; ତିନି ସଦିଓ
ସେ କଥା ବଲିଯାଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ସକଳେଇ ମନେ କରିଯାଛିଲେନ ସେ,
ଆତଃକାଳେ ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଯାଇ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିର କରିବେନ । ରାତ୍ରିତେ ଯାହାଇ ବଲୁନ, ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀକେ
ଉପେକ୍ଷା କରିଯା ରମାଶୁନ୍ଦରୀ କିଛୁହି କରିବେନ ନା, ଏ କଥା ସକଳେଇ

ଶ୍ରୋଲ ଆନି

ହିର ଜାନିତେନ । ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରସ୍ତାବେ ମତ ନା ଦେନ, ତାହା ହଇଲେ ମାନଦାକେ ଲହିୟା ସାଂଘାଁ ଅସମ୍ଭବ ହଇବେ, ଏହି କଥା ଭାବିଯାଇ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରାତଃକାଳେଇ ଯାତ୍ରା କରିଯାଇଲେନ ; ପାଡ଼ାର କେହିଁ ସେ କଥା ଜାନିତେଓ ପାରେ ନାହିଁ ; ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁ ଓ ତାହାର ଭଗିନୀକେ ନିଷେଧ କରିତେ ସାହସୀ ହନ ନାହିଁ ; ତାହାର ଯାହା ବକ୍ତ୍ବୀ, ତାହା ତିନି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିତେଇ ବଲିଯାଇଲେନ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀକେ ତ ତିନି ଚଟାଇତେ ପାରେନ ନା, ଭଗିନୀର ସାହାଯ୍ୟେଇ ତିନି ଏଥିନ ଗ୍ରାମେର ଦଶଜନେର ଏକଜନ । ଏ ଅବସ୍ଥାଯ ତିନି ଆର ଆପତ୍ତି କରିଲେନ ନା । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଚଲିୟା ସାହିବାର ପର କଥାଟା କ୍ରମେ ରାତ୍ରି ହଇୟା ପଡ଼ିଲ ।

ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରେର କିଛୁଟି ରାତ୍ରିତେ ଜାନିତେ ପାରେନ ନାହିଁ । ପୂର୍ବଦିନ ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁର ବାଡୀତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଯ ପରଦିନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିତେ ତାହାର ଏକଟୁ ବିଲସଟ ହଇୟାଇଲ । ତିନି ସଥିନ ଘରେର ବାହିରେ ଆସିଯା ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କାଜକର୍ମେ ହାତ ଦିଯାଇଛେ, ଏଥିନ ସମୟ ପ୍ରତିବେଶନୀ ହରି ସରକାରେର ମା ଆସିଯା ବଲିଲ “ଓ ଦିଦି ! ତୁମି ବୁଝି ଏହି ଉଠିଲେ ? ରାତ୍ରେର ଥବର ବୁଝି କିଛୁଟି ଜାନ ନା ?”

ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ହଁବା ତାଇ, କାଳ ବଡ଼ ଖାଟୁନୀ ଗିଯାଇଛେ । ବୁଡ଼ୋ ବସ, ଏଥିନ ଆର ଅତ ପରିଶ୍ରମ ସହ ହେବା, ତାଇ ଆଜ ସକାଳେ ଉଠିତେ ଏକଟୁ ଦେବି ହୟେ ଗିଯେଇଛେ । ତା, କି ବଜୁଛିଲେ, ଏହି ରାତ୍ରେର ଥବର ! କୈ ନା, ଆମି ତ କିଛୁଟି ଜାନିଲେ ।”

“ମେ କି କଥା, ଏମନ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ହୟେ ଗେଲ, ଆର ତୁମି ଜାନ ନା ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବିଶ୍ଵିତ ହଇସା ବଲିଲେନ “ନା, ଆମି କୋନ ଥିବାରି ପାଇ ନି । କି, ହସ୍ତେଚେ କି ?”

“ହବେ ଆର କି ? ଗାଁମସ ଏକେବାରେ ଟି ଟି ପଡ଼େ ଗେଛେ । ଓ-ପାଡ଼ାର କାଳୁ ମୁଖ୍ୟେ ନା କି ରାତିରେ ତାର ଡାଇ-ବୌକେ ବେଇଜ୍ଜତ କରେଛେ । ତାଇ ନିସେ ଏକେବାରେ କୁକୁକ୍ଷେତ୍ରର କାଣ୍ଡ ! ଚଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟେର ବୋନ ଶୁନ୍ଦରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଓଦେର ଛେଲେର ଭାତେ ଏସେଛିଲ କି ନା । ମେ ନା କି ଆଜି ସକାଳେଇ ଗୋରା ମୁଖ୍ୟେର ବୌ ଆର ତାର ମେସେକେ ନିସେ ଚଲେ ଗେଛେ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ଉତ୍ତରାବେ ବଲିଲେନ “କି ବଲିମ୍, ଏତ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେୟ ଗେଲ, ଆର ଅମି ଥିବରଟା ଓ ପେଲୁମ ନା, ଆମାକେ କେଉଁ କଥାଟା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ ନା । ନା, ତୁଇ ହସି ତ ଶୁନ୍ତେ ଭୁଲ କରେଛିସ । ତାଓ କି କଥନ ହୟ ?”

“ଆମି କି ଆର ନା ଜ୍ଞାନେ-ଶୁନେଇ କଥା ବଲ୍ଛି । ଆମାର ଛେଲେ ଯେ କାଳ ରାତିତେ ମୁଖ୍ୟେ-ବାଡ଼ୀତେଇ ଛିଲ । ମେ ଆର ଏ ଗୋଲମାଲେ ବାଡ଼ୀ ଆସ୍ତେଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ସକାଳ ବେଳା ଏସେ ସବ କଥା ବଲ୍ଲ । ତାରା ମୌକୋ ଛେଡ଼େ ଦିସେ ଚଲେ ଗେଲେ ତବେ ତ ଆମାର ଛେଲେ ବାଡ଼ୀ ଏସେଛେ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ରାଗେ, ଅଭିଭାନେ ଏକେବାରେ ଜ୍ବଲିଯା ଉଠିଲେନ । କି, ଏତ ବଡ଼ କଥା ! ଏଥନେ ତିନି ମରେନ ନାହିଁ ; ଇହାରି ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଅଶ୍ରୁ ! ତାହାକେ ନା ଜାନାଇଯାଇ ଓ-ପାଡ଼ାର ଲୋକେରା ଏତ ବଡ଼ କାହଟା କରିଯା ଫେଲିଲ । ତିନି ତଥନ କ୍ରୋଧଭରେ ବଲିଲେନ “ବେଶ, ଯାର ଯା ଇଚ୍ଛେ, ମେ ତାଇ କରୁକ ଗେ ! ଶ୍ରୀମା ବାମଣୀ ଏ ଗାଁମେର ଆର

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

କାହାର କୋନ କଥାର ମଧ୍ୟେ ନେଇ । କି ବେଇମାନ ଗୋ, ଏହି ଗାୟେର ଲୋକଗୁଲୋ ! ଏହି ସେ ଏତଦିନ ଦିନ ନେଇ, ବ୍ରାତ ନେଇ, ସେ ସଥିନ ବିପଦେ ପଡ଼େଛେ, ସାର ସଥିନ ଦରକାର ପଡ଼େଛେ, ତଥନହି ଏହି ଶ୍ରାମା ବାମଣୀ ନା ଥେଯେନା ଦେସେ ଏକେବାରେ ବୁକ ଦିସେ ପଡ଼େଛେ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ତାରଟି ଫଳ । ସାକ୍ଷୀ ଆମି ଆର କାରୋ କିଛୁର ମଧ୍ୟେ ନେଇ । କାରଓ ବାଡ଼ୀଓ ସାବ ନା, କାରଓ କୋନ କଥାତେ ଓ ଥାକ୍ରବ ନା । ଆମି କି କାରଓ ଥାଇ ନା ଧାରି ଯେ, ସେ ଡାକ୍କବେ ତାର ବାଡ଼ୀ ସାବୋ । ଆଜ ଥେକେ ନାକେ-କାଣେ ଖତ ଦିଚ୍ଛି ହରିର ମା ! ଆମାର ପାଯେ ଏମେ ମାତ୍ର ଥୁଡ଼ିଲେଓ କାରଓ ଉପକାର କରଛିନେ । ଏତ ହେନେସ୍ତା, ଏମନ ଅପମାନ !” ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ଏହି ବଲିଯାଇ ସବେର ମଧ୍ୟେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ ; ହରି ସରକାରେର ମା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଏକଟୁ ଦୀଢ଼ାଇଯା ଥାକିଯା ଆପନ କାଜେ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀର ବାଗ ଓ ହଇଲ, ଅଭିମାନ ଓ ହଇଲ ; କିନ୍ତୁ ଏତ ବଡ଼ ଏକଟା ବ୍ୟାପାରେ ତୀହାକେ ନା ଡାକିଯା, ତୀହାର ମଞ୍ଚେ ପରାମର୍ଶ ନା କରିଯା ସେ ଗ୍ରାମେର ମକଳେ ଏକଟା କାଜ କରିଯା ବସିଲ, ତୀଥାତେ ମୁସି ତିନି ସତଇ ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ ନା କେବେ, ତୀଥାର ମନେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଇ ବାଜିଲ । ଗ୍ରାମେର ମଧ୍ୟେ ତୀହାର ସେ ଏକାଧିପତା ଛିଲ, ତାହା ଏକ କଥାଯି ଛାଡ଼ିଯା ଦିତେ ତ ତିନି ପାରେନ ନା ; ତାହା ହଇଲେ ସେ ତିନି ଏକେବାରେ ଦଶଜନେର ଏକଜନ ହଇଯା ପଢ଼ିବେନ ; ଭବିଷ୍ୟତେ ସେ କେହିଁ ତୀହାକେ ମାନିବେ ନା । ଶୁତରାଂ ଏମନ କରିଯା ସମସ୍ତ ସଂପର୍କ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଯା ଶୁର୍ବନ୍ଦପୁରେ ବାସ କରା ତୀହାର ପକ୍ଷେ ଏକେବାରେ ସେ ଅମ୍ଭବ । ଗ୍ରାମେର ଦଶଜନେର ଦଶ କଥା, ଦଶ ବ୍ୟାପାର ଲହିଯାଇ ସେ ତିନି ଜୀବନେର ଏହି ଶୁଦ୍ଧୀର୍ଧକାଳ କାଟାଇଯାଇଛେ । ତୀହାର ଆର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଗୃହକର୍ମ ଏମନ କି ? ବିଧବା ବ୍ରାଙ୍କଣ-କଞ୍ଚାର ଏକ ବେଳାର ଛଟା ହବିଯି,
ତାର ଜନ୍ମ ତ ଆର ସାରା ଦିନ-ରାତ ଦରକାର ହୁଯ ନା ; ଜୋତଜମା ଓ
ଧାତକ ଲଈଯାଇ ବା କତଙ୍ଗଣ ସମୟ କାଟେ ?

ଆମା ଠାକୁରାଣୀ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଯାଇଯା ଏଟା ଓଟା ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରେନ,
ଆର ଏ କଥାଇ ତୀହାର ମନେ ହୁଯ । ତାଇ ତ, ଏତଦିନ ନା ତତଦିନ,
ଆମେର ଲୋକ ତୀହାକେ ଏତବଡ଼ କାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକଟା କଥାଓ ଜିଜ୍ଞାସା
କରିଲ ନା । ଏକବାର ଭାବିଲେନ, କାଜ ନାହିଁ, ଚୁପ କରିଯାଇ
ଥାକିବେନ ; କିଛୁର ମଧ୍ୟେଇ ଯାଇବେନ ନା ; କିନ୍ତୁ ପରଙ୍ଗଣେଇ ମନେ
ହଇଲ, ନା, ସେ କିଛୁତେଇ ହଇତେ ପାରେ ନା । କଥଟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ତୀହାର ଜାନିତେଇ ହଇତେଛେ । ତଥନ ଆର ତିନି ସରେ ଥାକିତେ
ପାରିଲେନ ନା ; କାଜକର୍ମ ଆର କରା ହଇଲ ନା ; ବାସି କାଜ ପଡ଼ିଯାଇ
ରହିଲ । ତିନି ସରେ ତାଳା ବନ୍ଦ କରିଯା ବାହିର ହଇଲେନ ।

ରାତ୍ରା ଦିନୀ ଯାଇତେ ଓ-ବାଡ଼ୀର ତାରାର ପିସି ତାହାର ଉଠାନ
ହଇତେ ବଲିଲ “କି ଗୋ ଦିଦି ଠାକୁରଙ୍ଗ, ମୁଖୁଷ୍ୟେ ବାଡ଼ୀ ଯାଛ ବୁଝି । ତା
ତୁମି ନା ଗେଲେ ଚଲବେ କେନ ? ବାବା ଗୋ, ଏମନ କଥା ତ କଥନ
ଶୁଣିନି ଦିଦି ! ତୁମି ଗୀଯେ ଆଛ, କା'ଳ ରାତିରେଇ ଗିଟିଯେ ଦିତେ
ପାର ନେଇ । ଆଜ ଆବାର ଶୁନଲାମ, ମାଗିଟା ନା କି ଗୀ ଛେଡେ
ଗିଯେଛେ ? ହ୍ୟା ଦିଦି ଠାକୁରଙ୍ଗ, ତୁମି ଗୀଯେ ଥାକ୍ତେ ଏକ ଗୀଯେର
କଲଙ୍କ ଆର ଏକ ଗୀଯେ ଯେତେ ଦିଲେ । ତା ଯାଇ ବଲ ନା, ଏ କାଜଟା
ତୋମାର ଭାଲ ହୁଯ ନାହିଁ ।”

ଆମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରାଖିବାର ଜନ୍ମ ବଲିଲେନ “ତା
କି କରି ବଲ ବୋନ ! ରମା ଆମାର ତ ଥର ନାହିଁ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଯେ ତାବ, ମେ ଆମାକେ ଯେ ରକମ ଭାଲବାସେ, ତାତେ ତାବ କଥାଓ ଫେଲେ ଦେଉବା ଯାଏ ନା । ତାହିତେ ବୁଝଲେ ବୋନ ! ଛେଡ଼େ ଦିତେ ହୋଲ । ଏଥନ ସାଇ ଦେଖି, ସବ ମିଟିଯେ ଦିଯେ ଆସି । ଏ ଗାଁଯେର କୋନ କାଜେଇ ତ ଏହି ଶ୍ରାମା ବାମଣୀ ନା ହଲେ ଚଲେ ନା ।”

ତାରାର ପିସି ବଲିଲ “ମେ କି ଆର ବଲ୍ଲତେ ଦିଦି ଠାକୁଳ, ତୁମି ଆଛ ବଲେଇ ଆମାଦେର ଏହି ଗାଁଟା ଠିକ ଆଛେ, ନଇଲେ ଏତଦିନ କି କେଉ ଗାଁଯେ ବାସ କରତେ ପାରତ । ତା ହାଁ ଦେଖ, ଓ-ବେଳା ତୋମାର ଓଥାନେ ସାବ ମନେ କରେଛିଲାମ । ତା ଏଥନଇ ଦେଖା ହେଁ ଗେଲ, ଏଥନଇ କଥାଟା ବଲି । ତାରା ବଲ୍ଲଚିଲ ‘ପିସମା, ହାତେ ତ ଟାକା ନେଇ, ଜନ୍ମଦାରେର ଖାଜନା ତିନ ଟାକା ହୁଇ-ଏକ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ଦିତେ ହବେ । ତୁମି ଯଦି ବାମୁନଠାକୁଳଙେର କାଛ ଥେକେ ଧାର କରେ ଏନେ ଦାଓ ।’ ତାହି ତୋମାର କାଛେ ଯେତେ ଚେଯେଛିଲାମ । ପଥେଇ ଦେଖା ହୋଲୋ । ଓ-ବେଳା କଥନ ଯାବ ଦିଦିଠାକୁଳ !”

ଶ୍ରାମା ଠାକୁଳ ବଲିଲେନ “ଏହି ଯେ ତାରା ମେ-ଦିନ ଦଶ ଟାକା ନିଯେ ଗେଛେ ; ଆବାର ଆଜ ଟାକା ! ଦଶ ଦଶ ଟାକା ; କି କରେ ଶୋଧ ଦେବେ । ତୋମରା ଯେ ଟାକା ଦିଯେ କି କର, ତା ବୁଝତେ ପାରି ନେ । ଆର ଆମାରଇ କି ନ-ଶ ପଞ୍ଚାଶ ଆଛେ ଯେ, ଯାର ସଥିନ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ, ତର୍ଥନଇ କୁଲୋଧୋ । ଏଥନ ତାଡ଼ାଜାଡ଼ି, ଆର କଥା ବଲ୍ଲତେ ପାରଛିଲେ । ତୁମି ଆର ବେଓ ନା, ତାରାକେଇ ଓ-ବେଳା ପାଠିଯେ ଦିଓ । ଦେଖିବ, କି କରତେ ପାରି ।”

ତାରାର ପିସି ବଲିଲ “ଆର କରା-କରି ନୟ ଦିଦି ଠାକୁଳ, ଏ ଦାୟିଟୀ ତୋମାର ଉକ୍ତାର କରେ ଦିତେଇ ହବେ । ତୁମି ନା ହଲେ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ଆମାଦେର ଏ ଗରିବଦେର ହୁଃଥୁ ଆର କେ ବୋଝେ ବଲ । ତା ଷାଓ,
ଆର ଦେବୀ କରୋ ନା । ମୁଖୁଯେଦେର ସେ ଏମନ ବ୍ୟାଭାର, ତା ତ
ଏତଦିନ ଜାନତାମ ନା ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ଏ କଥାର କୋନ ଉତ୍ତର ନା ଦିଆଇ ଅଗ୍ରସର
ହଇଲେନ । ଏକଟୁ ଯାଇତେଇ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ରାମତାରକ
ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟୋର ବାଡ଼ୀ । ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀର ମନେ ପଡ଼ିଲ, ତାରକେର ଛେଲେକେ
ତ କାଳ ଦେଖା ହୟ ନାହିଁ । ଅମନି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଯା ତିନି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ-
ବାଡ଼ୀର ଦିକେ ଗେଲେନ । ବାଡ଼ୀର ଦିଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଉଠାନେ
ଦୀଡାଇଯାଇ ବଲିଲେନ “ଓଗୋ ବୌମା, ଛେଲେଟା କା’ଳ କେମନ ଛିଲ ?
କା’ଳ ଆର ଆସ୍ତେ ପାରି ନି ; ସାରାଦିନଟା ମୁଖୁଯେ ବାଡ଼ୀର ବାପାରେ
ଛିଲାମ ; ଛେଲେଟାର କଥା ଆର ମନେ ହୟ ନାହିଁ । ନିଯେ ଏନ ତ ଦେଖି ?
କା’ଳ କ’ବାର ଦାସ୍ତ ହୟେଛିଲ ?”

ରାମତାରକେର ଶ୍ରୀ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଛେଲେ କୋଲେ ଲଙ୍ଘିଯା ଉଠାନେ
ଆସିଯା ବଲିଲ “କା’ଳ ଏକଟୁ ଭାଲାଇ ଛିଲ । ପେଟେର ବେଦନାଓ
ଏକଟୁ କମ, ଦାସ୍ତା ଏହି ପାଂଚ ଛୟବାର ହୟେଛିଲ । ତା ମା, ଆସନ
ଏନେ ଦିଇ, ଏକଟୁ ବୋସୋ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ନା ମା, ଆମାର କି ବସ୍ତବାର ସମସ୍ତ
ଆଛେ । ଭୟ ନେଇ, ଆମାଶୟ କି ନା, ସାରତେ ଏକଟୁ ସମସ୍ତ ନେବେ ।
ଏହି ସେ ଶିକଡ଼ ତୋମାକେ ଦେଖିଯେ ଦିଯେ ଗିଯେଛି, ଆଜିଓ ତାରଇ ରମ
ଏକଟୁ ଆଦାର ରମେର ସଙ୍ଗେ ଥାଇଯେ ଦିଓ । ଆର ଦୁଇ-ଏକଦିନ ସାବଧାନେ
ରେଖୋ, ଛେଲେ ସେରେ ଉଠିବେ । କୋନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୋ ନା ବୌମା !
କୈ, ତାରକ କୈ ? ତାକେ ତ ଦେଖିଛିଲେ ।”

ତାରକେର ଶ୍ରୀ ବଲିଲ “ସକାଳେ ଉଠେଇ ତିନି ମୁଖ୍ୟୋ-ବାଡ଼ୀ ଗିଯେଛେନ । ହଁ ମା, ମୁଖ୍ୟୋ-ବାଡ଼ୀ କି ହସେଇ ? ଓକେ କିଞ୍ଜାମା କରତେ ଉନି ବଲିଲେନ, ମେ ମର ଶୁଣେ କାଜ ନେଇ । କୋନ ଖୁବ-ଖରାବ୍ ହସ ନି ତ !”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ବୌମା, ମେ ମର କଥା ଆର ତୋମାର ଶୁଣେ କାଜ ନେଇ । ତୋମରା ବୌ-ମାନୁଷ, ମେ କଥା ଶୁଣିଲ ଲଜ୍ଜାମ୍ବ ତୋମାଦେର ମାଥା ହେଟ ହବେ । ଆଶୀର୍ବାଦ କରି, ସ୍ଵାମୀପୁର ନିମ୍ନେ ଶୁଖେ ଥାକ, ପରେର କଥାର ମଧ୍ୟେ ଯେଓ ନା ।”

ତାରକେର ଶ୍ରୀ ତଥନ ନତଜାନ୍ତୁ ହଇୟା ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀର ପଦଧୂଲି ଲହିୟା ପ୍ରଥମେ ଛେଲେର ମାଥାଯି ଦିଲ, ତାହାର ପର ନିଜେର ମାଥାଯି ଲହିୟା ବଲିଲ “ମେହି ଆଶୀର୍ବାଦିଇ କର ମା ! ତାଇ ସେଇ ହସ । ଫିରେ ସାବାର ସମୟ ଆର ଏକବାର ଖୋକାକେ ଦେଖେ ଯାବେ ତ । ଆମି ଏଥିନେ ଓସୁଧ ଏନେ ଥାଇୟେ ଦିଚ୍ଛି ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ଆର ତ ଭାବେର କିଛୁ ନେଇ । ଦେଖି, ଫିରବାର ସମୟ ଯଦି ପାରି ତ ଏକବାର ଝୋଜ ନିମ୍ନେ ସାବ । ଆମାର କି ମା, ମୋହାସ୍ତି ଆଛେ, ନା ଅବସର ଆଛେ । ଏହି ଗାଁମେର ଦଶ ତାଳ ନିଯିଇ ଆମି ଆଛି ।”

ତାରକେର ଶ୍ରୀ ବଲିଲ, “ତାଇ ଥାକ ମା, ତାଇ ଥାକ । ତୁମି ଆଛ, ତାଟି ବିପଦ-ଆପଦେ ଭୟ ହସ ନା ; ଡାକ୍ଲେଟ ତୁମି ଏମେ ଉପଶିତ୍ତ ହୁଏ । କତ ସେ ବଲ ଭରସା ତୋମାର କରି ମା, ତା ଏକ ମୁଖେ ବଲିତେ ପାରିଲେ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ଆର ଦେଇ କରତେ ପାରିଛିଲେ । ଦେଇ

ବ୍ରୋଲ-ଆମି

କରେ ଗେଲେ ସବାଇ ଏକେବାରେ ହାହା କରେ ଉଠିବେ । ତାଇ ଦେଖ ବାହା, ତୋରା ଆଛିସ୍ ଗ୍ରାମେର ପୁରୁଷ-ମାନୁଷ ; ତୋରା ଲେଖାପଡ଼ା ଜାନିସ୍ ; ତୋଦେରେ ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନା ଆଛେ ; କିନ୍ତୁ ସେ କାଜଟି ପଡ଼ିବେ, ଅମନି ଡାକ୍ ଏହି ଶାମା ବାମଣୀକେ । ଏକ କାଳ ଛିଲ, ସଥନ ଏସବ ପେରେ ଉଠିତାମ ; ଏଥନ ବୟସ ଓ ହସ୍ତେ, ଏଥନ କୋଥାଯି ବସେ ଠାକୁର ଦେବତାର ନାମ କରବ, ନା କେ କୋନ୍ ମୁଖୁଷ୍ୟ ତାର ଭାଇ ବୌଦ୍ଧର ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର କରଲ, ଏଥନ ଚଲାମ ତାର ସାଲିସ୍ କରତେ ।”

ତାରକେର ଦ୍ଵୀ ବଲିଲ “ତା ହଲେ କଥାଟା ସତି ନା କି ? ଓ ମା, କି ସେଣା, କି ଲଜ୍ଜା ! ଆମି ଅମନି ଏକଟୁ ଆଭାସ ପେଯେଛିଲାମ । ତା ଧାକ୍କଗେ, ତୁମି ଠିକ୍ ବଲେଛ, ଓ-ସବ ଲଜ୍ଜାର କଥା, କଲଙ୍କେର କଥା ଗେରଞ୍ଚର ବୌଦ୍ଧର ନା ଶୋନାଇ ଭାଲ ! କତକ୍ଷଣ ଦୀନିଯେ ଥାକ୍କବେ ମା, ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଯଦି ନା ଥାକେ ତ ଆସନ ଏନେ ଦିଇ, ଏକଟୁ ବୋସୋ ।”

“ନା, ନା, ଆମ ବସିବାର ସମୟ ନେଇ” ବଲିଯା ଶାମା ଠାକୁରାଣୀ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ-ବାଡୀ ହଇତେ ବାହିର ହଇଲେନ । ସଦର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଉଠିବାର ସମସ୍ତଇ ଦେଖିଲେନ, ମୁଖୁଷ୍ୟପାଡ଼ାର ଦିକ ହଇତେ ହରିଶ ଗାସ୍ତୁଲୀର ଛେଲେ ମହିମ ଆସିତେଛେ । ତାହାକେ ଦେଖିଯାଇ ଶାମା ଠାକୁରାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାର ପାରେଇ ଦୀନାହିଁଲେନ । ମହିମ ତାହାକେ ଦୂର ହଇତେଇ ଦେଖିଯାଇ ଏକଟୁ କ୍ରତଗତିତେ ଆସିଯାଇ ବଲିଲ “ପିସିମା, ଆମି ସେ ତୋମାର ବାଡୀତେଇ ଯାଇଛିଲାମ ।”

ଶାମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ଆମାର ବାଡୀତେ ! କେନ, ତୋମ କିଛୁ ଦୂରକାର ଆଛେ ନା କି ?” ଏହି ବନ୍ଦିଯାଇ ତିନି ନିଜେର ବାଡୀର ଦିକେ ମୁଖ ଫିରାଇଲେନ, ସେନ ବାଡୀର ଦିକେଇ ଯାଇବେନ ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ମହିମ ବଲିଲ “ବାବା ପାଠିସେ ଦିଲେନ ତୋମାକେ ଡାକୁତେ । ଏଥନ୍ତି ଏକବାର ଚଞ୍ଚୀ ବାବୁର ବାଡ଼ୀତେ ସେତେ ହବେ । ପାଡ଼ାର ସକଳେଇ ତୋମାର ଜଣ୍ଠ ମେଥାନେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେନ ।”

ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ଏକଟୁ ଅଭିମାନେର ଶୁରେ ବଲିଲେନ “ଆମାର ଭଣ୍ଠ ଅପେକ୍ଷା, କେନ ? ଆମି ଗରିବ ବାମୁଣେର ବିଧବା ମାନୁଷ ; ଗୁମ୍ଫେର ଏକ କୋଣେ ପଡ଼େ ଆଛି ; ଆମାର ଆର ତତ୍ତଵାମ୍ବିଦୀର ଦରକାର କି ? ହଁ, ସବୁ ରମାର ମତ ଜମିଦାର ହତାମ, ତା ହୋଲେ ତୋରାଇ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ପଂଚିଶ-ବାର ଖୋଜ ନିତି । ବଲ୍ଲଗେ ଯା, ଆମାର ଏଥନ ମମୟ ନେଇ । ଆମାର ସାବାରାଇ ବା ଦରକାର କି ? ତାବୁକେର ଛେଲେଟାର ଅଶୁଭ, ତାଇ ଦେଖିବେ ଏମେହିଲାମ । ଆମି ସେତେ ପାଞ୍ଚିଛିନେ । ତୋରାଇ ଆଛିସ୍, ତୋରାଇ ଏଥନ ଗୁମ୍ଫେର ପ୍ରଧାନ ହେଯିଛିସ୍ । ତୋରାଇ ଯା ହୟ କର ଗିଯେ, ଆମାର ଖୋଜ କେନ ?” ଏହି ବଲିଯା ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଣୀ ନିଜ ଗୃହେର ଦିକେ ଦୁଇ ତିନ ପାଦାଙ୍ଗିଲେନ ।

ମହିମ ବଲିଲ “ଓ କି କଥା ବଲ୍ଲ ପିସିମା ! ତୁମି ନା ହ'ଲେ କି ଆମାଦେର ଚଲେ । କା'ଲ ରାତ୍ରିତେଇ ସଥନ ପାଡ଼ାର ସକଳେ ଏକତ୍ର ହଲେନ, ତଥନ ଆମିଇ ବଲେଛିଲାମ, ଏଥନ୍ତି ଶ୍ରାମା ପିସିକେ ଖବର ଦେଓଯା ହୋଇବା ହେବାକୁ । ତାତେ ସକଳେଇ ବଲ୍ଲଲେନ ଯେ, ବୁଡ୍ଡା ମାନୁଷ, ଏହି ସାବାଦିନ ଖେଟେଖୁଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମମୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଁ ବାଡ଼ୀ ଗିରେଛେନ, ଏଥନ ଆର ତାକେ କଷ୍ଟ ଦିଯେ କାଜ ନେଇ । କା'ଲ ସକାଳେ “ତାକେ ଡେକେ ଏନେ ଏକଟା ବ୍ୟବଶ୍ଚା କରଲେଇ ହବେ । ତାଇତେଇ ତ ତୋମାକେ ତାରା ଡାକୁତେ ପାଠିସେଛେନ ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନ୍ତିକ

“ହଁଯାରେ, ଶୁଣିଲାମ ନା କି ବୌଟାକେ ଆର ତାର ମେରୋଟାକେ ରମା ନିମ୍ନେ ଗିଯେଛେ ?”

ମହିମ ବଲିଲ “ହଁଯା, ଆଜ ତୋରେ ତୀରା ଚଲେ ଗିଯେଛେ ।”

“ଚଲେ ସଦି ଗିଯେ ଥାକେ, ତୋରା ସଦି ଯେତେ ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନ, ତା ହ'ଲେ ଏଥିନ ଆବାର ତାର ବ୍ୟବଶ୍ଵା କି ?”

“ଆମରା କି ବୁଝତେ ପେରେଛିଲାମ ଯେ, ଆଜ ତୋରେଇ ତୀରା ଯାବେନ । କା'ଲ ରାତ୍ରିତେ ତୁ ବୁକମ ଏକଟା କଥା ଉଠେଛିଲ, ଏହି ମାତ୍ର । ତାଇ ଯେ ହବେ, ତା ଆମରା ଜ୍ଞାନତାମ ନା, ବୁଝତେଓ ପାରି ନାହିଁ ।”

“ତା ହ'ଲେ ବଲ୍, କାଉକେ ଜିଜ୍ଞାସା ନା କରେ ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖୁଯୋ ଏହି କାଜ କରେଛେ ? ଏହି ଏକଟା ବ୍ୟବଶ୍ଵା କରା ଚାହିଁ । ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖୁଯୋ କେମନ ଛେଲେ, ତା ଦେଖିତେ ହବେ । ଘନେ କରେଛିଲାମ, ଏ ସବେର ମଧ୍ୟେ ଯାବ ନା ; କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖୁଯୋର ଏତ ବଡ଼ ବାଡ଼ ବାଡ଼ିନ କେମନ କରେ ହୋଲୋ, ସେଟା ବୁଝତେ ହବେ । ଚଲ୍, ଯାଇ ଦେଖି ।” ଏହି ବଲିଲା ଶ୍ରାମା ଠାକୁରାଳୀ ବାଡ଼ୀର ଦିକ ହଇତେ ଫିରିଲା ମୁଖୁଯୋ-ପାଡ଼ାର ଦିକେ ଚଲିଲେନ । ମହିମ ଆର ବାକ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ନା କରିଲା ତୀହାର ଅନୁଗମନ କରିଲ ।

চঙ্গী বাবুর বাড়ীতে পৌছিয়াই শামা ঠাকুরাণী দেখিলেন,
পাড়ার অনেকেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তিনি কোন
প্রকার ভূমিকা না করিয়া একেবারে অতি কঢ়ার স্বরে চঙ্গী
বাবুকে আক্রমণ করিলেন ; বলিলেন “আচ্ছা বলি চঙ্গীচৰণ, তুমি
এমনই কি গাঁয়ের মাতবৰ হয়ে বসেছ, যে কাটকে বিজু না বলে
এমন কাজটা করে বস্লে ।”

চঙ্গী বাবু বলিলেন “কৈ, আমি ত কিছুই করি নাই ।”

“কুর নাই ? তোমার বোন বড় জমিদার, তা জানি ; কিন্তু
তাই ব'লে সে ষে আমাদের গাঁয়ের এই কলঞ্চটা দশ গাঁয়ে ছড়িয়ে
দিতে পেল, আৱ তুমি তাতে কথাটাও বললে না, এ কি ভাল
হোলো ?”

চঙ্গী বাবু বলিলেন “আমি কেন তা কুরতে যাব ? দিদি ওদের
নিয়ে গেলেন, তাতে আমাৰ হাত কি ? আমি নিষেধ কুৱাৰই বা
কে ? তবুও এঁদেৱ জিজ্ঞাসা কুৱ, আমি আপত্তি কৱেছিলাম
কি না ।”

“তুমি আপত্তি কৱলে, আৱ তোমাৰ বাড়ীৰ বৌকে মেয়েকে
তাৰা জোৱ কৱে নিয়ে গেল ! কাকে বোকা বোৰাও তুমি চঙ্গী-
চৰণ ! আমাৰ বয়স এই ধাট পাৱ হয়ে গেল ; তোমাদেৱ হাটহচ্ছ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ମବଇ ଆମି ଜାନି । ତୋମାର ଦିନି ବଡ଼ମାନୁଷ ଆଛେନ, ବେଶ କଥା । ତିନି ତୀର ନିଜେର ଦେଶେ, ନିଜେର ଜମିକାରୀତେ ଗିରେ ତୀର କ୍ଷମତା ଦେଖନ । ଆମାଦେର ଗାଁୟେର ବୌକେ ତିନି ଅମନ କରେ ନିଯମ ସାବାର କେ ? ତାଇ ବଳ ତ ଶୁଣି ? ଆର, ତୁମି ଏଇ ଭିତର ନା ଥାକୁଳେ, ସେ ଯତବ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ହୋକ ନା କେନ, ଏମନ କାଜ କରନ୍ତେ ପାରେ ?”

ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଦେଖିଲେନ ବେଗତିକ ; ତିନି ବଣିଲେନ “ମେ ସା ହବାର ତା ହୟେ ଗିଯେଛେ ; ଏଥନ ଏ ଅପମାନେର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇସାର କି ହବେ, ତାଇ ବଳ । ଆମରାଇ କି ଜାନି ସେ, ତାରା ଆଜ ତୋରେଇ ଓଦେର ନିଯମ ଚଲେ ଯାବେ । କା'ଳ ରାତ୍ରେ ଏଇ ରକମ ଏକଟା କଥା ହସ୍ତ-ଛିଲ ବଟେ ; କିନ୍ତୁ ତାର ତ କୋନ ମୀମାଂସାଇ ହୟ ନାହିଁ । ଚଣ୍ଡୀର ଏ କାଜଟା ଯେ ଗହିତ ହେବେ, ଏ କଥା ବଲିତେଇ ହବେ । ତାଦେରଙ୍କ ବିବେଚନା କରା ଉଚିତ ଛିଲ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ମେ ତ ଠିକ୍ କଥା । ଆମାଦେର ଗାଁୟେର ବୌ ଦୋଷ-ଘାଟ କରେ ଥାକେ, ଆମରାଇ ତାର ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଆମରାଇ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବ ; ତାରା କୋଥାକାର କେ ସେ, ଗାଁୟେର ବୌକେ ଏମନ କରେ ନିଯେ ଯାଏ । ଏତେ ଯେ ତୋମାଦେର ଏକେବାରେ ଘାଥା କଟ୍ଟାଗେଲ, ତା ବୁଝତେ ପେରେଇ ।”

ଏକଟା ସୁବକ ମେଥାନେ ଦ୍ଵାରାଇସା ଛିଲ ; ତାହାର ଆର ସଞ୍ଚ ହଇଲନା ; ମେ ବଲିଲ “କାଜଟା ଅଗ୍ରାହି କି କି ହସ୍ତରେ ? ତୋମରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲେ, ମେହି ବୌଟାକେ ତାଡିଯେ ଦେବାଇ । ତୀରା ମସା କରେ ତାକେ ଆଶ୍ରଯ ଦିଲେ ନିଯମ ଗେଲେନ । ଏତେ ତୀରେ ଅପରାଧଟା କି ହୋଲୋ ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ତାଡ଼ିଯେ ଦେବେ ନା, କି ମାଥାଧି କରେ ନାଚିବେ । ଚୂପ କର୍, ତୋରା ଛେଳେ-ମାନ୍ୟ, ଏ ସବ କଥାର ତୋରା କି ବୁଝିବି । କତ ବଡ଼ ଅପମାନଟା ହୋଲୋ ଜାନିମ୍ ।”

ଯୁବକ ଓ ଛାଡ଼ିଲ ନା ; ବଲିଲ “ଆର ମେହି ନିରପରାଧୀ ବୌଟାକେ ବାଜାରେ ଦାଡ଼ କରିଯେ ଦିଲେ ତାରି ଆମାଦେର ମାନ ବାଡ଼ିତ । ଯେ ଅପରାଧ କରଲ, ତାର କୋନ ଶାସ୍ତିର କଥା ନେଇ, କଥା ହୋଲୋ କି ନା, ସାରା ଶତ ବିପଦ, ଶତ ଲାଞ୍ଛନାର ଭୟ ନା କରେ, ମେହି ଅନାଥାକେ ଆଶ୍ୟ ଦିଲ, ତାଦିକେ କେମନ କରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରା ସାଥ, ତାରଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।”

ଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀ ବଲିଲେନ “ଜାନିମ୍ ନେ, ଖଣିମ୍ ନେ; ମାରେର ଥେକେ ମୋଡୋଲୀ କରତେ ଆସିମ୍ । ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀମା ବାମଣୀ ଦେ”ଛିମ, ଏର କାହେ କିଛୁଇ ଛାପା ନେଇ । ଓ ବୌଟା ଏଇ ରକମିହି ବଜ୍ଜାତ ଛିଲ । ଆମି ଆର କି ନା ଜାନି ; ତବେ ଗାଁଯେର ବୌ, ତାହି ଏତାଦିନ ଚାପା ଦିଯେ ରେଖେଛିଲାମ । ହୟ ନା ହୟ, ଏତ କାଲାଚାଦ ବସେ ଆହେ, ଓକେ ଜିଜ୍ଞାସା କର୍ । ଆସଲ କଥା ତ ଜାନିମ୍ବାନେ । ଏତକାଳ ଗେଲ, କାଲାଚାଦ କିଛୁ କରଲ ନା ; ଆର କା’ଲାରାନ୍ତିରେ, ପାଶେର ବାଡ଼ୀତେ ଦଶ ଗାଁଯେର ଲୋକ ଜମା, ମେହି ସମୟ ବୌକେ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ଗେଲ ; ଏତ କି ବିର୍ଶାସେର କଥା ।”

ଆର ଏକଟୀ ଯୁବକ ବଲିଲ “ମେ କି କଥା ପିସିଠାକରୁଣ, ଆମରା ଯେ ମେଥାନେ ଉପଶିତ ଛିଲାମ, ଆମରା ଯେ ସ୍ଵଚକ୍ଷେ ଦେଖେଛି ।”

“ଛାଇ ଦେଖେଛିସ୍ । ଆସଲ କଥା ତ ତୋରା ବୁଝିଲିନେ । ଆମି

ଶୋଲ-ଆମି

ଶୋନା ମାତ୍ର ଓ-ସବ ବୁଝେ ନିଷେଛି ; ଆର ଆମି ସବହ୍ ଜାନି କି ନା । ହସନା ହସି ଜିଜ୍ଞାସା କର ଏଇ କାଳାଟ୍ଚାଦକେ ।”

ଯୁବକ ବଲିଲ “ଓଁକେ ଆବାର କି ଜିଜ୍ଞାସା କରବ । ତୋମରା ବିଚାର ନା କର, ମେ ଭାର ଆମରାଇ ନେବ ।”

ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରଙ୍ଗ ବଲିଲେନ “ତୋର ସେ ଭାରି ଆସ୍ପର୍କୀ ଦେଖେଛି ରେ ରେମୋ ! ହୁଇ ପାତା ଇଂରେଜୀ ପଡ଼େ ଦେଖୁଛି ବାପ-ଦାଦାକେଓ ମାନିନ୍ଦ୍ରନେ । ଏହି ବୁଝି ତୋଦେର ଲେଖା-ପଡ଼ା ଶେଥା । ଆମରା ଦଶଜନ ବୁଡ଼ୋ-ବୁଡ଼ି କଥା ବଲ୍ଛି, ତାର ମଧ୍ୟେ ତୋରା କଥା ବଲ୍ତେ ଆସିମ୍ କେନ ?”

ବ୍ରାମ ବଲିଲ “ଅନ୍ତାର ଦେଖୁଲେଇ କଥା ବଲ୍ତେ ହସ । ଗୋରାଟ୍ଚାଦ ଦାଦାର ଶ୍ରୀକେ ଏ ଗାଁରେର କେ ନା ଜାନେ । ତାର ମତ ମତୀ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଁରେ କରୁଜନ ଆଛେ ? ଆର ତୋମରା କି ନା ତାର ଚରିତ୍ରେ କଲଙ୍କ ଦିତେ ଯାଚ୍ଛ । ଆର ସେ ଏମନ ପାପେର କାଜଟା କରଲ, ତାକେ କିଛୁ ବଲ୍ଛ ନା । ଏ ଆମରା ସହିବ ନା, ତାତେ ଘିନି ଯା ବଲୁନ ।”

ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେନ ସେ, ଏହି ଯୁବକଦେଇ ସଙ୍ଗେ ତିନି ପାରିଯା ଉଠିବେନ ନା ; ତଥନ ଏକଟୁ ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଆଜ୍ଞା, ତୋରା ସେ ଏତ ଗୋଲ କରଛିମ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାଇଟା କି, ତା ଏକବାର ଏଇ କାଳାଟ୍ଚାଦକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛିଲି ।”

“ଓଁକେ ଆବାର କି ଜିଜ୍ଞାସା କରବ । ଆମରା ସେ ତଥନ ବାଡ଼ୀର ଉପର ଛିଲାମ, ଆମରା ଯେ ସବ ଦେଖେଛି ।”

“ଦେଖୁଲେଇ ତ ହସନା, ଓନ୍ତେଓ ହସ । ଆମି ତ ଛିଲାମ ନା ତଥନ ; କିନ୍ତୁ କି ହସେଛିଲ, ତା ଆମି ବେଶ ବୁଝାତେ ପାଇଛି । ଏଇ ଗୋରାର ବୌଟାର ଅଭାବ-ଚରିତ୍ର ଭାବୁଛିଲ ନା ; ତା ତୋମରା ନା

ବୋଲ୍-ଆନି

ଜାନ୍ତେ ପାର, ଆମି ଜାନି । କାଳାଟୀଦ ତାଇ ଜାନ୍ତେ ପେରେ କା'ଳ ତାକେ ଶାସନ କରତେ ଗିଯେଛିଲ । ଏହି ହୋଲୋ ବ୍ୟାପାର । ବୌଟା ତାଇ ଏହି ମୋର-ଗୋଲ କରେ ନିଜେର ସାଫାଇ ଦେଖାଲ । ନଇଲେ କାଳାଟୀଦ କି ଏମନ କାଜ କରତେ ପାରେ ? ତାର ସ୍ଵଭାବ ଭାଲ ନା, ତା ମକଳେଇ ଜାନେ ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ଏତକାଳ ଗେଲ, ଏର ମଧ୍ୟେ ତୋମରା କେଉ ବଲ୍ଲେ ପାର ଯେ, ଓ କୋନ ଦିନ କୋନ ଗେରାତର ବୌ-ବିର ଦିକେ କୁ-ନଜରେ ଚେଷ୍ଟେ । ଏ ସବ ଖେଳା ବୁଝିତେ ତୋମାଦେର ଅନେକଦିନ ଲାଗ୍ବେ । ତା, ସେ କଥା ଯାକୁ, ତୋମରା ତ ଅନେକ ପ୍ରବୈଣ ଲୋକଙ୍କ ଏଥାନେ ରଯେଛ, ତୋମରା ଯେ କୋନ କଥାଇ ବଲ୍ଲୁ ନା ? ଏଥିନ କି ଛେଲେଦେର ହାତେ ସବ ବିଚାର-ଆଚାର ଫେଲେ ଦେବେ ? ତାଇ ସହି ତୋମାଦେର ଅଭିପ୍ରାୟ ହୟ, ତା ହ'ଲେ ଆର ଆମାକେ ଡାକା କେନ ?”

ଏହିବାର ଏକଟା ଯୁବକ ଥୁବ ଜୋରେର ସଙ୍ଗେ ବଲ୍ଲ, “ଦେଖ ଶ୍ରାମା ପିସି, ତୁମି କିଛୁ ମନେ କୋରୋ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମି ଯା ବଲ୍ଲେ, ତାର ଏକଟା କଥା ଓ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ଆମି ଥୁବ ବଲ୍ଲେ ପାରି । ଓ ବାଡ଼ୀର ବଡ଼ ବୌଯେର ସ୍ଵଭାବ ମନ୍ଦ ଛିଲ, ଏମନ କଥା ଗୀଯେର କେଉ କଥନ ବଲ୍ଲେ ପାରିବେ ନା । ଆଜିଇ ତୋମାର ମୁଖେ ଶୁନଲାମ । ଏ କଥା ଆମରା ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ । କର୍ତ୍ତାଦେର ଯା ଇଚ୍ଛା ହୟ, ତୁମାର କରିତେ ପାରେନ ; ଆମରା କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଲି, ଆମରା କାଳାଟୀଦ ମୁଖୁଯେର ସଙ୍ଗେ କୋନ ମୂଳକ ବାଧିବ ନା ; ଆର ପାରି ତ, ତାକେ ଏହି ଗୀ-ଛାଡ଼ା କରବ । ଏମନ ଏକଟା ଭୟାନକ ପାପେର କାଜ ଯେ କରଲ, ତୋମରା ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବଲ୍ଲେ ଚାଓ ; ଆର ଯାର କୋନ ଦୋଷ ନେଇ, ଯେ ସତ୍ୟ-ସାଧ୍ୟୀ, ତାର ନାମେ ତୋମରା ମିଥ୍ୟା କଲକ୍ଷ ଦିତେ ଚାଓ । ତାକେ ତୁମା ନିଯେ ଗିଯେ-

ବୋଲ-ଆନ୍ତି

ଛେନ, ବେଶ କରେଛେ ; ନହିଁଲେ ତୋମରା ଠୀର କି ଅବଶ୍ଯା କରନ୍ତେ, ତା ତୋମାଦେର ଭାବ ଦେଖେଇ ବୋକା ଥାଏ । ଏତକାଳ ସା ହବାର ହସ୍ତେ, ଏଥନ ଆର ଆମରା ଏ ସବ ହତେ ଦିଚ୍ଛି ମେ ।”

ବୁଡା ଗାଞ୍ଜୁଲୀ ମହାଶୟ ଏତକ୍ଷଣ କୋନ କଥାଇ ବଲେନ ନାହିଁ । ଯୁବକେର ଏହି ତେଜେର କଥା ଶୁଣିଯା ତିନି ବଲିଲେନ “ତା ହଲେ ଏ ଗ୍ରାମେ ଆମାଦେର କଥା ଥାକୁବେ ନା ? ତୋମରାଇ କର୍ତ୍ତା ହସ୍ତେ ବସିବେ ନା କି ?”

ଯୁବକ ବଲିଲ “ଆମରା କର୍ତ୍ତା ହତେ ଚାଇନେ ; ଆପନାରା ଗ୍ରାମ-ମତ ସା କରବେନ, ଆମରା ଧାଡ଼ ପେତେ ତା ସ୍ଥିକାର କରବ ; କିନ୍ତୁ ଆମରା ଅନ୍ତାଯେର ପ୍ରଶ୍ନର ଦେବ ନା ।”

ଗାଞ୍ଜୁଲୀ ମହାଶୟ ବଲିଲେନ “ତା ହ'ଲେ ବାପ-ବେଟୀର ଝଗଡ଼ା ଆରନ୍ତୁ ହବେ ଦେଖ୍ଛି ।”

ଚନ୍ଦ୍ରୀ ବାବୁ ମେହି ସେ ଗୋଡ଼ାଯି ହଇ ଏକଟୀ କଥା ବଲିଯାଛିଲେନ, ତାହାର ପର ଏତକ୍ଷଣ କିଛୁ ବଲେନ ନାହିଁ । ତିନି ଗତ ରାତ୍ରେଇ ବୁଝିତେ ପାରିଯାଛିଲେନ ସେ, ଏବାର ଶେଖା-ପଡ଼ାଙ୍ଗାନା ଯୁବକେର ଦଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ କରିଯାଛେ ; ତାହାରା, ସାହା ଉଚିତ ତାହାର ଜଣ ଲାଗିବେ । ଏଥନ ଯୁବକଦେର ମୁଖେ ମେହି ଭାବେର କଥା ଶୁଣିଯା ତାହାର ସାହସ ହଇଲ ; ତିନି ବଲିଲେନ “କାବି କଥାଯି ସମାଜ ଚଲିବେ, ତା ବଲ୍ଲତେ ପାରିନେ ; କିନ୍ତୁ ଛେଲେରା ସାହିତେ ବଲ୍ଲଚେ, ତାର ଏକଟୀ କଥାଓ ତ ଅନ୍ତାରୁ ନୟ । ଗୋରାର ଦ୍ଵୀର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେ କଥା ବଲା ହୋଲୋ, ଆମି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଛି । ଆମି ବଲ୍ଲଛି, ତାର କୋନ ଅପରାଧ ନେଇ ; ତାର ଚରିତ୍ର ଖୁବ ଭାଲ ଛିଲ, ଏ କଥା ଆମିଓ ମହାସ ବାର ବଲ୍ଲତେ ପାରି । କାଲୁ ଯେ କାଜ କରେଛେ, ତାର ଜଣ ତାର ବିଶେଷ ଦଣ୍ଡ ହେଉଥା ଉଚିତ ।

ଶ୍ରୋମ-ଆନି

ତା ନା କରେ, ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣ କରବାର ଜନ୍ମ ଯେ କଥା ହଚେ,
ଆମି ତାର ମଧ୍ୟେ ନେଇ । ଆମି କାଳୁର ସଙ୍ଗେ କୋନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରାଖିବ
ନା । ଆମାର ଦିଦି ଯା କରେଛେ, ବେଶ କରେଛେ; ନଇଲେ ସେ
ହତଭାଗିନୀ ଆଜ ମେଘେଟୀ ନିୟେ ଯେ ପଥେ ଦୀଡ଼ାତ ! ଆମାର କଥା
ଆମି ବଲ୍ଲାମ, ଏଥନ ଏବ ଜନ୍ମ ତୋମରା ଆମାକେ ଯା କରନ୍ତେ ଚାଓ,
କରନ୍ତେ ପାର । ଗୁମ୍ଫେ ଦଲାଦଲି ଛିଲ ନା, ଏଥନ ନା ହୟ ଏକଟା ଦଲା-
ଦଲିଇ ହବେ । ତୋମରା କାଳୁକେ ନିୟେ ଥାକ, ଆମି ସମାଜେ ଏକଘରେ
ହେଁଇ ଥାକ୍ବ; ତାତେ ଆମାର କୋନ ଆପତ୍ତି ନେଇ ।”

ଯୁବକେରା କୋଲାହଳ କରିଯା ଉଠିଲ “କେ ଚଣ୍ଡୀ ବାବୁକେ ଏକଘରେ
କରେ, ଦେଖା ଯାବେ । ଆମରା ସବାଇ ଓଁର ଦିକେ ।”

ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରାଗେ ଅଧୀରା ହଇଯା ବଲିଗୈନ “ବେଶ, ଆଜ
.ଥେକେ ଆମିଇ ଏକଘରେ । ଆମି ଆର ତୋମାଦେର କିଛୁର ମଧ୍ୟେ
ନେଇ ! ଏତ ଅପମାନ ! ଯାଦେର ବାପ-କାକାଦେର ଜନ୍ମାତେ ଦେଖ୍ଲାମ,
ତାରାଇ କି ନା ଶୁଭୁଥେ ଦୀଡ଼ିଯେ ଅପମାନ କରେ ! ଡେକେ ଏନେ ଅପମାନ
କରେ ! ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ଯାବେ, ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖ୍ୟେର କେମନ ତେଜ !” ଏହି ବଲିଗୈ
ଶ୍ରାମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାଡ଼ୀର ବାହିର ହଇଯା ଗେଲେନ ।

[৮]

“ওহে ঘটক, শুনেছ, ও-বাড়ীর বড়-গিন্বী কি এক কৌর্তি করে বসেছেন ?”

“সে কি আর শুন্তে বাকী আছে ছেট কর্তা ! একেবারে একটা বেশ্টাকে এনে ঘরে তোলা । এমন ত কথন শুনিনি ।”

অধিল পাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল “স্মৃত একটা বেশ্টা নয় কর্তা, সঙ্গে আবার একটা বার বছরের মেয়ে ! মেয়েটা নিজের, না ব্যবসার জন্ত জুঠিয়ে নেওয়া, কে জানে ?”

“আবৈ, না হে না, মেয়েটা ত্রি মাগীরই গর্ভজাত, তবে হ'তে পারে সেটা জারজ ।”

পীতাম্বর ঘটক বলিল “জারজ যে, তার আর সন্দেহই নেই, নইলে অমন শুন্দরী হয় ।”

“খুব শুন্দরী না কি ? কৈ, তা ত শুনিনি । তবে মাগীটা যে খুব শুন্দরী আর যুবতী, তা শুনেছি ।”

অধিল পাল বলিল “আজ্ঞে, আমরা কি আর চোখে দেখেছি, তাদের যে একেবারে পদ্ধিনশীল করা হয়েছে ; কারও কি দেখবার যো আছে — একেবারে অস্থর্য্যস্পন্দনা !”

কথা হইতেছিল দেবৌপুরের সাত-আনিন্দি জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈষ্ঠকথানাম । পীতাম্বর

ସ୍ଟକ ଆର ଅଥିଲ ପାଲ, ତୁହି ଜନଇ ଛୋଟ-କର୍ତ୍ତା ମନୋହର ବାବୁର ମୋସାଘେବ ।

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ତାହି ତ ହେ, ଏଥନ କି କରା ଯାଯି ବଳ ତ ? ଏମନ ଅନାଚାର, ଏମନ ଜାତନାଶେର କାଣ୍ଡ ତ ଚୁପ କରେ ବସେ ଦେଖା ଯାଯି ନା । ଏ କି ଆର ଗୋପନ ଥାକୁବେ ? ତଥନ—ତଥନ ଯେ ଦେଶେର ମଧ୍ୟେ ମୁଖ ଦେଖାନ ଯାବେ ନା ; କବରେ ହ'ତେ ହବେ । ସିଧୁଟାକେ ତ ବଡ଼ ଭାଲ ଛେଲେ ବ'ଲେଇ ଜାନି । ଲେଖା-ପଡ଼ା ଶିଖେଚେ, ସବଙ୍ଗଲୋ ପାଶ ଦିଯେଛେ । ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ବିଷୟ-ଆଶୟ ନିଯମ ବିବାଦ, ଧାମଲା-ମୋକଦ୍ଦମା ଥାକୁଲେଓ ସିଧୁକେ ଆମି ବଡ଼ଇ ଭାଲ ବାସତାମ । ସେଓ ଆମାର ଖୁବ ବାଧ୍ୟ । ଯା ଶକ୍ତତା କରେ, ସେ ତ ଓର ମା । ସିଧୁ କାଜକର୍ମ କିଛୁଟି ଦେଖେ ନା ।”

ସ୍ଟକ ବଲିଲ “ଯା ବଲେଛେନ କର୍ତ୍ତା, ସିଧୁ ବାବୁ ଖୁବ ଭାଲ ଛେଲେ । ଏହି ଆମରା ଯେ ସାମାଜିକ ଲୋକ, ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେଓ ଦେଖା ହ'ଲେ କେମନ ହେସେ କଥା ବଲେନ, ଛେଲେପିଲେର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ । କର୍ତ୍ତାକେଓ ଖୁବ ଭକ୍ତି-ଶନ୍କା କରେନ ।”

“ତା ତ ଜାନି ହେ ! କିନ୍ତୁ ଉପଶ୍ମିତ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ସିଧୁ ସଦି ଏକଟୁ ଶକ୍ତ ନା ହୟ, ତା ହଲେ ତାର ସଙ୍ଗେଇ ବା ସମସ୍ତ ରାଥା ଧାର କି କରେ । ଆର ତାଓ ବଣି, ତୁହି ଏତ ବଡ଼ ହେଲେ, ବସନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାଇଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଟି-ତ୍ରିଶ ହ'ତେ ଗେଲ ; ଲେଖା-ପଡ଼ାଓ ସଥେଷ୍ଟ ଶିଖେଛିସ୍, ବୁଦ୍ଧି-ବିବେକଟାଓ ଆଛେ ; ତୁହି ଏମନ କରେ ମାସେର ଆଁଚଳ ଧରେ ଥାକିସ୍ କେନ ? ସଦିନ ନାବାଲକ ଛିଲି, ତତଦିନ ନା ହସ କଥା ଛିଲ ନା । ଏଥନ ନାବାଲକ ହୟେଛିସ୍, ଜମିଦାରୀତେଓ ନାମଜାରି କରିଯେ ନିଯେଛିସ୍ ; ଏଥନ ନିଜେ

ଶୋଲ-ଆମି

সବ ଦେଖିଲାମ୍ । ତା ନମ୍ବର, ମା ଯା ବଲିବେ ତାହି କରବେ—ଶୁଧୁ ସହି କରିବାର ବେଳାଯି ତୁଟେ । ଏହି ସେ ତୋର ନାବାଲକ ଅବଶ୍ୟାଯ ତୋର ମା ବିଷୟ ଦେଖେଛେ, ତାର ଏକଟା ହିସାବ-ନିକାଶ ତ ତଳବ କରା ଉଚିତ ଛିଲ । ଆମି ତ ସବହି ଜାନି; ବଡ଼-ଗିନ୍ଧି ହୁଇ ହାତେ ଟାକା ଜମିଯେଛେ । ଆରେ, ଦଶଟା ମେଯେଓ ନେଇ ସେ, ତାଦେର ଦିନେ ସାବି; ସବହି ତ ଐ ଛେଲେର । ତବେ ଆର ଏମନ କରିମ୍ କେନ ।”

ଅଥିଲ ପାଲ ବଲିଲ “ଏହି ଏଥନ ଦେ ସବ ଟାକା ଦେଓସାର ମାନୁଷ ଜୁଠେଛେ । ତାଦେର ଦିନେ ସବ ଲୁଟିଯେ ଦେବେ । ଏକଟି ପଯ୍ସା ତ କାଉକେ ଦାନ କରା ନେଇ ।”

“ନା ହେ ଅଥିଲ, ମେ କଥା ବୋଲେଣା । ବଡ଼-ଗିନ୍ଧିର ଦାନ-ଧ୍ୟାନ ଆଛେ; ଗରୀବ-ହୁଃଖୀକେ ଦେଓସା ଆଛେ; କ୍ରିସ୍ତା-କର୍ମେଓ କୃପଣତା କରେ ନା । ତବେ କି ଜାନ ? ମେ ଆର କଟା ପଯ୍ସା । ଦାଦା ଜମି-ଦାରୀର ଆୟ ଯା ବାଡ଼ିଯେ ଦିଯେ ଗେଛେନ, ତାର ତୁଳନାୟ ବଛରେ ଦୁହଜାର ପାଚ ହାଜାର ଦାନ-ଧ୍ୟାନ ତେମନ ଏକଟା ବେଶୀ କିଛୁ ନମ୍ବର, କି ବଲ ସ୍ଟକ ?”

ପାତାମ୍ବର ସ୍ଟକ ବଲିଲ “ତାତେ ଆର ସନ୍ଦେହ କି କର୍ତ୍ତା ! ସଂସାର ତ ଆର ତେମନ ବଡ଼ ନମ୍ବର ; ହା ଚାର ପାଚ ହାଜାର ଦାନ-ଧ୍ୟାନ କି ଆର ଏମନ ରାଜାର ସଂସାରେ ଏକଟା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ହଁ, ଦାନ ତ ଦାନ ଆମାଦେର ଏହି ଛୋଟକର୍ତ୍ତାର । କାଉକେ କଥନ ‘ନା’ ବଲତେ ଶୁନଲାମ ନା; ତା କେବା ଜାନେ ପାଚ ଶ, ଆର କେବା ଜାନେ ପାଚ ହାଜାର ।”

ମନୋହର ସାବୁ ହଞ୍ଚିତେ ବଲିଲେନ “ତା ଯା ବଲେଇ ସ୍ଟକ, ଆରେ ଟାକା କି ଆର ସିନ୍ଦୁକେ ତୁଲେ ରାଖିବାକୁ ଜଣେ; ଥରଚେର ଜଣଇ ଟାକା ।

ଶ୍ରୋଜ-ଆମି

ଆମି ତ ଏହି ବୁଝି । ଦଶଜନକେ ଯଦି ଏହି ପାଲନଇ ନା କରନାମ, ତା ହଲେ ଟାକା ଥେକେ କାର କି ଲାଭ, କି ବଳ ହେ ସଟକ !”

ପୀତାନ୍ତର ବଲିଲ, “ଆଜେ ତା ବହି କି । ଏହି ତ ରାଜ୍ଞୀର ମତ କଥା ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ସେ କଥା ମରୁକ ଗେ । ଏଥିନ କି କରା ଯାଇ ବଳ ତ ? ଏହି ଦେଖ ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଥେକେ କାଳାଚାନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟୋ ପଡ଼ିଲିଥିଛେ । ଯା ଲିଥିଛେ, ସେ ତ ଅତି ଭୟାନକ କଥା । ଏହି ନେଓ ଚିଠିଖାନା ତ ଏକଟୁ ଚେଂଚିଯେ ପଡ଼ ତ ହେ ଅଥିଲ !”

ଅଥିଲ ଚିଠି ଲହିଯା ଏକଟୁ ଉଚ୍ଚେଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲ—
“ପ୍ରଗାମ ପୂର୍ବକ ନିବେଦନମେତ୍

ମହାଶୟର ମହିତ ସାଙ୍କାରି ପରିଚର ନା ଥାକିଲେଓ ‘ଆପନା’ର ନାମ ଓ ଗୁଣଗ୍ରାମେର କଥା ଏତ ଦୂରହାନେ ଥାକିଯାଉ ଆମରା ଅବଗତ ଆଛି । ଦେବୀପୁରେର ବିଧ୍ୟାତ ଜମିଦାରବଂଶେର ଯେ ଆପନି ଅଲକ୍ଷାର, ଏ କଥା ଓ ଏ ଅଙ୍ଗଲେର ସକଳେଇ ଜାନେ । ମେହି ସାହସେ ନିର୍ଭର କରିଯାଇ ଆପନାକେ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧେ କମ୍ବେକଟୀ କଥା ନିବେଦନ କରିତେଛି । ମହାଶୟ ଧନୀ, ମାନୀ, ଏତଦଙ୍କଲେର ବ୍ରାହ୍ମଗୁଲେର ଶିରୋମଣି, ଆପନି କଥାଗୁଲି ବିବେଚନା କରିଯା ସାହା ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନ ।

ଏହି ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ୩ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟପାଦ୍ୟାମ୍ବ ମହାଶୟ ଆମାର ମହୋଦର ଭାତା ନା ହଇଲେଓ ଦୂରମ୍ପର୍କେ ଆମାର ଭାତା । ଆମି ବାଲ୍ୟକାଳ ହଇତେଇ ତୀହାଦେର ବାଡ଼ୀତେ ପ୍ରତିପାଲିତ ଏବଂ ତୀହାଦେରଇ ପରିବାରଭୂକ୍ତ । ଆମାର ମେହି ଦାଦାମହାଶୟ ମାସ-ଛରେକ ପୂର୍ବ ପରଲୋକ-ଗତ ହଇଯାଇଛେ । ତିନି ଜୀବିତକାଳେ ସଂସାରେର କୋନ କାଜକର୍ମହି

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଦେଖିତେନ ନା ; ସର୍ବଦାଇ ଉଦ୍‌ସୀନ ଭାବେ ବିମର୍ଶ ଅବହ୍ଲାସ ଥାକିତେନ । ତାହାର କାରଣ ତିନି କଥନ ଓ ପ୍ରକାଶ ନା କରିଲେ ଓ ଆମି ତାହାର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ଭାତା, ଆମି ବିଶେଷ ଅବଗତ ଛିଲାମ ; କିନ୍ତୁ ପରିବାରେର ପ୍ଲାନି ଓ କଲଙ୍କେର କଥା ପ୍ରକାଶ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ, ବୁଝିଯା ତିନିଓ ଚୁପ କରିଯା ଗିଯାଛେ, ଆମିଓ କୋନ ଉଚ୍ଚବାଚ୍ୟ କରି ନାହିଁ । ଏକ୍ଷଣେ ସଥନ କଥାଟା ଯେ ଭାବେଇ ହୁକ ପ୍ରକାଶ ହଇଯା ପଡ଼ିଯାଛେ, ତଥନ ବଲିବାର ଆର ବାଧା ନାହିଁ । ଆମି ବିଳକ୍ଷଣ ବୁଝିତେ ପାରିଯାଇଲାମ ଯେ, ଦାଦା ଜାନିତେ ପାରିଯାଇଲେନ, ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଭାଲ ନହେ ; ଏମନ କି ତାହାର ଯେ କଞ୍ଚାଟି ଆଛେ, ଦେଟୀଓ ତାହାର ଓରସଜାତା ନହେ, ଏ କଥାଓ ତିନି ଜାନିତେନ । ଆମି ସମସ୍ତ ଜାନିବାଓ ତାହାର ଦିକେ ଚାହିଁ କୋନ କଥା ବଲିତାମ ନା । ତେପରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହଇବାର ପର ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ—ଆମାର ଭାତ୍ରବଧୁ ବଡ଼ଇ ବାଡ଼ି-ବାଡ଼ି କରିଯାଇଲେନ ; ଏମନ କି ବଲିତେ ସ୍ଵଗ୍ନ ହସ୍ତ ଯେ, ତିନି ମୁମଲ-ମାନେର ସଂଶ୍ରବେଓ ଛିଲେନ । ଏ ଅବହ୍ଲାସ ଆମି ଆର କତଦିନ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିତେ ପାରି । ତାଇ ଏଇ କରେକଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ରାତ୍ରିତେ ତାହାକେ ଶାସନ କରିତେ ଉତ୍ସତ ହଇଲେ ତିନି ଚାଁକାର କରିଯା ପାଡ଼ାର ଲୋକ ଏକତ୍ର କରିଲେନ । ଆପନାର ଭାତ୍ରବଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁର ମାତା ମେ ଦିନ ତାହାର ଭାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀବାବୁର ବାଡ଼ୀତେ ଛିଲେନ । ଆମାର ଭାତ୍ରବଧୁର ଚାଁକାର ଶୁନିଯା ତିନି ଏବଂ ଗ୍ରୈ ବାଡ଼ୀର ଓ ପାଡ଼ାର ଅନ୍ତାନ୍ତ ସକଳେ ଆମାର ବାଡ଼ୀତେ ଉପଶିତ ହଇଲେ ଆପନାର ଭାତ୍ରବଧୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଲେନ ଯେ, ଆମି ଆମାର ଭାତ୍ରବଧୁର ସର୍ବନଷ୍ଟ କରିଯାଇ । ଆମାର ଭାତ୍ରବଧୁ କିଛୁ ବଲିଯାଇଲେନ କି ନା, ତାହା

ଶୋଲ ଆଣି

ଆମି ଜାନି ନା । ତଥନ ରାଗେର ବଶୀଭୂତ ହଇସା ଉପରିତ ମକଳେଇ ଆମାକେ ସତଦୂର ଲାଞ୍ଛନା କରିତେ ହୟ, ତାହା କରିଲେନ ଏବଂ ଏଥନୁ ଓ ଚଞ୍ଚୀବାବୁ କଯେକଜନ ଛେଲେ ଛୋକରାକେ ଡାତ କରିଯା ଆମାର ସାମାଜିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ କରିତେ ଉତ୍ସତ ହଇଯାଛେ । ଆମାର ପ୍ରତି ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବିଚାର ହଇସାଛେ ଏବଂ ହଇତେବେ, ତାହାର ଜନ୍ମ ଆପନାକେ ଏହି ପତ୍ର ଲିଖିତେଛି ନା, କାରଣ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆପନି କି କରିତେ ପାରେନ । ଆମାର କଥା ଏହି ଯେ, ଅନେ ଶୌଲୋକଙ୍କେ କେମନ କରିଯା ଆପନାଦେର ପରିବାରେର ମଧ୍ୟେ ହୃଦୟ ଦିଲେନ । ଆପନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ପ୍ରଧାନ, ସମାଜେ ଓ ଆପନାଦେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଛେ । ପ୍ରକାଶ ଭାବେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କି ଆପନାରୀ ସମାଜେ ହୃଦୟ ପାଇବେନ ? ଇହାର ଜନ୍ମ ଆପନାଦିଗଙ୍କେ ନିଶ୍ଚଯିତେ ସାମାଜିକ ଅବଧାନନା ସହ କରିତେ ହେବେ । ଆପନାକେ ଏ ବିସ୍ମେ ଅବଗତ କରାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବେଚନା କରିଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଵରଣ ଜାନାଇଲାମ । ଏକ୍ଷଣେ ଆପନାର ଯାହା ଅଭିନ୍ନଚି ହୟ କରିତେ ପାରେନ । ଅଗ୍ରାଂଶୁ ହୃଦୟ ଆମାଦେର ସମାଜେର ସାହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ତୁମାଦିଗଙ୍କେ ଓ ଏ ସଂବାଦ ଦିଲାମ ; ଆପନାକେ ଓ ଜାନାଇଲାମ । ସଥା-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେନ । ନିବେଦନ ଇତି

ସେବକ—

“ଶୀକଲାଟୀଦ ଦେବ ଶର୍ମଣଃ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାର”

ପତ୍ରପାଠ ଶେଷ ହଇଲେ ମନୋହରବାବୁ ଗନ୍ଧୀରଭାବେ ବଲିଲେନ “ଶୁଣୁଲେ ତ ପତ୍ର ! ଶୁଧୁ ଆମାକେଇ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଆମାଦେର ସମାଜେର ଅଗ୍ରାଂଶୁ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ହାନେର ଧୀରା ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଦେରଙ୍କ ଲିଖେଛେ ! ଶୁତରାଂ ବୁଝାତେହି
ପାରଛ, ବ୍ୟାପାର ଶୁରୁତର ହୟେ ଦୀନିଯେଛେ ।”

ପୌତ୍ରାମ୍ବର ଘଟକ ବଲିଲ, “କିନ୍ତୁ ଛୋଟକର୍ତ୍ତା, ଆମି ଏକଟା କଥା
ବୁଝାତେ ପାରିଲାମ ନା, ଆପଣି ଏ-ଅଞ୍ଚଳେର ସମାଜପତି ବଲେଇ ଆପ-
ନାକେ କି ଏହି ପତ୍ର ଲେଖା ହୟେଛେ ?”

“ଏହି ଶୋନ କଥା ! ପତ୍ରେର ଭାବଟାଇ ବୁଝାତେ ପାରଲେ ନା ହେ !
ଆମାକେ ସମାଜେ ପତିତ କରିବାର ଭବ ଦେଖିଯେଛେ । ନୟ-ଆନି
ଆର ସାତ-ଆନିର ଜମିଦାରୀଇ ନା ହୟ ପୃଥକ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ
ହିସାବେ ଦେବୀପୁରେର ଜମିଦାର ବଂଶେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକ ଯେ ଆମିହି ।
ସିଧୁ ସମାଜେ, କୋନ ଅଞ୍ଚାୟ କରଲେ ସେଠୀ ଯେ ଆମାରହି କୃତ ବଲେ
ଗଣ୍ୟ ହବେ । ତବେ ହଁ, ସଦି ଓଦେର ମଙ୍ଗେ ଆମାଦେର ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ନା ଧାକତ, ତା ଭଲେ ନା ହୟ ବଲ୍କେ ପାରିତାମ ଯେ, ନୟ-ଆନିର ମଙ୍ଗେ
କୋନ ବିଷୟେ ଆମାଦେର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତା କି ବଲିବାର ଯେ
ଆଛେ । ଆମିଓ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡେ ଓଦେର ବାଡ଼ୀ ଯାଇ, ଓରା ଓ ଆସେ ।
ତାରପର ଗ୍ରାମେର ଧୀରା ବ୍ରାଙ୍କଣ ଆଛେନ୍, ତାଦେର କଥାଓ ତ ଭାବତେ
ହୟ । ଏତେ ଜମିଦାରୀ ଚାଲ ଚଲେ ନା, ଏ ସାମାଜିକ କଥା । ଏତେ
ଗରୀବ ହରିଶକ୍ତର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟେରଙ୍କ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାନା, ଆମାରଙ୍କ ତାଇ । ସମାଜେ
ବଡ଼ ଛୋଟ ନେଇ—ସବ ସମାନ । ଅଞ୍ଚାୟ କରଲେ, ସାମାଜିକ ଅପ-
ରାଧ କରଲେ ସକଳକେହି ଦଶ ପେତେ ହବେ, ତା ତିନି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର
ଚାଟୁଧ୍ୟେ ମନୋହର ଚାଟୁଧ୍ୟେହି ହନ, ଆର ଯିନିହି ହନ । ବୁଝଲେ ହେ
ଫଟକ ?”

ପୌତ୍ରାମ୍ବର ବଲିଲ “ଆଜ୍ଞେ, ମେ କଥା ତ ଠିକ । ତବେ କଥା କି

ଶୋଲ-ଆମି

ଜାନେନ ? ଆପନି ହଲେନ ଏ ଅଞ୍ଚଳେର ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜୀ । ଆପନି ଏକଟା କଥା ବଲିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରତେ ପାରେ, ଅମତ କରତେ ପାରେ, ଏମନ ସାଧ୍ୟ ଏ-ଦିକେର କୋନ ଲୋକେର ନେଇ । ଆପନି ସାକରବେନ, ତାହି ଚଲେ ଯାବେ । କାର ସାଡେ ଦଶଟା ମାତ୍ରା ଆଛେ ସେ, ଆପନାର ହକୁମ ଅଗାନ୍ତ କରତେ ପାରେ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ନା ହେ, ଏଥିନ ଦିନ-ସମୟ ତାଲ ନାହିଁ । ଏଥିନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାରେ ଆମାର କଥାହି ସେ ଚଲିବେ, ତା ଆର ହଜେ ନା । ଏହି ପତ୍ରେହି ଶୁଣିଲେ ନା, ଶୁବର୍ଗପୁରେ ଏବହି ମଧ୍ୟେ ହୁଇ ଦଳ ହେଲେ ଗିଯେଛେ । ଏଥାନେଓ ଯେ ତା ନା ହତେ ପାରେ, କେ ବଲ୍ଲେ ? ତଥିନ ମନୋହର ଚାଟୁଯୋର ପଦ-ପ୍ରସାର ସମ୍ମାନ କୋଥାମ୍ବ ଥାକବେ ।”

ଅଖିଲ ପାଲ ବଲିଲ “ତା ହଲେ କର୍ତ୍ତା କି କରବେନ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଏକବାର ସିଧୁକେ ଡେକେ ଏନେ ଏହି ପତ୍ର-ଖାନା ଦେଖାଇ । ତାତେ ମେ କି ବଲେ ଶୋନା ଯାକ । ତାର ପର ଉପଶିତ୍ତମତ ଯେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କରା ଯାବେ । ତରେ ମୋଟ କଥା ବଲେ ରାଖି, ଏ ଦୁଷ୍ଟୀ ଦ୍ଵୀଲୋକଟୀ ଆର ତାର ମେଯେଟୀକେ ଆମି କିଛୁତେହି ଦେବୀପୁରେର ସୌମ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଥାକତେ ଦେବ ନା । ଏତ ଅନାଚାର ଆମା-ଦେଇ ବଂଶେ କୋନ ଦିନ ସଯ ନାହିଁ, ମହିବେଓ ନା, ଏ କଥା ତୋମାଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ବଲେ ରାଖି । କି ବଲ ହେ ସଟକ ?”

ସଟକ ବଲିଲ “ଆଜ୍ଞେ ତା ବହି କି । ଆପନିହି ହଜେଲ ଧର୍ମେର ବନ୍ଦକ । ଆପନାର ମୁଖେହି ଏ ବନ୍ଦମ କଥା ଶୋଭା ପାଇଁ ।”

ତଥିନହି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁକେ ସଂବାଦ ଦିବାର ଜଗ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ହେଉ ।

[১]

শ্রীযুক্ত মনোহর বাবুর আরও একটু পরিচয় দিতে হইতেছে। তিনি নয়-আনির-বর্তমান জমিদার শিক্ষেশ্বর বাবুর খুড়া মহাশয়—পিতার খুল্লতাত-পুত্র। তিনি পুরুষ পূর্বে দেবৌপুরের জমিদারী ছই ভাগে বিভক্ত হয় ; একভাগ নয়-আনি, আর এক-ভাগ সাত-আনি। এ প্রকার বিষয়-বিভাগের কারণ, কি তাহা আমরা জানিনা। এই বিভাগের পর হইতে এতদিন নয়-আনি সাত-আনি কখন মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে নাই ; দাঙা-হাঙা-মা, মামলা-মোকদ্দমা সর্বদাই লাগিয়া আছে। মামলা মোকদ্দমা না হইলে বোধ হয় দেবৌপুরের জমিদারীই চলে না ; কারণে অকারণে গোলমোগ চলিয়া আসিতেছে ; কোন পক্ষই কাহারও কাছে কিছুতেই পরাজর স্বীকার করিতে চাহেন না ; স্মৃতরাঃ আদালতে যাওয়া ব্যতীত কোন দিনই গতান্তর থাকে না।

শিক্ষেশ্বর বাবুর পিতা সর্বেশ্বর বাবু ষথন মারা যান, তখন শিক্ষেশ্বর বাবু নাবালক ছিলেন। সেই সময়ের ম্যানেজার বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়া জমিদারী কোট' অব-ওন্ডার্সে যাইতে দেন নাই—শিক্ষেশ্বর বাবুর মাতা রমাশুলবী দেবীই নাবালকের অভিভাবক হইয়া জমিদারী-কার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা

ଶ୍ରୋମ-ଆନି

କରେନ । ସେ ସମୟ ସାତ-ଆନିର ମନୋହର ବାବୁ ନୟ-ଆନିର କ୍ଷତି କରିବାର ଜନ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରେବ ; କିନ୍ତୁ ହିଂ ଚାରିଟା ବ୍ୟାପାରେ ପରେଇ ବୁଝିତେ ପାରେନ ସେ, ତୀହାର ଦାଦା ମନେଶ୍ୱର ଚାଟୁଯେର ଅପେକ୍ଷା ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଏକ-କାଠି ବେଶୀ ; ଜମିଦାରୀ ଶାମନେ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ମନୋହର ବାବୁକେ ଏକ ହାଟେ ବେଚିଯା ଆର ଏକ ହାଟେ କିନିତେ ପାରେନ, ଶୁତରାଂ ମନୋହର ବାବୁ ଛୋଟ-ଥାଟ ବିବାଦ ବିସଂବାଦ କରିଲେଓ ଗୁରୁତର ବିପକ୍ଷତାଚରଣ କରିତେ କଥନ୍ତି ସାହସୀ ହନ ନାହିଁ ।

ଏହିକେ ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ସହିତ ମନୋହର ବାବୁର ଜମିଦାରୀ-ମଂକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଲିଯୋଗ ଥାକିଲେଓ ମନୋହର ବାବୁର ସାଂସାରିକ ବିପଦ-ଆପଦେ ତିନି ବିନା ଆହ୍ଵାନେ ଉପଶିତ ହଇତେନ ; ସାତ-ଆନିତେ କୋନ ବ୍ୟାପାର-ବିଧାନ ଉପଶିତ ହଇଲେ ଓ-ବାଡ଼ୀର ବଡ଼-ଗିଲ୍ଲୀ ଆସିଯା କର୍ତ୍ତୃତ ନା କରିଲେ କିଛୁତେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁସମ୍ପନ୍ନ ହଇତ ନା । ଇହାର ଆରଓ ଏକଟା କାରଣ ଛିଲ । ପ୍ରାୟ ଦଶ ବ୍ସର ପୂର୍ବେ, ସଥନ ମନୋହର ବାବୁର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହରିହରେର ବୟସ ଦଶ ବ୍ସର, ମେହି ସମୟ ମନୋହର ବାବୁର ଶ୍ରୌ-ବିମୋଗ ହୟ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ମେ ସମୟ ମନୋହର ବାବୁକେ ପୁନରାୟ ବିବାହ କରିବାର ଜନ୍ମ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେନ ; କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହରିହରେର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାହିୟା ତିନି ବିବାହ କରିତେ ଅସ୍ମତ ହନ ଏବଂ ମେ ଅସ୍ମତି ରଙ୍ଗା କରିଯାଇ ଆମିଯାଛେନ । ବାଡ଼ୀତେ ଆତ୍ମୀୟା କୋନ ଦ୍ଵୀଳୋକ ନା ଥାକାୟ, କୋନ ବ୍ୟାପାର-ବିଧାନ ଉପଶିତ ହଇଲେ ରମାଶୁନ୍ଦରୀକେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ହଇତ ; ହରିହରେର ଦିକେଓ ତୀହାକେଇ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିତେ ହଇତ । ତାହାର ପର ହରିହର ଗ୍ରାମେର ବିଜ୍ଞାଲୟ ହଇତେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ପ୍ରେସିକା ପରୀକ୍ଷାଯ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇଲା କଣି-

ଶ୍ରୋଲ-ଆମ୍ବି

କାତାମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିତେ ସାମ୍ବ । ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତଥନ ଏମ-ଏ ଓ ବି-ଏଲ୍ ପାଶ କରିଯା ଦେଶେ ଆସିଯା ବ'ସନ୍ତାଚେ । ଆମରା ସେ ସମୟେର କଥା ବଲିତେଛି, ତଥନ ହରିହର ଆଇ-ଏ ପାଶ କରିଯା କଲିକାତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜେ ବି-ଏ ପଢ଼ିତେଛିଲ ; ଏବଂ ଦାଦା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରେର ଅନୁରୋଧେଇ ମେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ 'ଅନାର' ଲଇଯାଛିଲ । ହରିହର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରକେ ସତ୍ୟସତ୍ୟଇ ମହୋଦର ବଡ଼ ଭାଇସେର ମତ ଭକ୍ତି କରିତ । ମେ ସାହାର-ତାହାର କାହେଇ ବଲିତ, ତାହାର ଦାଦା ଦେବତାର ମତ ; ତାହାର ଜମିଦାରେର ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରାଇ ଭୁଲ ହଇଯାଛେ ।

ଆର ଏକଟୀ କଥା ବଲିଲେଇ ମନୋହର ବାବୁ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମସ୍ତ କଥାଇ ବଳା ହଇଯା ସାମ୍ବ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଏତକାଳ ସମସ୍ତ ବିବାଦ-ବିସଂବାଦ ଭୁଲିଯାଓ ମନୋହର ବାବୁର ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରେଇ ସୋଗ ଦିଲା ଆସିଯାଛେନ ; କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏକ ବଂସର ହିତେ ତିନି ଆର ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀତେ ଘାନ ନା । କାରଣ, ଏତକାଳ ପରେ ମନୋହର ବାବୁର ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବସି ଚରିତ-ଦୋଷ ଘଟିଯାଛେ । ତାହାର ବାଡ଼ୀର ଏକଟୀ ଦାସୀ କେମନ କରିଯା ତାହାର ବିଶେଷ କୁପାପାତ୍ରୀ ହଇଯା ଉଠିଯାଛେ । ମନୋହର ବାବୁ ଯଦି ଏକଟୁ ସାବଧାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେନ, ତାହା ହିଲେଓ ହୟ ତ ଏ ବ୍ୟାପାର ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବା ଅପରେର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହିତ ନା ; କିନ୍ତୁ ତିନି ମେହି ଦାସୀଟିକେ ଏତଦୂରଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଯାଛେନ ଯେ, ମେ ଏଥନ ବଲିତେ ଗେଲେ ଗୃହସ୍ଵାମିନୀର ଆସନଇ ଅବୈକଟୀ ଦଥଳ କରିଯା ବସିଯାଛେ । ଏ ଅବଶ୍ୟ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ସାତ-ଆନିର ସହିତ ସନ୍ତିଷ୍ଠତା ରାଖିତେଇ ପାରେନ ନା । ମନୋହର ବାବୁର ପୁତ୍ର ହରିହର କଲିକାତାଯ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତ ଥାକିଲେଓ ଅବକାଶ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ୀତେ ଆସିଯା ସମସ୍ତଇ ବ୍ୟକ୍ତିତେ

ଶ୍ରୋଜନ-ଆନି

ପାରିଯାଇଲି । କିନ୍ତୁ ସେ କି କରିବେ ? ତାହାର ମନେର ଦୁଃଖ, କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସ୍ଥଗା ସେ ମନେଟି ଦୟନ କରିତ ଏବଂ ଅବକାଶ-ସମୟେ ବାଡ଼ୀତେ ନା ଆସିଲେ ପିତା ଦୁଃଖିତ ହନ, ଏହି ଜଗ୍ତାରେ ଅନ୍ଧ କଥେକ ଦିନେର ଜଗ୍ତା ଆସିତ ; କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ୀତେ ତାହାର ମନ ଟାକିତ ନା ; ସେ ତାହାର ଦାଦାର ଆଦେଶେଇ ନିଜେକେ ଗଠିତ କରିଯା ତୁଳିତେଇଲି ।

ପୂର୍ବ ପରିଚେତେ ସେ ଦିନେର କଥା ବଲା ହଇଯାଇଁ, ମେହି ଦିନ ଅପାରାହ୍ନକାଳେ ଖୁଡାମହାଶୟେର ଆହ୍ଵାନେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀତେ ଆସିତେଇଲେନ । ଘାଟ ପାର ହଇଯାଇ ଦେଖେ, ହରିହର ବାଗାନେର ମଧ୍ୟେ ଅମଗ କରିତେଇଁ । ହରିହର ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରେର ଆଗମନ ଜ୍ଞାନିତେ ପାରେ ନାହିଁ ଦେଖିଯା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତାହାକେ ଡାକିଲେନ । ଦାଦାର ଡାକ ଶୁଣି-ଯାଇ ହରିହର ଫିରିଯା ଦେଖେ ତାହାର ଦାଦା ବୈଠକଥାନାର ସମ୍ମାନେ ଦାଡ଼ାଇଯା ରହିଯାଇଁ । ସେ ତଥନ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରେର ନିକଟ ଆସିଯା ବଲିଲ “କି, ଦାଦା ସେ ଆଜ ଏହିକେ ବେଡ଼ାତେ ଏମେଛ ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ଠିକ ବେଡ଼ାତେ ନୟ, କାକାବାବୁ ଡେକେ ପାଠିଯେଇଁ ।”

“ବାବା ଡେକେଇଁ । କେନ ? କିମେର ଜଗ୍ତ ?”

“ତା ତ କିଛୁ ବ'ଲେ ପାଠାନ ନେଇ, ଶୁଦ୍ଧ ବଲେଇଁ ଆଜ ବିକେଳେ ସେନ ଏକବାର ଅବଶ୍ୟ ତୀର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରି । ମଧ୍ୟନପୁରେର ଏକଟା ବିଷସ ନିଯେ ମାମଳା ହଜେ ; ସେ-ଦିନ ଆଦାଳତେ ମାମଳା ଉଠେଇଁ ； ତାତେ କାକାବାବୁର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଦିନ ନେଓଯା ହରେଇଁ ; ଆପୋଷେ ମିଟମାଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହେ, ଏହି କଥାଇ ତୀରା ବଲେଇଁ । ବୋଧ ହୁଯ ମେହି ଆପୋଷେର କଥା ବଲିବାର ଜଗ୍ତାର ଆମାକେ ଡେକେ ପାଠିଯେ-

ଶୋଲ-ଆନି

ଛେନ । ଆମାର କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏ ସବ ମୋଟେଇ ଭାଲ ଲାଗେ ନା । ତୁମି ବେଶ ଆହ ; କୋନ ଗୋଲ ନେଇ, ପଡ଼ାଣୁନା କରଇ । ଆମାର ସେ ତାରଓ ଘେ ନେଇ । ଏଦିକେର ସେ କୟଟା ପାଶ, ତା ହୋଯେ ଗେଲ ; କାଜେଇ ବାଡ଼ୀ ଏସେ ବସ୍ତେ ହଲେ । ଏଥନ ଦିନ ରାତ ସୁଧୁ ଜମିଦାରୀ ଆର ମାମଳା-ମୋକଦ୍ଦମା । ଆମାର ଭୟାନକ କଷ୍ଟ ହେବେ । ଏହି ଏଥନଇ କାକାବାବୁର କାଛେ ଗେଲେ, ତିନି ରାଯି ଫରସାଲା ଦଲିଲ-ଦସ୍ତାବେଜ ସବ ବାର କରେ ଫେଲବେନ, ଆର ଆମି ମଧୁସୂଦନେର ନାମ ଡାକ୍ତେ ଥାକବ ।”

ହରିହର ହାସିଯା ବଲିଲ, “ସେଇ ଜଗ୍ନାଇ ତ ଦାଦା, ଆମି ଯାକେ-ତାକେ ବଲି, ଆମାର ଦାଦାର ଜମିଦାରେର ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରା ଠିକ ହସି ନାହିଁ । ଆମି ସତିୟ ବଲଛି ଦାଦା, ତୋମାର ଠିକ ମାନାତେ ଗରୀବ ଗୃହସ୍ଥେର ସରେ । ତୁମି ଏକଟା ପାଡ଼ାଗାଁୟେର କୁଲେ ଏହି ଷାଟ ସତ୍ତର ଟାକାର ହେଡ ମାଟ୍ଟାରୀ କରୁତେ—ତୋମାର ପକ୍ଷେ ମେଇଟେ ଠିକ ହତୋ । ତା ନୟ, ଏକେବାରେ କିନା ଦେବୀପୁରେର ନର-ଆନିର ହର୍ତ୍ତା-କର୍ତ୍ତା-ବିଧାତା !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “କି କରବ ଭାଇ, ଛୋଟ ଏକଟା ଭାଇ ଥାକତ, ତାର ଉପର ସବ ଭାର ଦିସେ ଆମି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହସି ଲେଖାପଡ଼ା ନିଯିଇ ଥାକ୍ତେ ପାରିତାମ । ମା ବୁଝୋ ହେବେନ ; ତିନି ଆର କତଦିନ ଏହି ସବ ଜଞ୍ଜାଲ ପୋଯାବେନ ; ତବୁଓ ଆମାର ବୁକମ ଦେଖେ ତିନି ଏଥନେ ବେଶୀ କିଛୁ ଚାପ ଆମାର ଉପର ଦେଇ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମାରଓ ତ ଭାବା ଉଚିତ । କି ବଲ ଭାଇ ?”

ହରିହର ବଲିଲ “ଦେଖ ଦାଦା, ଆମି ତୋମାଯ ଠିକ ବଲଛି, ତୁମି

ଶ୍ରୋମ-ଆମି

ଆମାକେ ଯତଇ ସହପଦେଶ ଦାଓ ନା କେନ, ଆମାକେ ବିଧାନ, ମହାନୁ-
ଭବ କରିବାର ଜଣ୍ଠ ଯତଇ ବକ୍ତୃତା କର ନା କେନ, ଆମି କିନ୍ତୁ ଦେବୀ-
ପୂରେର ଜୟମିଦାରଇ ହବ—ତେମନି ଦାମ୍ଭାବାଜ, ତେମନି ମାମଲାବାଜ,
ଆର ସଦି କ୍ଷମା କର ଦାଦା, ତା ହଲେ ବଲି ତେମନି ଫେରେବବାଜ ।”

“ଓରେ ଶୁଥ୍, ଯାଦେର କଥା ବଲଛିସ୍, ତୁରା ଯେ ତୋର ଆମାର
ପୂଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି; ତୁରା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅଗନ ଅଶ୍ରକ୍ଷାଭବେ କଥା ବଲା କି
ଭାଲ ?”

“ଏହି ଦେଖ, ତୁମି ଆବାର ଉପଦେଶ ଜୁଡ଼େ ଦିଲେ । କିନ୍ତୁ ବଲ ନା
ଦାଦା, ଆମି ଯା ବଲିଲାମ ତା ସତ୍ୟ କଥା କି ନା ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ସବ ସମୟଇ କି ସତ୍ୟ କଥା ବଲା ଚଲେ ?”

“ତା ହ'ଲେ ତୁମି ବଲିତେ ଚାଓ କି, ଆମି ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲି ?”

“ମିଥ୍ୟା ବଲିତେ ବଲିଛିଲେ; ଆମାର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ,
ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ସଥାସନ୍ତ୍ଵ ନା ବଲାଇ ଭାଲ । ତାତେ କୋନ ଲାଭ ହେବ
ନା । ଯାକ୍ ଗେ ମେ କଥା, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାରିସେ ଦ୍ୱାରିସେ ଆର ତର୍କ
କରିବ ନା । ଯାଇ କାକାବାବୁର ମହାଭାରତ ଶୁଣେ କୋନ ରକମେ
ପାଲାତେ ପାରଲେ ସୀଚି ।”

ହରିହର ବଲିଲ, “ଆରେ, ବାବା ଏଥନ୍ତି ବୈଠକଖାନାୟ ଆମେନ
ନି; ଅନ୍ଦରେଇ ଆଛେନ । ତୋମାର ଏତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କି ? ତୋମାର
ମମିନପୁର ନିଯେ ତ ଆର ମାଥାବ୍ୟଥା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏସ, ଏହି ବାଗାନେର
ମଧ୍ୟେଇ ଏକଟୁ ବସି । ତୋମାକେ ତ ସବ ସମୟ ପାଇଲେ ।”

“କେନ ପାବେ ନା, ଆମାର ଓଥାନେ ଗେଲେଇ ପାର, ସଥନ ତୋମାର
ଖୁସି ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

“କେନ ସାଇନେ ତା ବଲ୍ବ । ତୁମି ଶୁଣେଛି ସବ ସମୟ ଲେଖା-ପଡ଼ା-
ନିଯେ ଥାକ, ଆମି ଗିଯେ ତୋମାର ବେଦ-ବେଦାନ୍ତର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଗୋଲ
ପାକିଯେ ତୁଳିତେ ଭସି ପାଇ । ତାହି ଯେତେ ପାରିନେ ।” ଏହି ବଲିଯା
ହରିହର ସିଙ୍କେଶ୍ୱରକେ ଟାନିଯା ଲହିଯା ସାମେର ମାଠେର ପାର୍ଶେ ଏକଥାନି
ବେଞ୍ଚେ ବସାଇଲ ।

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଏଥନ ବଲ୍ ତୋର ଯତ କଥା ଆଛେ ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ହଁଁ, ଏକଟା କଥା ମନେ ପଡ଼େଛେ । ଦେଖ ଦାଦା,
କା’ଲ ଆମି ଆମାଦେର ଚ୍ୟାରିଟେବଲ ଡିସ୍ପେଲେରୀଟା ଦେଖିତେ ଗିଯେ-
ଛିଲାମ । ଭାରି ବେବନ୍ଦୋବନ୍ଦ ଦାଦା ! ବାବା ସମୟ ପାନ ନା, ତୋମାର ଓ
ମନୋଯୋଗ ବେହି । ଓଟା ଏକଟା ବାର-ଭୂତେର କାଣ୍ଡ ହେୟେଛେ । ଓସୁଦ୍-
ପତ୍ରେର ଜଣ୍ଠ ତୋମରା ହୁଇ ସରିକେ ସେ ଟାକା ଦେଓ, ତା ଯଥେଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ
କେଉଁ ତ ଦେଖେ ନା ; ମେ ସବ ଓସୁଦ୍ ଉଡ଼େ ଯାଏ । ଆମି ବଲି କି,
ତୋମରା ଡିସ୍ପେଲେରୀଟାର ଉନ୍ନତି କର । ଏହି ତ ମାମଲା-ମୋକଦ୍ଦମାୟ
କତ ଟାକା ଥରଚ କରଛ ; ତଥନ ଆର କୋନ ଓଜର ହସି ନା । ଆମି
ବଲି କି, ଏକଜନ ଭାଲ ଦେଖେ ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଜନ ନିଯୁକ୍ତ କର ; ଆର
'ଆପ-ଟୁ-ଡେଟ' ସନ୍ତ୍ରପାତି ସବ ନିଯେ ଏସ । ମେହି ସେ ଯେ ମାନ୍ଦାତାର
ଆମଲେର କୁଇନିନ-ମିକ୍ସଚାର, ଆର ଡାସ୍ୟରିଯା ପିଲ, ତାତେ ଆର
ଏଥନ ଚଲେ ନା । ଆମି ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ବଲ୍ବେ ପାରିନେ, ଆମାର ମନେ
ହସି, ତୋମରା ହୁଇ ସରିକେ ଯଦି ହଜାର ତିନେକ ଟାକା ଦେଓ, ତା
ହୋଲେଇ ମୋଟାମୁଟି ସନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିବେ ପାରେ । ଆର ଏକଜନ
ଏସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସାର୍ଜନେର ମାଇନେ ଏହି କତ ଆର—ଧର ଦେଡ଼ଶୋ ଟାକା ।
ତାକେ ଯଦି 'ଆଉଟ-ପ୍ର୍ୟାକଟିସ' କରୁତେ ଦେଓଯା ଯାଏ, ତା ହଲେ

ଦେଡ଼ଶୋ ଟାକାଯ ବେଶ ଭାଲ ଡାଙ୍କାରଇ ପାଉଥା ଯାଏ । ଏଇ ଦେଡ଼ଶୋ ଟାକା ତୋମରା ନ-ଆନି ସାତ-ଆନି ମିଳେ ଦିତେ ପାର ନା ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଦେଖ ହରିହର, ସନ୍ତ୍ରପାତି କିନବାର ଏହି ତିନ ହାଜାର ଟାକା, ଆର ଡାଙ୍କାରେବ ମାଇନେ ମାସିକ ଦେଡ଼ଶୋ ଟାକା, ଏ ତୁମି ଯଦି ବଲ, ତା ହଲେ ଆମିହି ଦିତେ ପାରି । କିନ୍ତୁ, ତା ହ'ଲେଇ ଅମନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଲେ ଉଠିବେ । କାକା ବାବୁ ଅମନି ଆପଣି କରେ ବସିବେନ ; ବଲିବେନ, ଆମି ବଡ଼ମାନୁଷୀ ଦେଖାଇଁ, ଆମି ଟାଙ୍କେ ଅପମାନ କରାଇଁ । ବୁଝେଛ, ଏ ଯେ ତାଗେର ମା ! ଏ ମାକେ ଗଞ୍ଜାୟ ଦିତେ ପାରେ ଏମନ ଭଗୀରଥ ତ ଜନ୍ମାୟ ନି । ଏହି ସବ ଜଣ୍ମାଇ ତ ଭାଇ, ଆମି କିଛୁ କରତେ ପାରିଲେ ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଦେଖ ଦାଦା, ତୋମାର କିନ୍ତୁ ଏକଟା” ଭାରି ଅନ୍ତାୟ ଆମି ଅନେକ ଦିନ ଥେକେ ‘ମାର୍କ’ କରେ ଆସାଇଁ । କଥାଟା ବଲିବ । ଏକ-ଏକ ସମୟ କଥା ବଲିତେ-ବଲିତେ ସଥନ ତୋମାର ମନେ ହୟ ଯେ, ତୁମି ତୋମାର ସାତ-ଆନିର ସରିକେର ଛେଲେର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିବ, ତଥନଇ ତୁମି ‘ତୁମି’ ବଲେ କଥା ବଲ ; ଆର ସଥନ ମେ କଥା ଭୁଲେ ଯାଓ, ସଥନ ତୋମାର ମନେ ହୟ, ତୋମାର ଛୋଟ ଭାଇୟେର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲିବ, ତଥନ ‘ତୁହି’ ବଲ । କେମନ, ଠିକ୍ ନା ? ତାର ଥେକେ ଏକଟା ନିୟମ କରେ ଫେଲ ଏହି ଯେ, ଅତଃପର ତୁମି ଆମାର ସଙ୍ଗେ ‘ଆପନି’ ବଲେ କଥା ବଲିବ—ଯେହେତୁ ଆମି ସାତ-ଆନିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । କେମନ ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହରିହରକେ କୋଲେର କାଛେ ଟାନିଯା ଲାଇୟା ତାହାର ପିଟେ ବାଲକେର ମତ ହାତ ବୁଲାଇତେ-ବୁଲାଇତେ ବଲିଲେନ “ସତ୍ୟ ଭାଇ, ତୁହି

ঁশোল-আনি

ঠিক ধরেছিস্। এই রূপম একটা অগ্নায় ভাব আমাৰ মনে আসে বই কি। আজ তোৱ কাছে আমি অপৰাধ স্বীকাৰ কৱছি। এটা সত্যই আমাৰ দুৰ্বলতা। আমি এটা দূৰ কৱব। এখন থেকে আমি তোকে ‘তুই’ বলব; আমি ভুলে যাব, আমি নয়-আনি, আৱ তুই সাত-আনি।”

হৱিহৰ সিদ্ধেশ্বৱেৱ বাহুপাশ ছিম কৱিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল “আৱ শোন দাদা, আমিও তোমাৰ সমুথে বলছি, আমাৰ হাতে যখন এই জমিদাৰীৰ ভাৱ আসবে, তখন আমি এই নয়-আনি সাত-আনিৰ বেড়া ভেঙ্গে দেব। তখন আবাৱ সেই অনেকদিন আগেৱ
মত দেবীপুৱেৱ জমিদাৰী ষোল-আনি হবে, আৱ তুমি তাৱ এক-
মাত্ৰ কৰ্ত্তা হবে; আৱ আমি তোমাৰ পাৱেৱ কাছে বসে শিক্ষা
নেব—কিমে মানুষ হওয়া যাব। একি হ'তে পাৱে না দাদা! এ
কি হবে না?”

সিদ্ধেশ্বৱ বলিলেন “ভাই, তুই ছেলেমানুষ; তোৱ প্ৰাণ এখন উন্নত; তাই তুই এ সব কথা বলছিস্। কিন্তু যখন এই জমিদাৰী তোৱ হাতে এসে পড়বে, তখন ভগবান না কৰন, তোৱ হয় ত মন বদলে যাবে। এই তুই ত একটু আগেই বললি, তুই দেবীপুৱেৱ জমিদাৱ হৰাৱ উপযুক্ত বাকি, আৱ আমি পাড়াগাঁওৱেৱ স্কুল-মাছাৱ হৰাৱ ঘোগ্য।”

হৱিহৰ বলিল “না, না, তুমি তামাসা বাখ। তুমি ঠিক বল ত,
কি কৱলে নয়-আনি সাত-আনি পৃথক থাকে না।”

সিদ্ধেশ্বৱ হাসিয়া বলিলেন “একটা উপায় আছে এবং সেইটাই

ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ମେଇ ଉପାୟ ଅବଳମ୍ବନ କରେ ଅନେକ ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନିର ଅଣ୍ଡିଷ୍ଟ ଲୋପ ହସ୍ତେ । ତାହିଁ ଯଦି କରନ୍ତେ ପାରିମ, ତା ହଲେ ହୟ ।”

“ମେଟୋ କି ?”

“ଶୁଣ୍ବି ମେଟୋ କି ? ଆମି ଏକ-ଦିକେ ଲାଠି ଧରି, ଆର ତୁହି ଏକ-ଦିକେ ଲାଠି ଧର । ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଏକଟା ଦାଙ୍ଗା ବାଧିଯେ ଦିଇ । ଦୁଇ ପକ୍ଷେର ଦଶ ବିଶଟା ଖୁନ, ଆର ପଞ୍ଚାଶ ସାଟଟା ଜଥମ ହୋକ । ତାରିପର ଆର କି, ମାମଲା ଆରନ୍ତ ହୋକ—ସାକ୍ଷୀ ହାଇକୋଟ ପର୍ବ୍ୟନ୍ତ । ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନିର ସଥାସର୍ବସ୍ଵ ଆଦାଲତେ ଉକିଲେ ବାରିଷ୍ଟାରେ ଭାଗ କରେ ନିକ । ଚାର ପାଁଚ ଲାଖ ଟାକା ଦୁଇ ସରିକେର ଦେନା ଦୀଢୁକ । ଶେଷେ ହରିରାମପୁରେ ପାଟେର ମହାଜନ ସାହାଜିରା ଏମେ ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନି କିନେ ନିକ୍ ; ତୁହି ଆର ଆମି ସପରିବାରେ କୁଟୀରବାସୀ ହଇ, ଆମି ଶୁଳ-ମାଟ୍ଟାରୀ କରେ ଯା ପାଇ, ତାହିଁ ଏନେ ତୋଦେର ଥାଓସ୍ତାଇ—ଦେବୀପୁରେ ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନିର ଅଣ୍ଡିଷ୍ଟ ଲୋପ ହୟ । ଏହି ଏକ-ମାତ୍ର ସନାତନ ଉପାୟ ତାହିଁ ! ନାନ୍ଦପଞ୍ଚା ବିନ୍ଦୁତେ ଅସନାସ୍ତି ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ବାଃ ! ତୁମି ତ ଦେଖୁଛି ଏ ବଂଶେର ଭାରି ଶୁଭାନୁ-ଧ୍ୟାନୀ ବନ୍ଧୁ ଦାଦା !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ତୁହି ପଥେର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲି ; ଆମି ଯା ଜାନି, ତାହି ତୋକେ ବଲାମ । ଏ ଛାଡ଼ା ଆର ପଥ ନେଇ ! ଜାନିମୁଁ ହରିହର, ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନିର ଏ ମନାନ୍ତର ଆମରା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ-ଶୂତ୍ରେ ପେଯେଛି—ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ରକମ କାମଡ଼ା-କାମଡ଼ି କରିଯା ପୁତ୍ର-ପୌତ୍ରାଦିକ୍ରମେ ଭୋଗଦଥଳ କରିତେ ଥାକହ—ବୁଝିଲି ମୁର୍ଖ ! ସାକ୍ଷୀ,

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ତୋର ସଙ୍ଗେ ତର୍କ କରତେ କରତେ ଡେଢ଼ୀ ପେମେ ଗେଛେ । ଏଥିନ ଦେଖି
ଗେ, କାକାବାବୁ ବୈଠକଥାନାୟ ଏସେହେନ କି ନା ?”

ହରିହର ଲାଫାଇସ୍଱ା ଉଠିସ୍ବା ବଲିଲ “ଏହି ଦେଖେଛ ଦାଦା ! ତୋମାର
ସଙ୍ଗେ ଭାରି ଏକଟୁ ବିଶେଷ କଥା ଛିଲ ; ଏତକ୍ଷଣ ତା ଭୁଲେଇ
ଗିଛିଲାମ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହାସିସ୍ବା ବଲିଲେନ “ଭାରି ବିଶେଷ କଥା, ଅର୍ଥଚ ସେଇଟେଇ
ଭୁଲ । ଆଜ୍ଞା ଛେଲେ ଯା ହୋକୁ ।”

“ନା ଦାଦା, ମିତ୍ୟସତ୍ୟଇ ଏକଟା ଅତି ଶୁରୁତର ପରାମର୍ଶ ତୋମାର
ସଙ୍ଗେ ଆଛେ । ଆମି ସଂକ୍ଷ୍ୟାର ପର ତୋମାର ଓଥାନେ ଯାବ ବ'ଲେଇ ମନେ
କରେଛିଲାମ । ଦେଖ, ଆମି ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଥିକେ—”

କଥାଟା ଆର ସମାପ୍ତ ହିତେ ପାରିଲ ନା । ମନୋହର ବାବୁ ବୈଠକ-
ଥାନାୟ ବାରାନ୍ଦାସ୍ବ ଦୀଡ଼ାଇସ୍ବା ଡାକିଲେନ “ସିଧୁ ଏସେଛିମ୍ । ଏହିକେ
ଆୟ ।”

ହରିହରେର ଆର ତଥନ ମେ କଥା ବଳା ହଇଲ ନା ; ମେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି
ବଲିଲ “ଚଲ ଦାଦା, ତୋମାର ମମିନପୁରେର ଦଲିଲ ଦ୍ୱାବେଜ ଶୁଣିଗେ,
ଆର ତୋମାର ଦୁର୍ଗତି ଉପଭୋଗ କରିଗେ । ଆମାର ମେ କଥା ରାତିରେ
ହବେ, ବୁଝଲେ ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ମେଇ ଭାଲ, ତୁହି ସଂକ୍ଷ୍ୟାର ପର ଆମାର
ଓଥାନେଇ ଯାମ୍ ।” ଏହି ବଲିସ୍ବା ଦୁଇ ଜମେ ବୈଠକଥାନାର ଦିକେ ଗେଲ ।

[১০]

সকালে-বিকালে আর কেহ থাকুক আৰ নাই থাকুক,
পীতাম্বৰ ঘটক, আৰ অখিল পাল মনোহৰ বাবুৰ বৈঠকখানায়
হাজিৱ থাকিবেই ;— ঐ হাজিৱা দেওয়া এবং মোসাহেবী কৱাই
তাহাদেৱ কাৰ্য্য, অথবা তাহাদেৱ জীবনোপায় ; মনোহৰ বাবু এই
দুই জনকে মাসিক বেতন দিয়া থাকেন। ইহাবা ষ্টেটেৱ কোন
কাৰ্য্যই কৱে না, ছোট কৰ্ত্তাৱ সকল কথায় ‘আজ্ঞে হঁ’ বলাই
ইহাদেৱ কাজ।

সে-দিনও অপৰাহ্নে যখন সিদ্ধেশ্বৰ ও হরিহৰ বৈঠকখানায়
গেল, তখন মনোহৰ বাবু সেখানে বাইয়া বসিয়াছেন এবং এক
পাৰ্শ্বে ঐ দুইটী ধূমকেতু বসিয়া আছে। দুই বাবুকে প্ৰবেশ কৱিতে
দেখিয়া তাহাবা দুই জনই উঠিয়া কৱযোড়ে নমস্কাৰ কৱিল—
ভবিষ্যতে ইহাদেৱ কাছেও ত চাকৰী বজাই বাণিতে হইবে।
তাহাদেৱ দেখিয়াই মনোহৰ বাবু বলিলেন “মিশু, কতক্ষণ এসেছ
বাবা !”

সিদ্ধেশ্বৰ কাকা-বাবুকে প্ৰণাম কৱিয়া বলিলেন “এই আধৰণ্টা
হোলো।”

মনোহৰ বাবু বলিলেন “আধৰণ্টা হোলো এসেছ, আৰ
আমাকে খবৱ দেও নাই ?”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଆପନାକେ ଆର ଖବର ଦିଯେ ବିରକ୍ତ କରି
ନାହିଁ ; ହରିହରେର ସମେ ବାଗାନେ ବ'ସେ ଗଞ୍ଜ କରଛିଲାମ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ବେଶ, ବେଶ, ଦାଢ଼ିଯେ କେନ, ବୋସ
ବାବା । ହରିହର ତୁମି ଓ ବୋମୋ, ଯେତେ ନା । ତୋମରା ହଇ ଭାଇ-ଇ
ଏଥନ ଉପୟୁକ୍ତ ହୁୟେଛ, ତୋମରା ସବ ଦେଖେ-ଶୁଣେ କର, ତା ହ'ଲେ ତ
ଆମି ବାଁଚି ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଓ ହରିହର ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵ ଉପବେଶନ କରିଲେ, ମନୋହର
ବାବୁ ବଲିଲେନ “ତୋମାର ଶରୀର ଭାଲ ଆଛେ ତ ବାବା ! ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
ଥିକେ ଫିରେ ଆମାର ପରେ ଏ କମ୍ବଦିନ ଦେଖାଇ ହୁଯ ନାହିଁ ; ନାନା କାଜେ
ଅବସର କରେ ଡୁଟ୍‌ଟ୍ ପାରିଲେ । ତାଇ ଆଜ ତୋମାକେ ଡେକେ
ପାଠିଯେଛିଲାମ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଶରୀର ଭାଲଇ ଆଛେ । ଆପଣି ଏଥନ
କେମନ ଆଛେନ ! ସେ ବେଦନାଟା ତ ଆର ବୁଝିତେ ପାରିଛେନ ନା ?”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଆମାର ଆର ଶରୀର ! ବୁଡ଼ୋ ମାନୁଷ,
ଏଥନ ଗେଲେଇ ହୁଯ । ତୋମାଦେର ରେଖେ ଯେତେ ପାରଲେଇ ବାଁଚି ।”

ପିତାମ୍ଭର କି ଏମନ ସମସ୍ତ କଥା ନା ବଲିଯା ପାରେ ; ସେ ବଲିଲ
“କର୍ତ୍ତାର ଐ ଏକ କଥା ! ଏମନ କି ବୟସ ହୁୟେଛେ ଯେ, ଓ ସବ ଅଳକ୍ଷ୍ୟରେ
କଥା ମୁଖେ ଆନେନ । ଶତ ବ୍ୟସର ପରମାଣୁ ହୋକ !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଘଟକ ମଶାଇ ଠିକ ବଲେଛେନ । କାକା-ବାବୁର
ବୟସ ଆର ଏମନ କି ହୁୟେଛେ । ସାହେବେରା ଯେ ଏହି ବୟସେ ବିବାହ
କରେ ସବ-ସଂସାର ଆରନ୍ତ କରେ—ଏହି ବୟସେଇ ତାରା ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ
କାଜ ଆରନ୍ତ କରେ ଥାକେ ।”

ଶ୍ରୋଜେ-ଆନି

ମନୋହର ବାବୁ ହାସିଯା ବଲିଲେନ “ତାଦେର କଥା ଛେଡ଼େ ଦେଓ । ତାରା ଶିତପ୍ରଧାନ ଦେଶେର ମାନୁଷ ; ତାରପର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଦିକେ ତାଦେର କେମନ ଦୃଷ୍ଟି । ତାଇ ତାରା ସହଜେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୟ ନା । ଯାକୁ ମେ କଥା । ଦେଖ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଅନେକ ଦିନ ଥେବେଇ ବଲ୍ବ ବଲ୍ବ କରି,- କିନ୍ତୁ ବଲ୍ବତେ ପାରିଲେ । ତୋମରା ହଚ୍ଛ ଏକେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ । ତୋମରା କି ମନେ କରବେ, ତାଇ ଭେବେ ବଲ୍ବତେ ପାରିଲେ । ଏଥନ ଆମିହି ତ ତୋମାଦେର ଅଭିଭାବକ ; କାଜେଇ ଆମାକେଇ ସବ ଦିକ୍ ଦେଖିତେ ହୟ । ଏହି ଦେଖ, ବୌମାର ଅମୁଖ ତ କିଛୁତେଇ ସାରଳ ନା ; ଚିକିତ୍ସା-ପତ୍ରେରେ କୋନ କୃଟୀଇ କରଲେ ନା । ଏକ ବେଳେ କଲକାତାର ରେଖେ ଡାକ୍ତାର ବନ୍ଦି ଯା କିଛୁ କରନ୍ତେ ହସ୍ତ, ସବହି ତ କରେ ଦେଖିଲେ । ‘ବୌମାର ଓ-ଅମୁଖ ଆର ସାରବେ ନା, ଏ ବେଶ ବୋକା ଯାଛେ । ତବେ ସେ କରୁଦିନ ପରମାୟୀ ଆଛେ, ମେ କରୁଦିନ ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ, ତା ବ'ଲେ ତ ଏକେବାରେ ସଂସାରେ ଉପର ଉଦ୍‌ଦୀନ ହ'ଲେ ଚଲେ ନା । ତୁମି ତ କୋନ କାଜକର୍ମର୍ହ ଦେଖ ନା । ତା, ଦେଖିତେ ଇଚ୍ଛେଇ ବା କରବେ କେନ ? ପରିବାରେର ଏହି ଅବହା ; ବିଷୟକର୍ମେ ମନ ଲାଗବେ କେନ ? ଛୁଟା ଛେଲେ-ମେଘେ ହୋତୋ ; ତାଦେର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେରେ ଶରୀରେ ବଳ ହୋତୋ । ଏଥନ ଶୁଣୁଛି, ତୁମି ନା କି ପଣ୍ଡିତ ରେଖେ ବେଦାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପାଠ କରୁଛ ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନତମୁଖେ ବଲିଲେନ “ଆଜ୍ଞେ, ପାଠ ଆର କିମ୍ବା ହଜେ, ଅଗନି ଏକଟୁ ନାଡାଚାଡା କରି ମାତ୍ର ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “କ୍ରି ତ ବାବା ! ଏଥନ କି ତୋମାର ବେଦାନ୍ତ ପଡ଼ିବାର ସମୟ । ଓ ସବ ସମ୍ବ୍ୟାସୀର ଶାନ୍ତ । ଓ-ସବ ପଡ଼ୋ ନା ବାବା !

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ତୋମାର ମା ତ କିଛୁଇ ଦେଖିବେନ ନା ; ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଯେ ହଟୋ ପରାମର୍ଶ କରା, ତାଓ ତିନି ଇନ୍ଦାନୀଃ ଛେଡ଼େ ଦିଷ୍ଟେଛେନ । ଆରେ ବାବା, ଜମିଦାରୀ ନିରେ ଗୋଲମାଳ, ଓ ସରିକେ ସରିକେ ହେଁଇ ଥାକେ—ଆବହମାନକାଳ ଚଲେ ଆସିଛେ । କି ବଳ ହେ ସଟକ !”

ସଟକ ସପ୍ରତିଭ ଭାବେ ବଲିଲ “ମେ ତ ଠିକ କଥା ! ସୁଣ୍ଟି ଥେକେଇ ସରିକି-ବିବାଦ ଆଛେ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ତବେଇ ଦେଖ, ତାତେ ତ ଆର ସାଂସାରିକ ଭାଲମନ୍ଦେର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆଲୋଚନାୟ ଦୋଷ ନେଇ । ତୋମାର ମା ନା ହସ୍ତ ଚୋଥ ବୁଝେଇ ଆଛେନ ; ଆମି ତ ଆର ତା ପାରିନେ । ଅତ ବଡ଼ ନୟ-ଆନିର ବିଷୟଟା ଯେ ଉଡ଼େ ଯାବେ, ବାପ-ପିତାମହେର ନାମ ଲୋପ ହବେ, ଏ ଦୀନିଷ୍ଠେ ଦେଖି କି କରେ ତାଇ ବଳ । ମେହି ଜଣ୍ଠି ବଲ୍ଲାହି ବାବା, ତୁମି ଆର ଏକଟା ବିବାହ କର । ବୌମାର ସଦି ଏକଟା ଛେଲେ, ନିଦେନ ପକ୍ଷେ ଏକଟା ମେଘେଓ ଥାକତ, ତା ହଲେ ତୋମାକେ ଏମନ ଅନୁରୋଧ କରତାମ ନା । ନିଜେ ଯା କରିନି, ମେ କାଜ କରତେ ତୋମାକେ ଅନୁରୋଧ କରତାମ ନା । କିନ୍ତୁ ତୋମାର ତ ମେ ଅବଶ୍ୟା ନୟ ; ପିତ୍ର-ପିତାମହେର ଜଳପିଣ୍ଡେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ପୁତ୍ରକେ କରତେ ହବେ । ଶାନ୍ତେର କଥା ଆର ତୋମାକେ କି ବଳବ ; ତୁମିଇ ଆମାକେ କତ ଶାନ୍ତ ଶିଥାତେ ପାର । ଶାନ୍ତେ ତ ଏ ଅବଶ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର-ପରିଗ୍ରହେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଛେ । କି ବଳ ହେ ସଟକ ?”

ସଟକ ବଲିଲ “ମେ ଆର ବଲ୍ଲତେ । ବଡ଼ବାବୁ ତା କି ଆର ଜାନେନ ନା ?”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ମେହି ଜଣ୍ଠି ବଲି, ଆର କାଳବିଲିଷ୍ଟେର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଦୁରକାର ନେଇ । ଶୀଘ୍ରଇ ଏକଟା ସହଂଶଜାତୀ ଶୁଣ୍ଡ-ଶବ୍ଦାରୀ ମେରେ ଦେଖେ କାଷଟୀ ଶେଷ କରେ ଫେଲ । ତୋମାର ସଦି ମତ ହୟ, ତା ହଲେ ଆମିଇ ନା ହୟ ଏକଦିନ ଓ-ବାଡୀ ଗିଯେ ବଡ଼ ବୌ ଠାକୁରଙ୍କେ ସମସ୍ତ ବଳେ ଶୁଭ-କାର୍ଯ୍ୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଆମି ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏ କଥାର କୋନିଇ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା, ନତମନ୍ତ୍ରକେ ଚୁପ୍ କରିମ୍ବା ରାହିଲେନ ।

ତଥନ ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଆରି ଏକଟା କଥା । କଥଟା ଆମାର ମୁଖ ଥେକେ ଶୋନା ଭାଲ ଶୋନାଯା ନା ; କିନ୍ତୁ ଆମି ଛାଡ଼ା ତୋମାର ହିତାକାଙ୍କ୍ଷାଇ ବା କେ ଆହେ ? ତୁମି ଏଥନ୍ତି ଛେଲେମାନୁଷ୍ଠାନ ; ତୋମାର ଘୋବନ କାଳ । ପଡ଼େଛ ତ ଅକ୍ଷୟ ଦତ୍ତେର ଚାକୁପାଠ – ଘୋବନ ବିଷମ କାଳ । ପାପକୁଳପ ପିଶାଚ କୋନ୍ ହୁଲ୍କ୍ୟ ହୃଦ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରେ ମନୋମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତା ବଳା ଯାଯା ନା । ଏ ଉପଦେଶ ତ ଆର ତୋମାକେ ଦିତେ ହବେ ନା ? କିନ୍ତୁ କି କରି ବଳ ; ଆମାର ହର୍ତ୍ତାଗ୍ୟ, ତାଇ ବଲ୍ଲତେ ହଚେ । ଶୁନିଲାମ ତୋମାର ମା ନାକି ସୁଦର୍ଶନପୁର ଥେକେ ଏକଟା ଶୁଣ୍ଡରୀ ବିଧବୀ ନଷ୍ଟ-ଚରିତ୍ରା ସୁବତୀକେ ଏନେ ସରେ ତୁଳେଛେନ । ଏଟା କି ତୀର ପକ୍ଷେ ଭାଲ ହେଁଛେ ? ସେ ହୁଲ୍କ୍ୟ ସ୍ତରେର କଥା ବଳ-ଛିଲାମ, ତା ତ ତୋମାର ମା ସରେ ଡେକେ ଏନେଛେମ । ଦେଖ, ମାନୁଷେର ମନ ନା ମତି । କଥନ କି ହୟ, କେଉ ବଲ୍ଲତେ ପାରେ ନା । ବିଦ୍ୟା ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ବଳ, ସଂଚରିତ ବଳ, ସବ ସୁବତୀର ମୋହିନୀ ଶାୟାମ ତେବେ ଘାୟ, ଏ କଥା ତ ମାନ ? ମାନୁଷ ତ କୋନ ଛାର, ସ୍ଵଯଂ ଯିନି ମହାଦେବ, ତୀରୁ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ହସ୍ତେଛିଲ । ତାର ପର ସେଇ ବିଧବାଟି କୁଳଟା, ଅସଂଚ-ରିତ୍ରା । ସେ ସେ ତୋମାକେ ପ୍ରଲୁବ୍ର କରନ୍ତେ ପାରବେ ନା, ଏ କି ତୁମି ହଲକ

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

କରେ ବଲତେ ପାର ? ତୋମରୁଙ୍ଗ ନିତାନ୍ତ ଅବିବେଚନାର କାଜ କରେ-
ଛେନ । ବଲେ ନା, ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳବନ୍ଧରୀ ! ତୋମାର ମାସ୍ରେରେ ତାଇ
ହେଁଥେ ! ଆମାର ପରାମର୍ଶ ଶୋନ ବାବା ; ସେଇ କୁଳଟାକେ ଏଥନାହିଁ
ବାଡ଼ୀ ଥେକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦାଓ ଗେ । ଆଗ୍ନି ଆର ଘି ଏକସଙ୍ଗେ କଥନ
ବ୍ରାଥତେ ନେଇ—ଏ ଶାନ୍ତ-ବଚନ—ଅକ୍ଷାଟ୍ୟ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏକକଣ ଚୁପ କରିବା ଛିଲେନ ; କିନ୍ତୁ ଏଥନ ତାହାକେ
କଥା ବଲତେ ହଇଲ । ତିନି ବିନୌତ ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେର
ଗୋରାଟୀଦ ମୁଖୁଯୋର ଶ୍ରୀ ଯେ ଅବନ୍ତାୟ ପଡ଼େଛିଲେନ, ତାର ଉପର ଯେତେପରି
ଅଭାବୁଦ୍ଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଁଛିଲ, ତା ଶୁନ୍ତିଲେ କାକା-ବାବୁ, ଆପନାର
ହଦୟ ଗଲେ ଷାବେ । ତିନି ଅତି ସଂଚରିତା ; ତାର ପାଷଣ
ଅଭିଭାବକ, ଦୂର-ସଂପର୍କେର ଦେବର ତାର ଉପର ପଞ୍ଚର ମତ ଅତ୍ୟାଚାଯ
କରେଛିଲ । ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେର ବ୍ରାନ୍ଦଗେରା ତାକେ ପଥେର ଭିଥାରିଣୀ କରିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଛିଲ । ଏହି ଦେଖେ ମା ତାକେ ଆର ତାର ମେଘେକେ
ଆଶ୍ରଯ ଦିଯେ ଏଥାନେ ନିଯେ ଏସେଛେନ । ଆମି ଯତଦୂର ଶୁନେଛି,
ତାତେ ଗୋରାଟୀଦ ମୁଖୁଯୋର ବିଧବୀ ପତ୍ନୀ ଅତି ସଂଚରିତା, ଏକେବାରେ
ଦେବୀ ବଲ୍ଲେଇ ହୁଏ । ଆପନି ଯଦି ତାକେ ଏକବାର ଦେଖେନ, ତାର
ମଲିନ ମୁଖ ଦେଖେ ଆପନି ନିଶ୍ଚଯିଇ କାତର ନା ହେଁ ଥାକତେ ପାରବେନ
ନା । ତିନି ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରେର ପରି ଆଶ୍ରମ କରତେ ଗିଯେଛିଲେନ,
ମା ତାକେ ସେ କାଜ ଥେକେ ନିର୍ବତ୍ତ କରେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଏସେଛେନ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଆମାର କାହେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟ ରୀକମ
ରିପୋଟ୍ ଏସେଛେ । ଓ ଶ୍ରୀଲୋକଟୀର୍ଥ ଅଭିଭାବକ କାଲାଟୀଦ ମୁଖୁଯେ
ଆମାକେ ଯେ ପତ୍ର ଲିଖେଛେ, ଏହି ମେଇ ପତ୍ର । ତୋମାକେ ସେଇ ପତ୍ର

ଦେଖାବାର ଜନ୍ମାଇ ଡେକେ ଏମେହି ।” ଏଇ ବଲିଯା ତିନି କାଳାଟୀର
ମୁଖୋପାଧ୍ୟାଯେର ପତ୍ରଥାନି ସିଙ୍କେଶ୍ୱରେର ସମୁଖେ ଫେଲିଯା ଦିଯା ବଲିଲେନ
“ପଡ଼େ ଦେଖ, କି ଲେଖା ଆଛେ ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ପତ୍ରଥାନି ଥୁଲିଯା ମନେ ମନେ ପଡ଼ିତେ ଲାଗିଲେନ, ହରି-
ହରି ମେହି ମେହି ପତ୍ରଥାନି ପଡ଼ିଲ । ପଡ଼ା ଶେଷ ହଇଲେ ସିଙ୍କେଶ୍ୱର
ବଲିଲେନ “ପତ୍ରେ ଯା ଲେଖା ଆଛେ, ତାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ମହା ନମ୍ବର ।
ଆମି ନିଜେ ମେଥାନେ ଉପଚିତ ଛିଲାମ ; ଆମି ନିଜେର ଚକ୍ରେ ମର
ଦେଖେଛି । କାଲୁ ମୁଖ୍ୟେ ନିଜେର ସାଫାଇଯେର ଜନ୍ମ ଏହି ମିଥ୍ୟା କଥା
ବାନିଯାଇଛେ ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଦାଦା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମିଓ ଏକଥାନି ପତ୍ର ପେଯେଛି,
ମେହି କଥାଟି ତୋମାକେ ବଲ୍ଲତେ ଘାଞ୍ଚିଲାମ ; ବାବା ତୋମାକେ ଡାକ୍‌ଲେନ
ତାଇ ତୋମାକେ କିଛୁ ବଲ୍ଲତେଓ ପାରିଲାମ ନା, ପତ୍ରଥାନାଓ ଦେଖାତେ
ପାରିଲାମ ନା ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “କେ ତୋମାକେ ପତ୍ର ଲିଖେଛେ ହରିହର ?”

ହରିହର ବଲିଲ “ଏଁର ବାଡ଼ୀ ଐ ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେଇ । ଈନି ଏବାର ପ୍ରେସି-
ଡେନ୍‌ସି କଲେଜ ଥିକେ ବି-ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦିଯେ ସଂସ୍କତ ଅନାରେ ଫାଟ୍ କ୍ଲାସେ
ଫାଟ୍ ହେଲେନ ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ତୁମି ରାମନାଥ ଘୋଷାଲେର କଥା ବଲଛ ।
ହଁ, ରାମନାଥଙ୍କ ମେହି ଘଟନାଙ୍କୁ ଉପଚିତ ଛିଲ । ତାଦେର ବାଡ଼ୀର
ମୁଖ୍ୟେ-ପାଡ଼ାର । ଛେଲେଟି ଖୁବ ଭାଲ ; ଯେମନ ପଣ୍ଡିତ, ତେମନଙ୍କ
ବିନୟୀ, ଆବାର ତେମନଙ୍କ ତେଜିଷ୍ଠୀ । ଆମାର ମେହି ତାର ଖୁବ ସନିଷ୍ଠତା
ହେଲେନ । ରାମନାଥ କି ଲିଖେଛେ ?”

শ্রোল-আলি

হরিহর তাহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল “রামনাথের চিঠি-
খানা আপনার কাছে পড়ব কি বাবা !”

মনোহর বাবু উষৎ কৃষ্ণভাবে বলিলেন “বেশ, পড়, শোনা ষাক,
সে কি তোমাকে জানিয়েছে ।”

হরিহর তখন তাহার পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া
সিঙ্কেশ্বরকে দিতে গেল ; বলিল “দাদা, তুমিই চিঠিখানা পড়ে
শোনাও ।”

সিঙ্কেশ্বর বলিলেন “না, তুমিই পড় ।”

হরিহর পড়িল—

“ভাই হরিহর

বাড়ী পৌছিয়া আমাকে পত্র লিখিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা
বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ। আমিই স্মরণ করাইয়া দিলাম।
তোমার শরীর কেমন আছে লিখিও। অবকাশ-সময় বৃথা নষ্ট
করিও না ; তোমাকে আগামী বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যের প্রৱী-
ক্ষায় প্রথম শ্রেণীর শৈর্ষস্থানে দেখিতে চাই। এত করিয়া বলি-
লাম, ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃতেও অনার নেও ; তুমি সে সাহস পাইলে
না। আমি কিন্তু বলিতেছি, তুমি যদি এখনও সংস্কৃতে অনার
নেও, তাহা হইলে ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই বিষয়েই উচ্চস্থান অধি-
কার করিতে পারিবে ; আমাদের মাতৃভাষারও গৌরব বৃদ্ধি হইবে ;
তোমার বংশেরও মুখ উজ্জল হইবে ।

তোমার দাদা শ্রীযুক্ত সিঙ্কেশ্বর বাবুর সঙ্গে এখানে দেখা

ଶୋଲ-ଆମି

ହଇଯାଇଲ । ତିନି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକଜନ ଖାତନାମା ଛାତ୍ର, ତାହା ଅନେକ ଦିନ ହଇତେଇ ଜ୍ଞାନିତାମ ; କିନ୍ତୁ ତିନି ଯେ ଏମନ ମହାମୁଖ୍ୟ, ନିରହଙ୍ଗାର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଜ୍ଞାନିତାମ ନା । ତୀହାର ସହିତ କଥା ବଲିଯା, ତୀହାର ଅଗାଧ ପାତ୍ରିତ୍ୟ ଦେଖିଯା, ସର୍ବୋପରି ତୀହାର ମହତ୍ୱ ଓ ଚରିତ୍ରବଳ ଦେଖିଯା ଆମି ଏକେବାରେ ମୁଢ଼ ହଇଯା ଗିଯାଇଛି ; ଏବଂ ବୁଝିତେ ପାରିଯାଇ, ଏମନ ଦେବୋପଶ ଭାତାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ତୋମାର ଚରିତ୍ରକେ ଏମନ ମାଧୁର୍ୟ ମହିତ କରିଯାଇଛେ । ଭଗବାନେର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତୁମି ସର୍ବାଂଶେ ତୋମାର ଦାଦାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାତା ହଁ ।

ଯେ କଥା ଲିଖିବାର ଜଣ୍ଠ ଏହି ପତ୍ରେର ଅବତାରଣା, ତାହା କିନ୍ତୁ ଏଥନ୍ତେ ବଲା ହୟ ନାହିଁ । ଆମାଦେର ଗ୍ରାମେର ୩ଗୋରାଟୀଦ ମୁଖୋ-ପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟର ଶ୍ରୀ-ଘଟିତ ବାପାରେର ବିବରଣ ବୋଧ ହୟ ତୋମାର ଦାଦାର ନିକଟ ଶୁଣିଯାଇଛ । ଏମନ ପୈଶାଚିକ କାଣ୍ଡେର ଅଭିନନ୍ଦ ସେ ଭଦ୍ରସମାଜେ ହଇତେ ପାରେ, ତାହା ଆମି ଜ୍ଞାନିତାମ ନା । ଏ ବ୍ୟାପାରେର ବିଶେଷ ବିବରଣ ତୋମାକେ ଜାନାଇତେ ଆମି ଲାଜିତ ହଇତେଇଁ ; ବୋଧ ହୟ ତୋମାକେ ଲିଖିବାରେ ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ତୋମାର ଦାଦା ମେହି ସ୍ଥାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଛିଲେନ । ତିନିଇ ମହାଶୟ କଥା ବଲିବେନ । ତବୁও ଯେ ଏହି ବୀଭତ୍ସ ବ୍ୟାପାରେର ଉଲ୍ଲେଖ ତୋମାର କାହେ କରିତେଇଁ, ତାହାର ବିଶେଷ କାରଣ ଆହେ । ଶୁନ୍ମାମ ମେହି ନିରପତ୍ତ କାଳାଟୀଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାସ୍ତ ଆଶ୍ରମୋଷ-କ୍ଷାଳନେର ଜଣ୍ଠ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅପ-ରାଧ ମେହି ନିରପରାଧୀ, ସାଧ୍ୟୀ, ଗୋରାଟୀଦ ବାବୁର ମହଧର୍ମଶ୍ରିଲୀର ଉପର ଆରୋପ କରିଯା, ତୋମାର ପିତାକେ ଏବଂ ତୋମାଦେର ସମାଜେର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାନେର ପ୍ରଧାନ-ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ନିକଟ ପତ୍ର ଲିଖିଯାଛେ ; ଏବଂ ଯିନି ବା ସିଂହାରୀ ତୀହାଦିଗଙ୍କେ ଆଶ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତୀହାଦିଗଙ୍କେ ସମାଜେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାର ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଯାଛେ । ଆମି ଗୋରାଟାଦ ମୁଖେପାଧ୍ୟାରେର ପ୍ରତିବେଶୀ ; ଆମି ତୀହାର ବିଧବୀ ପତ୍ନୀକେ ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଥିଲା ଅବଧି ଦେଖିଲା ଆସିତେଛି । ଆମି ବଲିତେଛି, ତୀହାର ଚରିତ୍ରେ କଥନ କୋନ ଦୋଷ ଶ୍ରୀରାମ କରେ ନାହିଁ ; କାଳାଟାଦେର ଆରୋପିତ ସମସ୍ତ କଥା ମିଥ୍ୟା । ତୁମି ଜାନ, ଆମି କଥନ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲି ନା ; ଆମାର କଥାଯି ବିଶ୍ୱାସ କରିଓ । ତୋମାକେ ଏ କଥା ଲିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ତୁମି ତୋମାର ପୂଜନୀୟ ପିତୃଦେବକେ ଆମାର ଏହି ପତ୍ରଥାନି ଦେଖାଇବେ ; ତାହା ହଇଲେ ତିନି ଅପରା ପକ୍ଷେର କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ତାହା ନିଶ୍ଚଯିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନ । ତୋମାର ଦାଦା ଏବଂ ତୀହାର ମାତାଠାକୁରାଣୀ ଯେ ମହିତ୍ରେ ପରିଚୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନିରପରାଧୀ ବିଧବାକେ ସାମାଜିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ହଣ୍ଡ ହଇତେ ରଙ୍ଗା କରିବାର ଜଣ୍ଠ ତୀହାକେ ଆଶ୍ରମ ଦିଲା ଯେ ସଂସାହସେର ପରିଚୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାହାତେଇ ବୁବିଯାଛି, ତୋମାଦେର ବଂଶ ସତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଙ୍ଗା କରିତେ ଜାନେ । ତୋମାର ପିତୃଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମେହି ବଂଶେର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ; ଶୁତରାଂ ତିନିଓ ପ୍ରକୃତ ଘଟନା ଅବଗତ ହଇଲେ ମହିତ୍ରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେନ ।

ତୋମାର ଅବଗତିର ଜଣ୍ଠ ଆରା ଏକଟା କଥା ଲିଖିତେଛି । ଏହି ବ୍ୟାପାର ଲଇଲା ଆମାଦେର ଗ୍ରାମେଓ ମତାନ୍ତର ହଇଯାଛେ ; ଆମରା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବକଦଳ ଶ୍ତର କରିଯାଛି ଯେ, ଆମରା କାଳାଟାଦେର ସହିତ କୋନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଂଶ୍ରବ ରାଖିବିନା ; ଏବଂ ସେ ଉପାରେଇ

ଶୋଲ-ଆମି

ହୁକ୍ତ ତାହାର ଗ୍ରାୟ ନ଱ପିଶାଚକେ ଏ ଗ୍ରାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ବାଧା କରିବ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଙ୍କେଶ୍ଵର ବାବୁର ମାତୃଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀବାବୁଓ ଆମା-ଦେଇଇ ମତାବଳସ୍ଥୀ । ଗୋରାଟୀଦ ବାବୁର ଶ୍ରୀ ଓ କଞ୍ଚାକେ ଆଶ୍ୟ ଦାନେର ଜନ୍ମ ଯଦି ତୋମାର ଦାଦାକେ ଓଥାନେ କୋନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଭୋଗ କରିତେ ହୟ, ତାହା ହଇଲେ ଆମରାଓ ମେ ନିର୍ଯ୍ୟା-ତନେର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହିଲାମ ; ଏବଂ ଆମି ତୋମାକେ ବଲିତେଛି, ଏ ଅଙ୍ଗେର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ହଇତେ ଆମରା ସହାଯୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ । ଏ କଥାଟା ତୋମାର ଦାଦାକେ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଜାନାଇଓ । ଭଗବାନ ତୀହାର ସହାୟ ହଇବେନ । ଇତି ।

ସୋଦରାଭିମୀନୀ

ଶ୍ରୀରାମନାଥ ଦେବଶର୍ମଙ୍କ

ପତ୍ର ପାଠ ଶେଷ ହଇଲେ ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ଦୁଇ ପକ୍ଷେରିଇ କଥା ଶୁଣିଲାମ । ଇହାର ମଧ୍ୟେ କୋନ୍ ପକ୍ଷେର କଥା ବିଶ୍ୱାସ୍ୟୋଗ୍ୟ, ତାହା ବିବେଚନାର ବିଷୟ ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ବିବେଚନାର ବିଷୟ କିଛି ଆଜେ ବଲେ ତ ଆମାର ମନେ ହୟ ନା, କାକା-ବାବୁ ! ମେ ରାତ୍ରିର ଘଟନା ତ ଆମାର ଚକ୍ଷେର ସମ୍ମୁଖେ ଘଟେଛିଲ ; ଶୁତରାଂ ତାର ପ୍ରତକ୍ଷଣ ସାକ୍ଷୀ ଆମିଇ ଆଛି । ତାରପର ତୁ ବିଧବାର ଚରିତ ଯେ ବିର୍ମଳ ଛିଲ, କେହ କଥନ ତୀର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକଟୀ କଥା ଓ ବଲେ ନାହିଁ, ଏ କଥାଓ ଆମି ମକଳେର କାହେଇ ଶୁଣେଛି । ଆର ଏହି ରାମନାଥ ହେଲେଟୀଓ ମେହି କଥାରି ସମର୍ଥନ କରାଚେ । ରାମନାଥ ଅତି ଭାଲ ଛେଲେ, ଥୁବ ସତ୍ୟ-

ଶ୍ରୋଲ-ଆନ୍ତି

ବାଦୀ । ଏ ଅବସ୍ଥାଯ ଆମରା ଯା ବଲ୍ଛି, ତାଇ ସେ ବିଶସେ କି ଆରା ବିବେଚନାର ପ୍ରୋଜନ ଆଛେ । ଆରା ଦେଖୁନ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସଦି ଆମରା ନା ଶୁଣୁମ, ତା ହ'ଲେ କି ମେହି ବିଧିବାକେ ଆମରା ବାଡ଼ୀ ନିଯେ ଆସି । ଜେନେ-ଶୁନେ ନଷ୍ଟଚରିତ୍ରା କାଉକେ କି କେହି କଥନ ବାଡ଼ୀତେ ଶାନ ଦେଇ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ଗନ୍ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଆଜ୍ଞା, ଧରେ ନେଓଯା ଗେଲ ଯେ, ତୋମରା ଯା ବଲ୍ଛ ତାଇ ସତିୟ, ଏବଂ ଏହି କାଳାଟ୍ଚାଦ ମୁଖୁଯେ ଯା ଲିଖେଛେ, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଥ୍ୟା, ତା ହ'ଲେଓ ତ ଗୋଲ ମେଟେ ନା ବାବା !”

“ତା ହୁଲେ ଆର କି ଗୋଲ ଥାକୁଳ କାକା-ବାବୁ !”

“କି ଗୋଲ, ତା ଶୁଣିବେ । ତୋମରା ଯା ବଲ୍ଛ, ତାଇ ସଦି ସତିୟ ହୁଏ, ତା ହୁଲେ ମେହି ରାତ୍ରିତେ କାଳାଟ୍ଚାଦ ଯେ ତାର ଭାତ୍ବଧୂର ସତୀତ୍ସ ନଷ୍ଟ କରେଛେ, ଏ କଥାଯ ତ କୋନ ମନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କି ବଳ ହେ ସଟକ ?”

ପିତାମ୍ବର ସଟକ ବଲିଲା “ମେ ତ ଅତି ଠିକ କଥା ।”

ପିଦ୍ଧେଶର ବିନୌତ ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଆପନାର ମଙ୍ଗେ ତର୍କ ବା ଆଲୋଚନା କରେ ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖାନ ଆମାର ଉଚିତ ନୟ । ତଦୁଓ, କଥାଟା ସଥନ ଉଠିଲ, ତଥନ ବଲ୍ଲତେ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ପାଶବ ଅତ୍ୟାଚାରେ କି ସତ୍ୟସତ୍ୟାହି କୋନ ମତୀ ସାଧ୍ୱୀ ରମଣୀର ସତୀତ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ?”

“ତୁମି ତା ହୁଲେ କି ବଲ୍ଲତେ ଚାଓ ?”

“ଆମି ଏହି ନିବେଦନ କରନ୍ତେ ଚାଇ ଯେ, ଏତେ କୋନ ରମଣୀର ସତୀତ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା । ରମଣୀ ଅସହାୟା, ଅବଳା ; ତାର ଏମନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଯେ, ବଳ ପ୍ରକାଶେ ଆଉରକ୍ଷା କରେ । ତା ହ'ଲେ ତାର କି

শ্রোল-আনি

অপরাধ ? বনের হিংস্র পণ্ডর হাতে যে কত লোক আহত হয় ;
একেও কি সেই পর্যায়ে ফেলা কর্তব্য নয় ?”

“তা হ’লে, তোমাদের নৃতন আইন-অনুসারে এই কথা মেনে
নিতে হচ্ছে যে, কেহ যদি জোর করে কোন স্ত্রীলোকের সহিত
অবৈধ অভিগমন করে, তা হলে সে স্ত্রীলোককে অসতী বলা যেতে
পারে না ; তাকে অনায়াসে ঘরে তুলে নেওয়া যেতে পারে ; তার
সঙ্গে,—এই তোমরা যেমন করছ, তেমনি আচার-বাচ্চার করা
যেতে পারে ; তাতে সমাজের কোন মর্যাদার ভানি হয় না। আচ্ছা,
আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি বাপু ! স্ত্রীলোকের প্রতি এই
প্রকার অত্যাচার এই প্রথম হোলো, না প্রায় অনেক সময়ই হয়ে
থাকে ?”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “এই প্রথম কেন, খবরের কাগজে এ
রকম অত্যাচারের কথা ত প্রায় সর্বদাই পড়তে পাওয়া যায়।”

“এখন বল ত, সেই সকল রূপণী, যারা এই ভাবে অত্যাচারিত
হয়েছে, তারা কোথায় স্থান পায় ? আমাদের এই বাঙালী দেশের
কোন স্থানের কোন সমাজে, অর্থাৎ কোন হিন্দু সমাজে, কোন
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কায়স্থ সমাজে, স্বধু তাই বলি কেন, জল আচরণীয়
কোন শ্রেণীর মধ্যে কথন এমন স্ত্রীলোকের প্রহণের কথা
শুনেছ ?”

সিদ্ধেশ্বর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন “আজ্ঞে না, তা
ভানি নেই, কিন্তু শোনা উচিত ছিল।”

“তা হ’লে বাপু, যা কথন শোন নাই, যা কোন সমাজে কথন

শ্রোল-আনি

হয় নাই, তুমি কি তাই করতে চাও ? আর চাও-ই বা কি, তুমি
ত দেখছি, তাই করে বসেছ । ”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “আজ্জে, তাই করে বসেছি । এই শ্রেণীর
অত্যাচারগ্রস্তা অসহায়া ব্রহ্মণীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে বলে আমার
ধারণা নয় ; তাই আমি আমার মায়ের আদেশে গোরাটিংড মুখুয়ের
নিরপরাধা, অসহায়া, সতী, সাধ্বী বিধবা পত্নীকে আমাদের গৃহে
স্থান দিয়েছি । স্বধু স্থান দিই নাই ; দাসীর মত তাঁকে বাখি নাই ;
তাঁকে সম্মানের আসন দিয়েছি ; তাঁর সঙ্গে অসঙ্গে আহার-
ব্যবহার করছি ; এ কথা গোপন করবার কোন প্রয়োজন
দেখছি নে । ”

মনোহর বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন “তা হ’লে তুমি তোমার
পিতৃ-পিতামহের ব্যবস্থা মান্তে প্রস্তুত নও ? তুমি স্বেচ্ছাচার
করতে প্রবৃত্ত হয়েছ ? ”

সিদ্ধেশ্বর ধীর ভাবেই বলিলেন “আনি একে স্বেচ্ছাচার বলে
মনে করিনে ; এই প্রকার অসহায়া ব্রহ্মণীকে আশ্রম দেওয়া, তাকে
সমাজ-বহিস্থিত না করে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি ; তাই
আমি করেছি । ”

“বেশ, হিন্দু সমাজে যা কথনও হয় নাই, তাই যদি তুমি করতে
চাও, অনাম্বাসে করতে পার ; কিন্তু জেনে রেখে, এর ফল বড়
বিষম হবে । শেষে হাহকার করতে হবে । আনি তোমার মত
মেঝে হই নাই, হোতেও পারব না ; আমাদের সমাজে যা কথন চলে
নাই, তুমি তাই চালাতে যাচ্ছ । বেশ, চেষ্টা করে দেখ । আমি

ଶୋଲ-ଆନି

ବଲେ ରାଥ୍ଛି, ଏ ବିଯୟ-ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟେ ମାମଲା-ମୋକଦ୍ଦମୀ ନୟ,—ଏ ସମାଜେର କଥା । ଦେବୌପୁରେ ନୟ-ଆନି ଦେଶେ ସମାଜପତି ନୟ ଯେ, ଯା ଇଚ୍ଛା ତାହି ସମାଜେ ଚାଲାବେ । ଆମିହି ତୋମାର ଏହି କାଜେ ବାଧା ଦେବ । ଆଜ ଥିକେ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଆମାଦେର କୋନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ରହିଲ ନା । ଆମାରଇ ବା ବଲ୍ଲଛି କେନ, ଏହି ସନାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ସମାଜ—ଏହି ହିନ୍ଦୁସମାଜ ତୋମାକେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ନା, ଏ କଥା ଜେନେ ରେଖେ । ତୁମି ଆମାଦେର ସମାଜେର କେଉ ନା । ଏତ ଦିନ ସବ ସଯେଛି, ଏଥିନ ଏକବାର ଦେଖେ ନେବ, ତୋମାର କତଥାନି ଶକ୍ତି, କତ ପ୍ରତାପ ! ତୋମାକେ ଭାଲ ବଲେ ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ ଢିଲ ; କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚିଛି, ତୁମିଓ ଅଧଃପାତେ ଗିଯେଛେ । ଏକଟା କୁଳଟା ଭଣ୍ଡା ଜ୍ଞାଲୋକେର ରୂପ ଦେଖେ ତୁମି ଗଲେ ଗିଯେଛେ । ତୋମାର ‘କୁ-ଅଭିମନ୍ତି ଆମି ବେଶ ବୁଝାତେ ପେରେଛି !’

ମିଦ୍ଦେଶ୍ୱର ଏତକ୍ଷଣଓ ବସିଯା ଛିଲେନ ; କିନ୍ତୁ ତୁମାର ଚରିତ୍ରେର ଉପର ଏହି କୁଣ୍ଡଳିତ ଆକ୍ରମଣେ ତିନି ଆର ଆତ୍ମ-ସଂବରଣ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା ; ଉଠିଯା ଦୀନାଇୟା ବଲିଲେନ “ମନେ ରାଥବେନ, ମିଦ୍ଦେଶ୍ୱର ଚାଟୁଯେ ମନୋହର ଚାଟୁଯେ ନୟ ! ବେଶ, ଯା ଆପନି ପାରେନ କରବେନ । ନୟ-ଆନିକେ ବିପନ୍ନ କରିବାର ଜନ୍ମ ସାତ-ଆନି ଏତକାଳ ଚେଷ୍ଟାର କ୍ରଟି କରେ ନାହିଁ ; ତାର ଫଳଓ ସକଳେ ଦେଖେଛେ । ଆପନିଓ କରୁନ । ଆପନି ଆମାର ଅନିଷ୍ଟ-ଚେଷ୍ଟାର କ୍ରଟି କରେନ ନାହିଁ, ଏଥିନ ଭାଲ କରେ କରୁନ । ତବେ ଏହି କଥା ବଲେ ଯାଚିଛି, ଆମି ଆପନାର ଅନିଷ୍ଟ-ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, କରିତେ ପାରିନେ—ଏତେ ଯେ ହରିହର ରୁଯେଚେ ! ଓର ସେ ଅନିଷ୍ଟ ହବେ, ତା ଆମି ସହିତେ ପାରିବ ନା । ନଇଲେ ଶୋଧ ନିତେ ଆମିଓ

শ্রোল-আনি

জানি। কিন্তু তা করব না—হরিহরের মুখের দিকে চেয়ে আমি
সমস্ত নীরবে সহ করব। কিন্তু বলে যাচ্ছি, নয়-আনির সমস্ত বিষয়-
সম্পত্তি যায় যাবে—অসহায়া নিরপরাধা বিধবাকে আমরা ত্যাগ
করব না।” এই বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বৈষ্ণকথানা হইতে বেগে বাহির
হইয়া গেলেন।

মনোহর বাবু রাগে ফুলিতে লাগিলেন; মুখের উপর কথা
বলিয়া একটী যুবক তাঁহাকে অপমান করিয়া গেল, তাঁহার ক্ষমতা
তুচ্ছ করিয়া গেল, ইহাও তাঁহাকে সহ করিতে হইল। তখনই
চাকরদের ডাকিয়া এই উদ্ভিত যুবককে যথোচিত শাস্তি দিতে সাহসী
হইলেন না; এ অপমান তাঁহাকে বাক্ষত্তি-বিরহিত করিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হরিহরকে বলিলেন
“হরিহর, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, নয়-আনির সঙ্গে তুমি
কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না—ঐ ম্রেছটার সঙ্গে তোমার কোন
সম্বন্ধ নাই। এ অপমানের শোধ যদি আমি না নিতে পারি,
রমাশুলবী আর সিদ্ধেশ্বরকে দিয়ে যদি আমার পায়ে ধরাতে না
পারি, তা হলে আমি ব্রাজ্ঞণ-সন্তান নই,—তা হলে আমি মনোহর
চাটুয়ে নই। যাও, তোমরা সবাই এখন চলে যাও। আমাকে
উপায় চিন্তা করতে দাও।”

হরিহর ও মোসাম্বেগণ নীরবে উঠিয়া গেল।

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀ ହଟିଲେ ବାହିର ହେଁଥା ଯଥନ ପଥେ
ଆସିଯା ଦ୍ବୀପାଇଲେନ, ତଥନ ତାହାର ଉଗ୍ର ଭାବ କମିଯା ଗିଯାଛେ ।
ତାହାର ତଥନ ମନେ ହଇଲ, କାଜଟା ବଡ଼ି ଅଣ୍ଟାଯ ହେଁଯା ଗିଯାଛେ ।
କାକା-ବାବୁ ପୂଜନୀୟ ବାକି ; କଥାଗୁଲା ତାର ମସ୍ତମ ରକ୍ଷା କରିଯା ବଳା
ହୟ ନାହିଁ । ତିନି ନା ହୟ ରାଗେର ବଶେ ମଶଟା ଅଣ୍ଟାଯ କଥାଇ ବଲିଯା-
ଛିଲେନ ; ତାଇ ବଲିଯା ତାହାର ମୁଖେର ଉପର ଏମନ କୃତ ଭାଷାଯ କଥାଗୁଲି
ବଳା ବଡ଼ି ଥାରାପ ହେଁଯାଛେ । ଚୁପ କରିଯା ଚଲିଯା ଆସିଲେଇ ହଇତ ।
କିନ୍ତୁ ତଥନଙ୍କ ତାହାର ମନେ ହଇଲ, ଅଣ୍ଟ କଥା ହଇଲେ ତ ତିନି ଅମନ
ଉତ୍ତେଜିତ ହଇଲେନ ନା ; ତିନି ଯେ ତାହାର ଚରିତ୍ରେର ଉପର କୁଣ୍ଡମିତ
ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଛିଲେନ । ସେ କଥା, ନାଃ, କିଛୁତେହି ମହା କରା ବାଯା
ନା—କିଛୁତେହି ନା । କିନ୍ତୁ, ତରିହର କି ମନେ କରିଲ ! ତାହାର
ଦାଦୀ ତାହାରଙ୍କ ମୁଖେ ଦ୍ବୀପା ତାହାର ପିତାକେ ଏମନ ଅପମାନ-
ସ୍ଵଚକ କଥା ବଲିଲ, ଇହାତେ ତାହାର ମନେ ନିଶ୍ଚଯିତ ବଡ଼ ବେଦନା
ଲାଗିଯାଛେ । ମେହି ଜନ୍ମଟି ମନେ ବଡ଼ କଟ୍ଟ ହଇଲେଛେ ! ଆହା, ବେଚାରୀର
ମା ନାହିଁ, ପିତାଓ ଐ ଏକ ରକମେର ମାନୁଷ ! ଛେଣେଟାର ବଡ଼ି
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ! ହୟ ତ କାକା-ବାବୁ ତାକେ ଆମାଦେଇ ବାଡ଼ୀର ମଙ୍ଗେ କୋନ
ମସକ ରାଖିଲେ ନିଷେଧ କ'ରେ ଦେବେନ । ତାହା ହଲେ ତାର କି
ଅବଶ୍ୟ ହବେ । ନା, ନା, ରାଗେର ବଶେ କାଜଟା ମତ୍ୟମତ୍ୟାଇ ଭାଲ

ଶୋଲ-ଆନି

କରି ନାହିଁ । ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଲ, କି କୁଂସା ରଟମା କରିଲ,
ତାତେ ଏମନ କି ଏଳ ଗେଲ ସେ, ଆମି ଆଉହାରା ହସେ ପଡ଼ିଲାମ ।
ବେଶ ଧୀରଭାବେ, କାକା-ବାବୁର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରେ କଥା କି ବଲା
ବେତ ନା । ଏତେ ବଡ଼ି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରା ହସେଛେ !
କାଜଟା ଭାଲ ହସ ; ନାହିଁ ସତ୍ୟମତ୍ୟାହି ଏ ବ୍ୟବହାରେର ସମର୍ଥନ କରା
ଯାଇ ନା । ଫିରେ ଯାବ ନା କି ? ଗିଯେ କାକା-ବାବୁର ପାଯେ ଧରେ
କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ କି ଭାଲ ହସ ନା ? ବୃଦ୍ଧ ହସ ତ ବଡ଼ି କଷ୍ଟ ବୋଧ
କରିଛେନ । ନା ? କାଜ ନାହିଁ ଫିରେ ଗିଯେ । ବାଡ଼ୀ ଯାଇ, ମାକେ
ସମସ୍ତ କଥା ବଲି ; ତିନି ସଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ ବଲେନ, ତଥନ
ତାହି କରା ଯାବେ ।

ଏହି ରକମ ନାନା କଥା ଭାବିତେ ଭାବିତେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁ ବାଡ଼ୀ
ଫିରିଯା ଆସିଲେନ ଏବଂ ବରାବର ବାଡ଼ୀର ମଧ୍ୟେ ଯାଇଯା ମାଝେର ସରେ
ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲେନ । ଦେଖିଲେନ ତୀହାର ମାତା ଓ ମାନଦା ସେଇ ସରେ
ବସିଯା କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲିତେଛେନ । ମାନଦାର ସମ୍ମୁଖେ ଏ କଥା ଉଞ୍ଚାପନ
କରା କିଛୁତେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୟ, ମନେ କରିଯା ତିନି ଫିରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିତେଇ
ତୀହାର ମାତା ବଲିଲେନ “କିରେ ସିଧୁ, ଏଲି, ଆବାର ଫିରେ ଯାଛିସୁ ସେ;
ଓ-ବାଡ଼ୀ ଗିଯେଛିଲି । ତୋର କାକା-ବାବୁର ସଙ୍ଗେ କି କଥା ହୋଲୋ ?
ମମିନପୁରେର ସେଇ ଗୋଲମାଳ ସମସ୍ତେ କି ବଲେ ଏଲି ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଫିରିଯା ଦୀଢ଼ାଇଯା ବଲିଲେନ “ମମିନପୁର ସମସ୍ତେ କୋନ
ବଥାଇ ତ ହୋଲୋ ନା ; ତିନି ସେ-ଜଣ୍ଣ ଆମାକେ ଡାକେନ ନାହିଁ ;
ଅଣ୍ଣ ଏକଟା କଥା ଛିଲ ।” ଏହି ବଲିଯାଇ ତିନି ଚୁପ କରିଲେନ ।

ବରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଅଣ୍ଣ ଏମନ କି କଥା ସେ, ତୋକେ

ଶୋଲ-ଆମି

ତାଡ଼ାତାଡ଼ିଡକ୍ତେ ପାଠିଯେଛିଲେନ । ଓ କି ରେ, ତୋର ମୁଖ ଯେନ ଭାର-ଭାର ବୋଧ ହଚ୍ଛେ ! କି ହେଉଁ, ବଳ୍ଟ ? ତୋକେ ତ ଏମନ କଥନ ଦେଖିନି ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏକଟୁ ହାସିଯା ବଲିଲେନ “ନା, ତେମନ କିଛୁ ନୟ ।”

“ତେମନ ନୟ ତ କେମନ ?”

“ଏଥନ ଥାକ୍ ନା, ଆର ଏକ ସମୟେ ଶୁଣ ମା !”

“କେନ, ମାନଦା ଏଥାନେ ବୁଝେଛେ ବଲେ କି ତୋର କଥା ବଲ୍ତେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ ହଚ୍ଛେ ? ତା, ଓର ସାମନେ କଥା ବଲ୍ତେ ହାନି କି ? ଓ ଯେ ଏଥନ ଆମାଦେର ଶୁଖ-ଦୁଃଖେର ଭାଗୀ ରେ !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଏଥନ ଥାକଇ ନା ମା ! ଏମନ କିଛୁ ଶୁଣୁତର କଥା ନୟ ଯେ, ଏଥନହି ନା ବଲଲେ ଚଲଛେ ନା ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ଦିଦି, ଆମି ନା ହୟ ଉଠେ ବାଇ ; ଆମାର ସମ୍ମୁଖେ କଥା ବଲ୍ତେ ହୟ ତ ଆପତ୍ତି ଆଛେ ।” ଏହି ବଲିଯା ମାନଦା ଉଠିତେ ଗେଲେନ । ରମାଶୁନ୍କରୀ ତୀର ହାତ ଧରିଯା ବସାଇଯା ବଲିଲେନ “ନା, ନା, ତୁମ ସାବେ କେନ ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ଦିଦି ! ତୁମି ବୁଝତେ ପାରଛ ନା । ଆମାର ଠିକ ମନେ ହଚ୍ଛେ, ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧେଇ କଥା ହେଁବା ; ତାଇ ଉନି ଆମାର ସମ୍ମୁଖେ ବଲ୍ତେ ଚାଚେନ ନା । ଆମି ତଥନହି ବଲେଛିଲାମ ଦିଦି, ଏ ପୋଢ଼ାମୁଖୀକେ ତୁମି ସ୍ଥାନ ଦିଓ ନା ; ତୋମାର ଜାଲ ହବେ ନା । ଠିକ ତାଇ ହେଁବା । ଆମି ବଲାଇ, ଆମାରଇ କଥା ନିଯ୍ମେ କାକା-ଭାଇପୋତେ ମନାନ୍ତର ହେଁବା । ନଇଲେ ଓର ମୁଖ ତ ଏମନ ମଲିନ ଏ କଷମିନ ଦେଖି ନି ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ବର୍ମାଶୁନ୍ଦରୀ ରୋଯଭରେ ବଲିଲେନ “ହୟେ ଥାକେ, ହସେଛେ । ତାତେ ତୋମାର ଭୟ କି ? କେମନ ସିଧୁ ! ଏହି କଥାଟି ହସେଛେ ବୁଝି ।”

ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ବଲିଲେନ “ହଁ, ଏହି ସମସ୍ତକେଇ କଥା । ତା ଆମି ଏକେବାରେ ପ୍ରଷ୍ଟ ଶୁଣିଯେ ଦିଯେ ଏମେଛି ।”

“ବେଶ କରେଛିସ୍ ! ତାର ଜଗ୍ନ ଭୟ କି ? ଆଚ୍ଛା ଚଲ, କି କି କଥା ହୋଲୋ ଶୁଣିଗେ ।” ଏହି ବଲିଯା ବର୍ମାଶୁନ୍ଦରୀ ସିନ୍ଦ୍ରେଶରକେ ଲହିଯା ଗୁହାନ୍ତରେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ ; ମାନଦା ଅଧୋମୁଖେ ଭାବିତେ ଲାଗିଲେନ ।

ପାଞ୍ଚର ସ୍ତରେ ଯାଇଯା ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ଆହୁପୂର୍ବିକ ସମସ୍ତ କଥା ମାୟେର କାହେ ବଲିଲେନ ; ଏକଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ଓ ବାଦ ଦିଲେନ ନା । ଅବଶେଷେ ବଲିଲେନ “ଦେଖ ମା, କାକା-ବାବୁକେ ଏତ ଶକ୍ତ କଥା ବଲା ବୋଧ ହେ ଭାଲ ହେ ନାହି । ବାହିରେ ବେରିଯେ ଆମାର କିନ୍ତୁ ମନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହତେ ଲାଗିଲ । ତାହି ତ, ବୁଡା ମାନୁଷ, ପୂଜନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ; ରାଗେର ସମୟ ତାକେ ଅନେକ କୁଡ଼ି କଥା ବଲେ ଫେଲେଛିଲାମ । ଏକବାର ମନେ କରିଲାମ, ଫିରେ ଗିଯେ ତାର କାହେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି । ତାର ପରେଇ ମନେ ହୋଲୋ, ନା, ବାଡ଼ୀ ଯାଇ, ମବ କଥା ତୋମାକେ ବଲି । ତାହି ଶୁନେ ତୁମି ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବଲ, ତା ହଲେ ଯାବ । ତୋମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା ନା କରେ ଯାବ ନା । ଆର ତ କିଛୁ ନୟ ମା, ଏ ହରିହରେର ଜଗ୍ନାଥ ଆମାର ମନେ କଷ୍ଟ ହଚେ । ତାର ଶୁମୁଖେ ତାର ପିତାକେ ଅପମାନଶୂଚକ କଥା ବଲିଲାମ ; ମେ ହେ ତ ମନେ ବଡ଼ ବାଥା ପେଯେଛେ ।”

ବର୍ମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ନା, ତୁମି କୋମ ଅନ୍ତାଯି କଥା ବଲ ନାହି ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଯଦି କଥା ହୋତୋ, ତା ହୋଲେ ଓର ଚାଇତେ ଓ ଶକ୍ତ କଥା
ଶୁଣ୍ଟେ ହୋତୋ । ଏହି ଶକ୍ତ କଥାର ଜୋରେଇ ତୋମାର କାକା-ବାବୁର
ହାତ ଥେକେ ତୋମାର ବିଷୟ ଆମି ଏତକାଳ ରଙ୍ଗା କରେ ଏମେଛି ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଆର କୋନ କଥା ନୟ ମା, ତାର ଚରିତ୍ରେର
ଉପର କଟାକ୍ଷ କରାଟା ବୋଧ ହୟ ଆମାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୟ ନାହିଁ ।”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ହଁ, ଅସମ୍ଭବ ହୋତୋ, ଯଦି ତିନି ତୋମାର
ଏମନ ନିର୍ଶଳ ଚରିତ୍ରେର ଉପର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ନା କରିବେ । ତାର
କଥାର ଉପୟୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ତୁମି ଦିଯେଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା ବାବା,
ତୁମି ନୟ-ଆନିର ଜମିଦାରେର ମତ ବଲ ନାହିଁ ।”

“କି କଥାଟା ମା ?”

“ତୁମି ସେ ବଲେ ଏମେଛ, ତିନି ଯତ ପାରେନ, ତୋମାର ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା
ଯେନ କରେନ, ଆମି ତୁମି ମେ ସବ ନୀରବେ ସହ କରିବେ । ଏହିଟେ
ଜମିଦାରେର ମତ କଥା ହୟ ନାହିଁ, ତବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚାଟୁର୍ଯୋର ମତ କଥା
ହୟେଛେ ବଟେ । ବାବା, ତୁମି ତ ବେଶୀ ଜାନ ନା, ଐ ମନୋହର ବାବୁ କତ
ରକମେ ସେ ଆମାଦେର ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନ, ତା ବଳା ସାଧ ନା ; କିନ୍ତୁ
ଆମି ତା ଏକେବାରେ ଶୁଦ୍ଧ ତଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ସମେତ ଫିରିବେ. ଦିତେ
ପେରେଛିଲାମ ବନ୍ଦେଇ ଏ ଜମିଦାରି ରଙ୍ଗା କରିବେ ପେରେଛି । ତା ବେଶ,
ତୁମି ନୀରବଇ ଥେକ । ମନେ କରେଛିଲାମ, ତୁମି ଏଥନ ଉପୟୁକ୍ତ ହୟେଛ,
ତୋମାର ହାତେ ସବ ସମର୍ପଣ କରେ ଏଥନ ଧର୍ମ-କର୍ମ କରିବ । କିନ୍ତୁ,
ଦେଖି, ତା ଆରି କିଛୁଦିନ ହବେ ନା—ହୀନ ମୋଟେଇ ହବେ ନା ;—ଏହି
ନୟ-ଆନିର ବିଷୟ ଆର ସମ୍ମାନ ରଙ୍ଗାର ଜଣ୍ଠ ନାନା କାଣ୍ଡ କରିତେ-
କରିତେଇ ଆମାର ଜୀବନ ଶେଷ ହବେ । ତା ହୋକ, ତାତେ ଆମାର ମନେ

শ্রোতৃ-আলি

একটুও দুঃখ হবে না। অনাথা অসহায়া বিধবার সম্মান রক্ষার জন্ত
আমি সব করব। মনোহর চাটুর্যে দেখতে পাবে যে, এই বুড়ো
বয়সেই আমি তাকে সাত-ষাটের জল ধাওয়াব। সমাজের ভয়
তুমি কোরো না সিধু! জান না, কল্কাতার কোন্ একজন
বড়মানুষ যুবক তার মাকে বলেছিল ‘মা, জাত-জাত কি বলছ?
জাত আমার এই বাস্তুর মধ্যে।’ বলতে অবশ্য কষ্ট হয়, কিন্তু না
বলেও পারছিনে সিধু, এখন জাত তোমার ধাজানা-বরের লোহার
সিন্দুকের মধ্যে। আগের মত—বেশী আগেরও নয়, আমরা ছেলে
বেলায় যেমন দেখেছি, তেমনিও বদি সমাজের অবস্থা হोতো, তা
হলে ভয়ের কারণ ছিল; কিন্তু, এখন আর সে ভয় নেই। তুমি
কি দেখতে পাচ্ছ না যে, টাকায় এখন সব হয়। শাস্ত্র-বিধান
এখন আর নাই, এখন স্বধু আছে টাকা! সমাজ কৈ? বিধি-
ব্যবস্থা মানে কয়জন? স্বধু তর্ক করবার সময়, আত্মপক্ষ সমর্থন
করবার সময় লোকে শাস্ত্রের দোহাই দেয়, শ্লোক দেখায়; কিন্তু
পদে-পদে তারা শাস্ত্রের বিধান লভ্যন কয়চে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ কার্যস্থ,
সকলেরই ঐ দশা! এমন সমাজ, এমন প্রতারণাপূর্ণ সমাজ যদি
তোমাকে ত্যাগ করে, তবে ত দুঃখের কোন কারণ নেই। এ
সমাজে থাকাই পাপ! স্বধু মিথ্যার রাজত্ব। তার পর শোন বাবা,
যে কারণে ওঁরা তোমাকে সমাজের ভয় দেখাচ্ছেন, সে কারণটাকে
আর তুচ্ছ করলে চলবে না। তোমরা গোপড়া জান, তোমরা
বিদ্বান হয়েছ, তোমরা অনেক পড়াশুনা করেছ; আমি সে সব কিছুই
জানিনে; কিন্তু আমি বলতে পারি, মানন্দার মত মেঝেকে যে সমাজ

শোল-আনি

গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সে সমাজের মনুষ্যাঙ্গ নেই—সে সমাজের আর পবিত্রতার জ্ঞানই নেই। তুমি বল্বে, ঠারাও বলেছেন যে, এত কালের মধ্যে এমন অবস্থায় অত্যাচারগত্বা স্বীকৃতকে তাঁহারা সমাজে স্থান দেয় নাই। তাঁরা পূজনীয় ; তাঁদের আমি অসম্মান করছি নে। কিন্তু তাঁরা কি কাজটা ভাল করেছেন ? এই শ্রেণীর অসহায়া, নিরপরাধা সতী রমণীর চম্পের কালেটি আমাদের সমাজের এই দুর্দশা হয়েছে ; তাদের অভিসম্পাদনে আমাদের হিন্দুসমাজের এমন অধঃপতন হয়েছে। তুমি সেই সম সংশোধনের ভার নিয়েছে বাবা, তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পর্ক যদি একেন্দ্র্য যায়, তা হলেও তোমার কোন দুঃখ থাকবে না ; একজন অনন্ধা বিধিবাকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি তুমি চির-দারিদ্রাকে বরণ করে নেও, তাঁর বাড়া গৌরব আর নেই। এই ভেবেই আমি তোমাকে এ কাজে নামিয়েছি। মানদাকে সমাজে ঢালাতে হবে ; তাঁর জন্ম যদি দলাদলি হয়, হোক। সবাই তোমার পক্ষে আন্দৰে, এ আশা তুমি করতে পার না, আমিও করি না। তোমার কাকা-বাবুর মত ভঙ্গ ধার্মিক দেশে অনেক আছেন ; তাঁরা বাধা দেবেনই। কিন্তু, তুমি তোমাকে অসহায় মনে কোরো না। তোমার মত যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, যাঁরা সত্যানিষ্ঠ, যাঁরা কর্তব্যপরায়ণ, বাংলা দেশে তেমন লোকেরও অভাব নেই। তাঁরা তোমার সহায় হবেন। মনোহর চাটুর্যে তোমার সঙ্গে আহার বন্ধ করবেন, কিন্তু মনোহর অপেক্ষাও মনোহর কত মহাআ তোমার পক্ষ অবলম্বন করবেন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি জয়-যুক্ত হবে। আর

ମୋଲ-ଆମି

ଆଗେ ଓ ବଳେଛି, ଏଥନ୍ତି ବଳେଛି, ଏହି ବୁଡ଼ୀ ବସନ୍ତ, ପରିବାର ପୂର୍ବେ
ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମନୋହର ଚାଟୁର୍ଯ୍ୟକେ ଆବାର ଏକଟୁ ଭାଲ କରେ ଶିକ୍ଷା
ଦିଯେ ଯେତେ ପାରବ । ”

ମାନଦା ପାଞ୍ଚର ସରେ ଏତକ୍ଷଣ ଡିଲେନ । ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ଧୀରେ ଧୀରେ
ତୀହାର ମାତାର ସହିତ କଥା ବଲିଯାଇଲେନ ; ମାନଦା ତଥନ ମୋଟେଇ
କିଛୁ ଶୁଣିତେ ପାନ ନାହିଁ । ରମାଶୁନ୍କରୀଓ ପ୍ରଥମେ ଧୀର ଭାବେଇ କଥା
ବଲିଯାଇଲେନ ; କିନ୍ତୁ ତିନି କ୍ରମେ ଯତ ଉତ୍ତେଜିତ ହଇତେ ଲାଗିଲେନ,
ତୀହାର ସ୍ଵରଓ ଉଚ୍ଚ ହଇତେ ଲାଗିଲ ; ମାନଦା ତୀହାର ଶେଷେର କଥାଙ୍ଗଲି
ସମସ୍ତଇ ଶୁଣିଲେନ । ତୀହାକେ ଆଶ୍ରଯ ଦିଯା ଏହି ଦୟାଲୁ ପରିବାର ସେ
ବିପଦ ଡାକିଯା ଆନିଯାଛେନ, ତାହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ତିନି ପୂର୍ବେଇ
ବୁଝିତେ ପାରିଯାଇଲେନ ; କିନ୍ତୁ ସେ ବିପଦ ସେ ଏମନ ଭୟକ୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ
କରିବେ, ଦୁଇ ମରିକେର ବିବାଦାଗମ ଏମନ ପ୍ରଚଣ୍ଡଭାବେ ପ୍ରଜ୍ଞଲିତ
ହଇଯା ଉଠିବେ, ଏତ୍ତୁର ତିନି ଭାବିଯା ଉଠିତେ ପାରେନ ନାହିଁ ।
ଏଥନ ରମାଶୁନ୍କରୀର କଥା ଶୁଣିଯା ତିନି ଖାତା ହଇଲେନ ; ତୀହାର ବଡ଼ି
ଅନୁତାପ ଉପାଦିତ ହଇଲ । କେନ ତିନି ଇହାଦେର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ
କରିଯା ଏହି ସାଧୁ ପରିବାରକେ ବିପନ୍ନ କରିଲେନ । ତିନି ଆର ଶ୍ରି
ଦାକିତେ ପାରିଲେନ ନା ; ଦୀରପଦବିକ୍ଷେପେ ସର ହଇତେ ବାହିର ହଇଯା,
ଦେକଷେ ମାତାପୁତ୍ରେର କଥୋପକଥନ ହିତେଛିଲ, ମେଟ କଷେ ପ୍ରବେଶ
କରିଲେନ । ରମାଶୁନ୍କରୀର ବକ୍ତ୍ବା ତଥନ ଶେବ ହଇଯାଛେ । ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର
ସେ କି ବନିତେ ଯାଇତେଛିଲେନ, ଏଥନ ସମୟ ମାନଦା ପ୍ରବେଶ କରିଯା
କହିଲେନ “ଦିଦି ! ତୋମାଦେର ମକଳ କଥା ଆମି ଶୁଣିତେ ପାଇ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ତୁମି ଶେଷେ ସେ କଥା ଗୁଲୋ ବଲୁଲେ, ତାତେ ବେଶ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ,

ଶୋଇ-ଆନି

ଏହି ହତଭାଗୀଙ୍କ ବାଡ଼ୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଯେ ତୋମରା ମଃ 'ବପଦେ ପଡ଼େଛ । ଆମର ଜଣ୍ଠ ତୋମରା ସବେ-ସବେ ଝଗଡ଼ା-ବିବାଦ କରିବେ ବସେଛ । ତୋମର ପାଯେ ଧରେ ବଲଛି ଦିଦି, ଅମନ କାଜ କୋରେ ନା । ଆମରା କୋଥାକାର କେ, ସେ ଆମାଦେର ଜଣ୍ଠ ତୋମରା ଏମନ ବିଷ ହାତା କରେ ଦେକେ ନିଲେ । ଆମାଦେର ବିଦ୍ୟ କରେ ଦେଓ । 'ଫଳାଦେଖେ ଅନ୍ତରେ ସା ଗାକେ, ତାହି ହବେ ।' ଏହି ବଣିଯା ମାନଦା ରମ୍ଭନ୍ଦନର ପଦବ୍ୟ ଜଡ଼ାଇୟା ଧରିଲେନ ।

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବ୍ୟକ୍ତଭାବେ ମାନଦାକେ ତୁଳିଯା ବଣିଲେନ "ଆମରା କି କରବ ନା କରବ, ଆମାଦେର କି ହଲେ ନା ହବେ, ତା କେବେ ବୁଝି । ତାର ଜଣ୍ଠ ତୋକେ ବ୍ୟକ୍ତ ହତେ ହବେ ନା । ତୋକେ, 'କ ପଥେର ଭିଥାରିଣୀ କରେ ଦେବାର ଜଣ୍ଠ ଆମି ନିଯେ ଏସେଦି ମାନଦା' ମେ କଥା ଓ ମନେ କରିସ୍ତିନା । କେ ଆମାଦେର କି କରତେ ପାରେ, ଆମ୍ବକ ନା । ସମାଜେର କଥା ବଲଛିମ୍ ? ସେ ସମାଜ ତୋକେ ଧାରେ ଧାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିତେ ପାରେ, ମେ ସମାଜ ଆମରା ଢାଇଲେ । କେବଳ ଆଗେ ମେହି କଥାଟି ମିଧୁକେ ବଲ୍ଲଚିଲାମ । ତୋକେ ଆମରା କେବେ ଦେବ ନା, ତୋକେ କୋଥାଓ ଯେତେ ଦେବ ନା । ସମାଜେର ଏହି ଅମାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହି ଗର୍ହିତ ବ୍ୟବହାର ନିବାରଣ କରିବାର ଜଣ୍ଠଟ ତୋକେ ଆମରା ନିଯେ ଏସେଛି । ଏହି-ନୟ-ଆନିର ବାଡ଼ୀର ଶେଷ ଇଂଟିଥାନା ଦୀର୍ଘ ଥାକୁତେ ଆମରା ତୋକେ କୋଥାଓ ଯେତେ ଦେବ ନା । ତୋର ଅପରାଧ କି ? ତୁଟ୍ଟ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର । ତୋକେ ଉପଲକ୍ଷ କରେ ଅମାର ପୁତ୍ର ମିଦ୍ଦେଶର ଏକଟା କାଜେର ଘତ କାଜ କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ବଲେଛି ତ, ଏତେ ଆମାଦେର ଘରେ ଛଟୋ ଦଳ ହବେ । ତାତେ ଆମାଦେର ଦଳ ସେ

ଶୋଲ-ଆନି

একেবারে ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ ହବେ, ତା ଆମି ମନେ କରିନା । ବେଶ ତ,
ହୋକ ନା ଦୁଟୋ ଦଲ । ତାତେ ଆମରା ଭୟ ପାଇଁ ନା । ଦେବୀପୁରେର ନୟ-
ଆନିର ସରେ ସଥେଷ୍ଟ ଟାକା ମଜୂତ ଛିଲ ; ଆମିଓ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା
ବାଡ଼ିଯେଛି, କମାଇ ନାହିଁ । ସେଇ ଟାକା ଏହି ସଂ କାଣ୍ଡୋ ବ୍ୟାଯ ହୋକ ।
ଆମାଦେର ସଂସାରେ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖ୍ଛ । ବୌମାର ଜୀବନେର ଆଶା
ନେଇ । ଏକଟା ଛେଲେ କି ମେଯେଓ ତୋଳୋ ନା । କବେ ସେ ମେ ଚୋଥ
ଯୁଜୁବେ, ତା ବଲ୍ଲତେ ପାରିନେ । ତାର ଦେହତାଗ ହଲେ ସିନ୍ଧେଶ୍ଵର ସେ କି
କରବେ, ତା ଆମି ତାର ମା, ଆମି ବେଶ ବୁଝାତେ ପେରେଛି । ଏ ନୟ-
ଆନିର ବଂଶେ କେଉ ଥାକୁବେ ନା—ଏ ବଂଶ ଲୋପ ହବେ । ତଥନ ଏ
ଜମିଦାରୀ, ଏତ ଟାକା କି ହବେ ? ତାହିଁ ଭଗବାନ ଲୋକ ଏନେ ଦିଯେ-
ଛେନ, ବୁଝେଛିସ । ଏ ସବହି ତାଙ୍କ ଖେଳା ! ସେଇ ଖେଳାଇ ହୋକ ନା ।
ମାନଦା ,ତୁହି ଆମି ହାଜାର ଚେଷ୍ଟା କବଳେ, ହାଜାର ବାଧା ଦିଲେଓ ସେ
ଖେଳା ବନ୍ଧ ହବେ ନା । ମେ ଚେଷ୍ଟା କରାଓ ବୃଥା । ଏହି କଥା ମନେ କରେ
ଯାଥିସ, ଆର ତୋକେ କିଛୁ ବଲ୍ଲତେ ଚାଇନେ । ତୁହି ମନେ କିଛୁ କରିସ୍
ନା । ତୁହି ଆମାଦେର ଆପନାର ଜନ ହୁଁଛିସ ; ପର ମନେ ହଲେ
ଏମନ କରେ ତୋକେ ବୁକେ ତୁଲେ ନିତାମ ନା ।”

ମାନଦାର ଚକ୍ର ଜଲଭରାକ୍ରାନ୍ତ ହଇଲ । ତିନି ଏକବାର ସିନ୍ଧେଶ୍ଵରେ
ମେଇ ଉଦାର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଧୀର, ସ୍ଥିର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାହିଲେନ ; ମେ ମୁଖେ
ସ୍ଵଗୀୟ ବିମଲ ଜ୍ୟୋତିଃ ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ । ତାହାର ପର ରମାମୁନ୍ଦରୀର
ଦିକେ ଚାହିଲେନ ; ଦେଖିଲେନ ଜଗନ୍ମାତା ଜଗନ୍ନାତୀ ଯେନ ଶ୍ରେ-କୋଳ
ବିଶ୍ଵାର କରିଯା ଜଗତେର ପାପୀ-ତାପୀ ଅନାଥ-ଅନାଥାକେ ମେଇ ବିଶ୍ଵ-
ବ୍ୟାପୀ କ୍ରୋଡ଼େ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜନ୍ମ ସମ୍ବେଦେ ଆହ୍ଵାନ

ଶୋଲ-ଆନ୍ଦ୍ର

କରିତେଛେ । ମାନଦ୍ଵା ତଥନ ଗଲଗପୀକୁତ ସାମେ ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ଚରଣେ
ଅଣାମ କରିଲେନ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ତୀହାକେ ତୁଳିଯା ବକ୍ଷେର ମଧ୍ୟେ ଚାପିଯା
ଧରିଲେନ । ଧରାତଳେ ସ୍ଵର୍ଗେର ପବିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟର ଜ୍ଞାନକ ଅଭିନନ୍ଦ
ହଇଯା ଗେଲ ।

[১২]

সাত-আনির জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্তব্য স্থির করিতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না, এবং সে জন্য অধিক চিন্তা ও করিতে হইল না। একটু পরেই পীতাম্বর ঘটক ও অধিকারী পালকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহাদিগকে গ্রামের মধ্যে প্রেরণ করিলেন ; এবং গ্রামে দাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে সেইদিন সন্ধ্যার পরই সাত-আনির বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার পরই সভা সমিল ; গ্রামের অনেকেই উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত মনোহর বাড়ু তাঁহাদের সম্মুখে কালাটাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রখানি পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে, এই পত্রের বিবরণ মে সত্তা, তাহা তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে বর্তমান ক্ষেত্রে কি কর্তব্য, তাহাই অবধারণের জন্য তিনি গ্রামের সকলকে ডাকিয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার অনুগত ও আর্শিত, তাঁহারা সকলেই একবাকে বলিলেন যে, সিদ্ধেশ্বর চাটুর্যাকে সমাজে অচল করিতেই হইবে ; তবে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জ্ঞানান কর্তব্য। তিনি যদি দশজনের কথার অবাধ্য তইয়া উক্ত স্ত্রীলোককে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে

ତୀହାର ସହିତ ଆହାର-ବ୍ୟବହାର ତାଗ କରା ବା ନୀତି ଦେଖିବାର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସୀହାରା ନୟ-ଆନିର ଅନୁଗତ ଲୋକ, ତୀହାରା ଏହିମେନ ଯେ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନୟ-ଆନିର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନା କରିଯା ତୀହାରା କୋନ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିତେ ପାରେନ ନା ।

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ, “ଆମ ଏହି ବିଷୟରେ ନାମିମାର ଜଣ୍ଠ ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରକେ ଡାକିଯା ଆନିଯାଛିଥାମ । ମେକିଛୁଟେ କେ ହୋଲୋକକେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନା, ବଲିଯା ଗିଯାଛେ ; ଏବଂ ତାପରଙ୍ଗ ଆମାକେ ଉ ସଥେଷ୍ଟ ଅପମାନନ୍ଦକ କଥା ବଲିଯା ଗିଯାଛେ । ଏହା ହେଉଥାରେ ତାଙ୍କାକେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୁନରାୟ ଜିଜ୍ଞାସାର କୋନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହା ଦେଖିତେଛି ନା । ଅପନାଦେର ସୀହା ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କାକେ କରିବାରେ ପାରେନ । କିନ୍ତୁ, ଆମି ଆପନାଦିଗକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଲିର୍ତ୍ତେତି ଯେ, ଅତିରି ମାତ୍ର ନୟ-ଆନିର ସହିତ କୋନ ସାମାଜିକ ସଂଶ୍ରବ ରାଖିବ ନା, ଏବଂ ଅପନାଦେର ମଧ୍ୟେ ସୀହାରା ନୟ-ଆନିର ସହିତ ଆହାର-ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତୀହାଦେର ସହିତ ଓ ଆମାର କୋନ ସଂଶ୍ରବ ଥାକିବେ ନା । ନାମେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଅନ୍ତାୟ କାର୍ଯ୍ୟେର ପ୍ରେସର ଆମି ଦିତେ ପାରିବ ନା ।”

ନୟ-ଆନି ଓ ସାତ-ଶାନି ଉଭୟ ପରିବାରେରଇ ପରମାନନ୍ଦ ଶୋଇ-ଆମକୁ ରଯୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶ୍ରୀ ମହାନାନ୍ଦ ଉପଦ୍ରିତ ଛିଲେନ । ‘ତାନ ଶାସ୍ତ୍ରକ୍ଷେ, ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବାକ୍ତି ।’ ଶାନେର ମଧ୍ୟେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସାୟ ବଜରାନ ତୀହାର ଆଛେ । ତିନି ଶୁଦ୍ଧେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରେନ ନା ; ବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାଯାନ ବ୍ୟବସାୟ । ଉଭୟ ସରିକେର ମଧ୍ୟେରେ ତୀହାକେ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି କରିଯା ଥାକେନ । ତିନି ଅତି ଅନ୍ତରଭାଷୀ ବାକ୍ତି । ‘ଏହି ବଲିଲେନ “ଛୋଟ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣିର ଧନୀ ବାକ୍ତି, ଆପଣିର ସାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହାଟି କରିତେ

ଶୋଳ-ଆନ୍ତି

ପାରେନ । ଆମି ଯଜନ-ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ; ଆପନାଦେଇ ଦୁଇ ସରିକେବେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ଆମରା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ କରିଲା ଆସିଥିଛି । ଏଥିନ ଅକ୍ଷ୍ମାଂ ତାହାରିଟ ଏକଟୀ ସରିକେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ହଇଲେ ବ୍ୟାପାରଟୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷ ଅନୁମନ୍ଦାନ ଲାଗୁ ପ୍ରୋଜନ । ବିନା ଅନୁମନ୍ଦାନେ କେବଳ ଏକପକ୍ଷେର କଥା ଶୁଣିଯା କୋନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରା କି ଯୁକ୍ତିସମ୍ଭବ ହିଁବେ ? ଆମି ବଲି, ଆମି ତ ଓ-ବାଡ଼ୀରେ ପୁରୋହିତ ; ଆମି ଯାଇଯା ବଡ଼ ବାବୁକେ ଏବଂ ବଡ଼ ଗିନ୍ଧିକେ ସମସ୍ତ କଥା ନିବେଦନ କରି ; ତାଦେଇ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ, ତାହା ଓ ଶୁଣି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାର ଯା ଅଭିମତ, ତାହା ଓ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ବଲି । ତାହାର ପର ସମସ୍ତ ଜାନିଯା-ଶୁଣିଯା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିଁବେ, ତାହାଇ କରା ଯାଇବେ ।' ଏତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରିବାର ତ କୋନ ପ୍ରୋଜନ ଦେଖା ଯାଇତେଛେ ନା ।"

ମନୋହର ବାବୁ ବଲିଲେନ "ଆପନାର ଇଚ୍ଛା ହୟ, ଆପନି ଓ-ବାଡ଼ୀତେ ଗିମ୍ବେ ସମସ୍ତ ଜାନ୍ତେ ପାରେନ ଏବଂ ତାହାର ପର ଆପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁବ କରତେ ପାରେନ । କିନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମି ପୂର୍ବେଇ ବଲେ ରାଖିଛି ଯେ, ଆପନି ଯଦି ଭାନ୍ତି-ବଶତଃ ତାଦେଇ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରେନ, ତାହା ହଇଲେ ଆପୁନାରା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଏ ବଂଶେର ପୁରୋହିତ ହଇଲେଓ ଆପନାକେ ତ୍ୟାଗ କରତେ ଆମି ବାଧ୍ୟ ହେ । ଆମି ଯା ହିଁବ କରେଛି, ତା ଆର ନଡ଼ିଚଢ଼ ହବେ ନା, ଏ କଥା ଆମି ବଲେଇ ରାଖିଛି ।"

ଏଇ ବୈଠକେ ଆର ଏକଟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପହିତ ଛିଲେନ । ତିନି ଐ-ଏକ-ବକ୍ରମେର ମାନୁଷ । ସଂମାରେ ତାହାର କେହିଁ ନାହିଁ । କିଞ୍ଚିତ ବ୍ରଜୋତ୍ତର ଆଛେ । ତାହାତେ ଯାହା ଆସି ହୟ, ତାହାଇ ତାହାର ମସଲ ।

ଶ୍ରୋମ-ଆନି

ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ନେଶାଥୋର—ଗାଁଜା ଓ ସିଙ୍କି ତୀହାର ନିତ୍ୟ ସହଚର । ଅବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ନେଶାର ଖରଚେର ଜନ୍ମ ତୀହାକେ କାହାର ଓ ସ୍ଵାରସ୍ତ୍ର ହିତେ ହୟ ନା ; ବରଙ୍ଗ ଦୁଇ-ଚାରିଜିନ ନିଃସ୍ଵ ନେଶାଥୋର ତୀହାରଙ୍କ ସ୍ଵାରସ୍ତ୍ର ହୟ । ଲୋକଟୀର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ଏହି ଯେ, ମେ ଉଚିତ-ବକ୍ତା,—ମେ ଉଚିତ କଥା ବଲିତେ କାହାକେଓ କ୍ରଟୀ କରେ ନା । ତାହାର ନାମ ଶୀତଳ ଠାକୁର ।

ଦିନ ପାଡ଼ାୟ କମେକଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳ ବାଧିଆ ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀତେ ଆସିତେଛିଲେନ, ତଥନ ପଥେର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଠାକୁରେର ସହିତ ତୀହାଦେର ସାକ୍ଷାତ ହୟ । ଏତଙ୍ଗଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକମଙ୍ଗେ ଯାଇତେଛେନ ଦେଖିଆ ତାହାର ମନେ ହଇଲ ନିଶ୍ଚୟଇ ତୀହାରା କୋଥାଓ ନିମସ୍ତ୍ରଣେ ଯାଇତେଛେନ । ମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ “କି ଗୋ ବାଢ଼ୁଧ୍ୟେ ମଶାଇ, ଦଳ ବେଂଧେ କୋଥାୟ ଯାଓଯା ହଚ୍ଛେ ? ନିମସ୍ତ୍ରଣ ପେକହେ ନା କି ? କିନ୍ତୁ ତା ହଲେ ଶୀତଳ ଠାକୁର ବାଦ ଯାଯ କେନ ?”

ବାଢ଼ୁଧ୍ୟେ ମହାଶୟ ବଲିଲେନ, “ନା ହେ ଶୀତଳ, ଏଥନେ ନିମସ୍ତ୍ରଣ ପାକେ ନାହିଁ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବିଲମ୍ବଓ ରେହି । ଚଲ ନା, ସାତ-ଆନିତେ, ସବ ଜାନ୍ତେ ପାରବେ ।”

ଶୀତଳ ଠାକୁରେର ତଥନ ବିଶେଷ କୋନ କାହିଁ ଛିଲ ନା ; ତାହାର ମନେ ହଇଲ, ଏତଙ୍ଗଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥନ ସାତ-ଆନିତେ ସାଇତେଛେନ, ତଥନ ବୌଧ ହୟ ଅଦୂର-ଭବିଷ୍ୟତେ କୋନ ଏକଟା ସ୍ଵର୍ଗୋଂମର୍ଗ ବ୍ୟାପାରେର ସଜ୍ଜାବନା ହଇଯାଛେ । ଯାକ୍, ମଙ୍ଗେ ଗିଯେଇ ଦେଖା ଯାକ ନା । ଏହି ଭାବିଆ ଶୀତଳ ଠାକୁରଓ ମନୋହର ବାବୁର ବୈଠକଥାନାମ୍ବ ଗିଯାଛିଲ । ମେ ଚୁପ କରିଆ ବସିଆ ସମସ୍ତ କଥାଇ ଶୁଣିଲ । ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ

শ্রোল-আনি

মত প্রকাশ করিবার পর নানা জনে সপক্ষে বিপক্ষে নানা কথা
বলিতে লাগিলেন ; কেহ বা শাস্ত্র-বচন তুলিয়া আসর গরম করি-
বার আয়োজন করিলেন, কেহ বা মন্ত্রক সঞ্চালন পূর্বক ঘৃত্তি
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।

শীতল ঠাকুর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; তাহার
সর্বাঙ্গ এই আলোচনায় জলিয়া উঠিল । সে একটু উচ্ছেঃস্বরে
বলিল “মশাইরা একটু ধামতে পারেন । এই শীতল ভট্টাচার্যও
ত গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ; তার কথাটাও ত শুনতে
হয় ।”

কে একজন বলিল “তোমার আবার কথা ! তুমি জান গাঁজা
আর ভাঙ ।” শীতল ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিল “আরে বাবু,
শুধু গাঁজা আর ভাঙ জানব কেন, অনেক কথাই জানি । বলি,
এই যে তোমরা ‘জাত গেল’, ‘জাত গেল’ বলে একটা হল্লা তুলেছ,
তোমাদের কাজ করে না ? আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা ।
আমি তোমাদের ন-আনি সাত-আনি—কারো বাগানের পাতা-
টুকু কেটেও ভাত খাইনে । ব্রহ্মোত্তর ভোগ,—কারো
তোয়াকা রাখি নে । আমার কাছে সোজা কথা শোন ।
এই যে সিধু বাবুকে একঘরে করতে চাচ্ছ, কিন্তু তার মত
মানুষ তোমাদের এই দেবীপুরে—শুধু দেবীপুর কেন, আশপাশে
দশখানা গাঁয়ের মধ্যে দেখাও দেখি । ও-সব বামনাইয়ের
বড়াই এই শীতল ঠাকুরের সুস্থুরে করো না—নেশাখোর
মানুষ—এই সভার মধ্যে সব ভেঙ্গে দেবে ।”

ମନୋହର ବାବୁ ବ୍ରାଗିମ୍ବା ଉଠିଯା ବଲିଲେନ “କି ତୁମି ଭେଦେ ଦିତେ
ପାର ଶିତଳ ? ବଲଇ ନା ?”

ଶିତଳ ବଲିଲ “ତା ହଲେ ବଲେ ଫେଲି । ଏ ସେ ଓ-ପାଡ଼ାର
ତିନକଡ଼ି ଚାଟୁର୍ଯ୍ୟ ତାର ଭାଦ୍ରବଧୁକେ ନିଯେ ଆଛେ, ମେ କଥା
ମଶାଇରା ଜାନେନ ନା ? କୈ ତାକେ ତ କେଉ ଏକଥରେ କରେନ
ନାହି ! ଆର ଯିନି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଗଲା କରେ ତର୍କ କରିଛେ, ବଲବ
ନା କି—ହା ବଲବ ନା କି, ତର୍କରୁଳ ମଶାୟ, ଆପନାର ଗୁଣେର କଥା !
ଏହି ଶିତଳ ଠାକୁରେର ହାତ ପୈତେ ଦିଯେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରିବାର ବୃତ୍ତାନ୍ତଟା !
କେମନ ସତି କି ନା । ବେଶ ତ, ଆଗେ ଏଦେର ଏକଥରେ କରନ,
ତାର ପର ଓ-ବାଡ଼ୀର ସିଧୁ ବାବୁର ବିଚାର କରା ଯାବେ । ମେ ବେଚାରୀ
ଅପରାଧ କରେଛେ କି ?—ନା ଏକଟା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମ-କଞ୍ଚାକେ ଏକଟା
ସାଂଡେ ଆକ୍ରମଣ କରେଛିଲ ; ସିଧୁବାବୁ, ତାକେ ବାଜାରେ ସର ବେଧେ
ଦିଯେ ଏହି ତୋମାଦେର ମତ ଦଶଜନ ବକଧାର୍ମିକେର ପଥ ଖୋଲିମା
କରିତେ ନା ଦିଯେ, ତାକେ ଆଶ୍ରଯ ଦିଯେଛେ । ଏହି ତାର ଅପରାଧ,
କେମନ ! ଆରେ ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କି ଆର ଆମି ଚିନିଲେ । ଆମି ସଥନ-
ତଥନଇ ଗିଯେ ଥାକି—ଆମାର ପିସି ସେ ଶୁବର୍ଣ୍ଣପୁରେର ବୀଡୁଯେଦେର
ବୌ—ତାତ ଜାନ । ଆମି ଗୋରାଟାଦକେଓ ଚିନତାମ, କାଲୁ ମୁଖ-
ଯେକେଓ ଜାନି । ଆମି ଓ-ଗାୟେର ଅନେକେଇ ଠାଡ଼ୀର ଥବରାଓ
ଦିତେ ପାରି । ଏହି ଶିତଳ ଠାକୁର ଗାଁଜାଇ ଥାକ ଆର ସିନ୍ଧିଇ ଥାକ,
କାରାଓ ମୁଖ ଚେଯେ କୋନ ଦିନ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲେ ନାହି । ଆମି ଏକ-
ଗଲା ଗଞ୍ଜଲେ ଦୀନିଯେ ବଲ୍ଲତେ ପାରି, ଗୋରା ମୁଖ୍ୟେର ବୌକେ କେଉ
କୋନ ନିଲେ କରେ ନାହି ; ଏଥନ ସେ କରବେ, ତାର ଜିଭ ଥିଲେ ପଡ଼ିବେ ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ତାକେ ଆଶ୍ରଯ ଦିଯେ ସିଧୁ ବାବୁ ବାପେର ବେଟାର ମତ କାଜ କରେଛେ । ବେଶ କରେଛେ ।”

ମନୋହର ବାବୁ ଆର ନୀରବେ ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣିତେ ପାରିଲେନ ନା ; ତିନି ବଲିଲେନ “ଓହେ ଶୀତଳ, ତୋମାକେ କେଉ ମାଙ୍ଗୈ ଦେବାର ଜଗ୍ତ ଡାକେନି । ଏ ଗେଂଜେଲଟାକେ ଆବାର କେ ଜୁଟିୟେ ନିଯେ ଏଳ । ସାଓ ହେ, ତୁମି ତୋମାର ଅଭିଭାବ ସାଓ ; ଭଦ୍ରଲୋକେର ମଜ୍-ଲିସେ, ଏ ସବ ସାମାଜିକ କଥାର ମଧ୍ୟେ ତୋମାର ମତ ଅର୍ବାଚୀନ ପାଜୀର ସ୍ଥାନ ନେଇ ।”

ଶୀତଳ ଲାଫାଇଙ୍ଗା ଉଠିଲ ; ଚକ୍ର ଛହଟି ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବଲିଲ “କି ବଲ୍ଲେ ଛୋଟକର୍ତ୍ତା, ଆମି ପାଜୀ, ଆମି ଅର୍ବାଚୀନ । ତବେ ଆର ତୋମାକେଇ ବା ଛେଡେ କଥା ବଲି କେନ ? ମନେ କରେଛିଲାମ, ତୋମାର ଶୁଣେର କଥା ତୋମାର ବାଡ଼ୀତେ ବ'ସେ ଆର ତୁଲବ ନା । ପାଜୀ ସଥନ ବଲେଛ, ତଥନ ଏହି ସଭାର ଲୋକ ବିଚାର କରୁକ, କେ ବେଶୀ ପାଜୀ, ତୁମି ନା ଆମି ! ତୁମି ଯେ ସାତ-ଆନିର ମାଲିକ ହୟେ ଅମନ କର୍ତ୍ତାଗିରି କରେ ସିଧୁ ବାବୁର ଜାତ ମାରତେ ବସେଛ, ନିଜେର ଜାତେର କଥାଟା ଭେବେଛ କି ? ଏ ଯେ ସଦ୍ଦୀକେ ଏଥନ ରାଜରାଣୀ କରେଛ, ଦିନ ଗେଲେ ତାର ପାଦକ-ଜଳ ସାଓ, ତାର ତୈରୀ ଲୁଚି ତର-କାରୀ ସାଓ, ତାର ପରିଚୟଟା ଜାନ । ଏ ସଦ୍ଦୀ ବିଧବା ହଲେ କାର ଆଶ୍ରୟେ ଛିଲ, ଜାନ ? ଏହି ତୋମାରିଇ ଚାକର ଛଲିମ ସଦ୍ଦାରେର । ଆମିଇ ଏକଦିନ ବେଟାକେ ଖଡ଼ମ-ପେଟା କରେଛିଲାମ,—ଗୟଲାର ମେଘେ ସଦ୍ଦୀର ତାତେ ରାଗ ଦେଖେ କେ ? ଛଲିମ ଆମାର ଭୟେ ଆର ଓ-ମୁଖେ ହଲୋ ନା । ସଦ୍ଦୀ ଏସେ ତୋମାର ବାଡ଼ୀ ଦାସୀ ହଲୋ—ଏଥନ ତ ଦେଖି

ଶୋଲ-ଆନି

ମେ ମନୋହର ଚାଟୁଷ୍ୟର ଷୋଲ-ଆନାର ମାଲିକ ହେଁଛେ । ଜାତ ସଦି ମାରତେ ଚାଓ, ତା ହଲେ ଆଗେ ମାର ଦେଖି ଏହି ମନୋହର ଚାଟୁଷ୍ୟର, ତାର ପର ଅନ୍ତ କଥା । ଶୀତଳ ଠାକୁର ପାଜୀ ! ତୋମରା ସିଧୁବାବୁର ଜାତ ମାରତେ କେମନ ପାର, ତା ଆମି ଦେଖେ ନେବ । ଏହି ସନ୍ଦେ ଗସ୍ତାନୀର କଥାଟା ଆମି ଯଦି ଏହି ସମାଜେର ଗାଁଯେ ଗାଁଯେ ପ୍ରଚାର କରେ ମନୋହର ଚାଟୁଷ୍ୟର ମୁଖେ ଚୁନ-କାଳୀ ଦିତେ ନା ପାରି, ତା ହଲେ ଆମି ଶୀତଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନାହିଁ । ଆମି ପାଜୀ, ଆମି ଗେଂଜେଲ ; ଆର ଉନି ଭଦ୍ର ଲୋକ !” ଏହି ବଳିଙ୍ଗା ଶୀତଳ ଠାକୁର ମେ ହାନ ତାଗ କରିଲ । କାହାରୁ ମାଧ୍ୟ ହଇଲ ନା ଯେ ଏକଟି କଥା ବଲେ ।

[১৩]

সাত-আনির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শীতল হাসি
আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে একেবারে হাসিয়া আকুল
হইল। হো-হো-হো, আরে হা-হা-হা !

নয়-আনির গোপাল সন্দীর পথ দিয়া যাইতেছিল ; সে ঠাকু-
রের হাসি শুনিয়া আর তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিল “ক গো
ঠাকুর ! আজ বুঝি মাত্রাটা খুব চড়িয়েছে। একেবারে হেসে
যে পাগল হয়ে গেলে !”

শীতল ঠাকুর তাড়াতাড়ি যাইয়া গোপালের হাত ধরিয়া বলিল
“ওরে গোপাল ! হাঃ-হাঃ হাঃ। হো-হো হো !”

গোপাল বলিল, “তুমি সত্যই পাগল হলে না কি ! কথা
নেই, বাঞ্চা নেই, শুধু হাঃ হাঃ আর হোঃ হোঃ ! বলি ব্যাপারটা
কি ?”

“ওরে বেটা গোপলা ! আরে হাঃ হাঃ হাঃ !”

“যাও ঠাকুর, তোমার সঙ্গে মাতলামী করবার সময় নেই ;
আমি পুরুত-ঠাকুরকে ডাকতে যাচ্ছি। সর !”

“আরে বেটা, ফিরে চল ফিরে চল ! পুরুতঠাকুর সাত-আনিতে
হাঃ হাঃ হাঃ ! ওরে তার বদলে আমাকে নিয়ে চল, বুঝলি গোপাল,
পুরুতের কাজ আমার দিয়েই হবে, হাঃ-হাঃ হাঃ !”

ଶ୍ରୋଳ-ଆନି

“ତୁମি ବଲ କି ଠାକୁର ! ସେତେ ହସ୍ତ ତୁମିଇ ଷାଓ । ଆମି ପୁରୁତ ଠାକୁରେର ବାଡ଼ୀ ଥବର ନା ଦିସେ ଯାଚିନେ !”

“ଓରେ ବେଟା ଗୟଲା, ଶୋନ୍ ! ଶୁଧୁ ଏ ତେଲ-କୁଚକୁଚେ ସା�େ ଚାରହାତ ପାକା ବାଶେର ଲାଠୀ, ଆର ବାବଡ଼ୀ ଚୁଲ, ଆର ଏକ କୋମରେ ଗୋଟି ଥାକଲେଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ହସ୍ତ ନା ରେ ବେଟା ! ସର୍ଦ୍ଦାର ତ ଏହି ଶୀତଳ ଠାକୁର !” ଏହି ବଲିଯା ମେ ତିନ ଲାଫ ଦିଯା ନିଜେର ବୁକେ ହୁଇ ଚପେଟାଘାତ କରିଲ । ତାହାର ପର ବଲିଲ “ଓରେ ବ୍ୟାଟା, ମେ-ଦିନ ଏକଟା ବାଜେ ମାମଲା ଜିତେ ଏକେବାରେ ବାବଡ଼ୀ ନେଡେ ନାଚୁତେ-ନାଚୁତେ ଏମେଛିଲି ! ଭାବି ତ ଏକଟା ମାମଲା ! ତାତେ ସାତ ଆନିର ଆର କି ହେଁଥେଛେ । ଆଜ ସେ ବ୍ୟାଟା ଏକେବାରେ ବାଜୀ ମାଂ ! ହାଃ-ହାଃ ହାଃ !” .

ଗୋପାଳ, ବଲିଲ, “କି ବାଜୀ ମାଂ ଦାଦାଠାକୁର !”

“ହଁଯା, ଏଥିନ ପଥେ ଏମ ବାବା, ତୋଦେର ଗିନ୍ଧି-ମା ଏହି ବିଶ ବହରେ ଯା କରତେ ପାରେନ ନି, ବୁଝିଲି ଗୋପାଳ ! ଏହି ଶର୍ମା ହାଃ-ହାଃ-ହାଃ” ବଲିଯା ଶୀତଳ ତାଲ ଠୁକିଲ ।

ଗୋପାଳ ବଲିଲ “ତାଇ କି ?”

“କି ? ତୋର ବାବାର ମାଥା ! ତୋଦେର ସାତ-ଆନିକେ ଏକେବାରେ ଏକକଡ଼ା କାଣ-କଡ଼ି କରେ ଦିସେ ଏହି ଏଲାମ । ମେ ଭାବି ମଜା ! ହାଃ-ହାଃ-ହାଃ !” .

ଗୋପାଳ ବଲିଲ “ଯାକ୍ ଗେ, ତୋମାର ଓ ବୌକେର କଥା ଆର ଦାଡ଼ିଯେ ଶୁନ୍ତେ ପାରଛିଲେ । ଆମି ଚନ୍ଦାମ !” ଏହି ବଲିଯା ଗୋପାଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁରୋହିତ ମହାଶୟର ବାଡ଼ୀର ଦିକେ ଯାଇତେ ଲାଗିଲ ।

ଶୀତଳ ବଲିଲ “ଯା ବେଟା ଗୟଲା ! ଏ ସେ କି ବଲେ ନା—ଅରସିକେର

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

କାହେ ! ଥାକୁ, ଆର ପଥେର ମଧ୍ୟେ ମୁକ୍ତେ ଛଡ଼ିଯେ କାଜ ନେଇ । ସାଇ
ଏକବାର ସିଧୁ ବାବୁର କାହେ, ପ୍ରାଣ ଖୁଲେ ଏକବାର ହେସେ ନିଇ ଗେ !
ଜିତା ରାଓ ବାବା ଚତୁରଂ ! ତୋମାରଇ ନେଶାତେ ଆଜ ଏକେବାରେ
ସାତ-ଆନି ଏହି ଏତୁକୁ—ଏକେବାରେ ସମା-ଆଧୁଳା !” ଏହି ବଲିଯା
ଅନୁଚ୍ଚରେ କି ବଲିତେ ବଲିତେ ଶୀତଳ ଠାକୁର ନୟ-ଆନିର ବାଡ଼ୀତେ
ସାଇୟା ଦେଖିଲ, ବାହିରେ ବାବୁର ଥାସ ଭୃତ୍ୟ ଚିତନ ଦ୍ଵାଙ୍ଗାଇୟା ଆହେ ।

ଠାକୁର ତାହାର କାହେ ସାଇୟା ବଲିଲ “ଓହେ ବାପୁ ଚିତନଗୁରୁ ନା
ଚିତନ ଦାସ, ଏକବାର ବାବୁକେ ଥବର ଦେଓ ଯେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୀତଳଗୁରୁ
ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଭବଦୀୟ ଦର୍ଶନପ୍ରାର୍ଥୀ ; ବୁଝଲେ ବାବା !”

ଚିତନ ବଲିଲ “କି ଠାକୁର, ଆଜ ଯେ ଦେଖ୍ଛି ତାରି ଫୂର୍ତ୍ତି ।
କ-ଛିଲିମ ଉଡ଼ିଯେଇ ?”

“ଆରେ ରେଖେ ଦାଓ ନା ତାଇ ତାମାସା ! ବାବୁକେ ଥବର ଦେଓ !
ତଥନ ଦ୍ଵାଙ୍ଗିଯେ ଶୁନୋ—କ-ଛିଲିମେ ସାତ-ଆନି ଦଖଲ ହସେଇ !” ଏହି
ବଲିଯା ମେ ବାରାନ୍ଦାୟ ଉଠିଯା ଏକଥାନି ବେଙ୍ଗେ ବମ୍ବିଯା ପଡ଼ିଲ ।

ଚିତନ ବଲିଲ “ସତିଇ ବାବୁକେ ଥବର ଦିତେ ହବେ ?”

“ସତି ନା କି ମିଥ୍ୟା । ତୋର ସଙ୍ଗେ ତାମାସାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହେ ନା
କି ? ସା, ସା, ସେ ବକ୍ଷିଶ୍ଚମିଲବେ—ତାର ଆଧା-ବଥ୍ରା ! ହାଃ—ହାଃ—
ହାଃ !”

ଚିତନ ଆର କଥା ନା ବଲିଯା ବାଡ଼ୀର ଭିତର ଚଲିଯା ଗେଲ । ଶୀତଳ
ଶୁଣ-ଶୁଣ କରିଯା ଗାନ ଧରିଲ—

“ତାରିତେ ହବେ ମା ତାରା ! ହସେଇ ଶରଣାଗତ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟାସେ ତରେ ଗେଲ କତ ପାପୀ ଆମାର ମତ ।—ଆହା ବେଶ !”

ଚିତ୍ତନେର କିରିତେ ବିଲା ହିଲନା ; ମେ ଆମିଙ୍କା ବଲିଲ “ଏକଟୁ
ବୋସେ ଠାକୁର, ବାବୁ ଏଥିନି ଆସିବେନ !”

“ଆରେ ଡାଇ, ଏଥିନି ଏଲେଓ ବନ୍ଦ୍ବ, ତଥି ଏଲେଓ ବନ୍ଦ୍ବ ।
ଆମାର କି ଧାଉଙ୍ଗାର ବୋ ଆଛେ ? ଏତ କଥା ପେଟେ କରେ ଧାଡ଼ୀ ଗେଲେ
ଯେ ବନ୍ଦ୍ବ-ହଜମେହ ମରବ ; ଆର ଏକେଳା-ଏକେଳା ହାନ୍ଦବହେ ବା କତ,
ବୁଝେଛ ଚିତ୍ତନ ?”

ଚିତ୍ତନ ବଲିଲ “ବୁଝାମ ଆମ କୈ ଠାକୁର !”

ଶୀତଳ ବଲିଲ “ନା ବୁଝଲେ ଆର କି କରି ବଳ ? ଆମି ତ କୁଣ୍ଡ
ଦିତେ ପାରିଲେ । ବୁନ୍ଦି ଚାଇତେ ଗେଲେ ଏକଟୁ-ଆଦଟୁକୁ ମେଣା କରିଲେ
ହୁମ୍ । ହାଃ—ହାଃ—ହାଃ !”

“ଆମଙ୍କା ଗରିବ ମାନ୍ୟ, ପେଟଇ ଚଲେ ନା, ତାର ଆବାର ନେଣା !”

“ଅମନ ନେମକହାରାମୀ କଥା ବଲିସିଲେ ଚିତ୍ତନ, ବଲିଲିଲେ । ତୋର
ଆବାର ପେଟ ଚଲେ ନା । ତୁହି ହଞ୍ଚିମ୍ ଧାସ-ଧାସାମା । ହୁହ ହାତେ
ଲୁଠିଛିସ୍ ! ତୋର ଆବାର ପରମାର ଅଭାବ । ଏକଟୁ ଏକଟୁ ଗୀରା ଧର ।
ମନ-ଟମ ବଲିଲେ, ଓ ଜାନିମ୍ ଆମିରୀ ନେଣା । ଏହାଟି ପରମାର ଜ୍ଵାତା,
ବ୍ୟସ, ଏକେବାରେ ଗୀରା-ବାଦଶାହେ ବା କେ, ଆର କେ ବା କେ ! ନଇଲେ
ଆମି ଏହି ଶୀତଳ ଭଟ୍ଟଚାର୍, ଆମି କି ନା, ଆରେ ହାଃ ହାଃ ହାଃ !”

“ତୁମି କି ଏମନ କାଜ କରେଛ ବେ, ହେସେହେ ହେହର !”

“କାଜ—କାଜ ମୟ ରେ, କର୍ମ । ବୁଝେଛିସ୍, ତାର ନାମ ବଲେ କର୍ମ !
ଆମୁନ ନା ତୋର ବାବୁ, ତଥି ଉନ୍ତେହେ ପାନ୍—କାଳ, ନା କର୍ମ ।
ଧାକେ ବଲେ ‘ଡୋନ୍ କେମୋର’—ତାହି କରେ ଏମେଣିବୁ”

ଶୀତଳକେ ଆର ବେଣୀ ବାଗାଢ଼ର କଲିତେ ବଲିଲ ନାହିଁ, ବିଧୁ ବାବୁ

শ্বেত-আনি

বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। শীতল উঠিয়া দাঢ়িতেই সিদ্ধেশ্বর
বলিলেন “ও কি শীতল ঠাকুর, তুমি উঠলে যে, বোস বোস।”

শীতল বলিল “আরে বাপ রে, আপনি হলেন নয়-আনির
জমিদার, আর আমি একেবারে এককড়ি। আমি কি আপনার
স্মৃথি বস্তে পারি। নেশটা-আসটাই করি বড় বাবু, কিন্তু
মানৌর মান রক্ষা করতে ভুলিনে। তবে আজকে—হাঃ হাঃ হাঃ।”

“আজকে কি হয়েছে ! তুমি যে হেসেই গেলে।”

“আর বড় বাবু, আজ যে কাণ্টা করে এসেছি—তা মনে হলে
যে হাসি চাপতেই পারিলে। সে ভারি মজার কথা—হাঃ হাঃ
হাঃ।”

“ঠাকুর, তা হলে তুমি আগে খানিকটা হেসে নেও, তারপর
কথা বলো। রাত্রি কিন্তু নটা, আহারাদি হয়েছে ত ? এত রাত্রে
এমন কি মজার কথা নিয়ে এসেছি।”

শীতল বলিল “আছারের কথা বলছেন ? ও-সব হাঙ্গামা রাত্রিরে
আর করিনে। এই বাড়ী গিয়ে এক ছিলিম তামাক খেয়ে আর
কি, একেবারে শয়নে পদ্মনাভ।”

“আচ্ছা সে কথা পরে হবে ; এখন বল ত, কি কথার জগত তুমি
এসেছ ?”

শীতল বলিল “সে অনেক ব্যাপার ! দাঢ়িয়ে শোনবার কথা
নয় ; আপনি বশুন, আমি ধীরে-ধীরে বলছি।”

সিদ্ধেশ্বর একখানি চেমার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন
“তুমিও এখন বোসো। বোসো, তারপর তোমার কথা বল।”

ଶ୍ରୋଙ୍ଗ-ଆନି

ଶୀତଳ ବେକ୍ଷେର ଉପର ବସିଯା ସବେ କଥା ଆରହୁ କରିତେ ଯାଇବେ,
ଏମନ ସମୟ ଗୋପାଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ଲଞ୍ଛନ ଦେଖାଇତେ-ଦେଖାଇତେ ପୁରୋହିତ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଯୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟକେ ଆନିଯା ଉପହିତ କରିଲ ।

ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଶୀତଳକେ ଦେଖିଯାଇ ବଲିଲେନ “ଆଜ୍ଞା ବାହୁଦୂର
ତୁମି ଶୀତଳ ! ହାଁ, ଏକଟା ମାନୁଷେର ମତ ମାନୁଷ ! ତୁମି ଆଜ ଯା
କରେଛୁ, ଏ ଦେବୀପୁରେ କେନ, ଏ ତରାଟେ ଏମନ କେଉ କରତେ ପାରେ
ନା । ଆମି ତୋମାର ଉପର ଖୁବ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହୁୟେଛି । ମନୋହର ବାବୁର
ମୁଖେର ଉପର ଏମନ କଥା ବଲ୍ଲତେ ଯେ ତୋମାର କେମନ କରେ ସାହସ
ହୋଲୋ, ତାଇ ଆମି ଭେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁୟେ ଗିଯୋଛ !”

ଶୀତଳ ଠାକୁର ବଲିଲ “ଉଚିତ କଥା ବଲ୍ଲତେ ଏହି ଶୀତଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
କାଉକେ ଡରାୟ ନା । କେମନ, ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ହୁୟେଛେ ତ ? ଏକଘରେ
କରତେ ଚାଯ—ଅବନି ଏକଘରେ ବଲ୍ଲମ୍ଭେତ୍ତ ହୋଲୋ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ବାଂ, ଏ ତ ମନ୍ଦ ବାପାର ହୋଲୋ ନା । ଆମି
ଯେ ଏର ବିନ୍ଦୁବିସର୍ଗ ବୁଝତେ ପାରାଇନେ ।” ଏହି ବିଳାୟା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ମହାଶୟେର ପଦବୂଲି ଗ୍ରହଣ କରିଯା ତୀହାର ଦିକେ ଏକଥାନି ଚେଯାର
ଅଗ୍ରମର କରିଯା ଦିଲେନ ।

ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ବଲିଲେନ “କେନ, ଶୀତଳ କିନ୍ତୁ ବଲେ ନାହିଁ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ବଲ୍ବେ କି, ହେସେଇ ଅନ୍ତିର !”

ଶୀତଳ ବଲିଲ “ନା, ନିଜେର ପ୍ରଶଂସା ଆର ନିଜେ ନାହିଁ କରଲାମ ।
ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଶାଇ, ଆପନିହି ବଲୁନ ।”

ରଯୁଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ତଥନ ଏକେ-ଏକେ ସମସ୍ତ କଥା
ବଲିଲେନ, ଏକଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା ଓ ବାଦ ଦିଲେନ ନା । ଅବଶ୍ୟେ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ବଲିଲେନ “ମନୋହର ବାବୁ ବୋଧ ହସ ଆର କିଛୁ କରତେ ସାହସ ପାବେନ ନା । ହସ ତ କା'ଳ ସକାଳେ ଶୀତଳକେ ଡେକେ ଠାଙ୍ଗୀ କରେ ଦେବେନ ।”

ଶୀତଳ ବଲିଲ “କି, ଆମାକେ ବୁଝ ଦେବେ ? ତା ହବାର ଯୋ ନେଇ । ମନୋହର ଚାଟୁଷ୍ୟେ ଯଦି ବଡ଼ ବାବୁର ବିକ୍ରିକୁ କିଛୁ ଏକଟୁ କରେ, ତା ହ'ଲେ ଆମି ଏକେବାରେ ଦେଶେ-ବିଦେଶେ ଚୋଲ ପିଟିଷ୍ଟେ ଦେବ, ଥବରେର କାଗଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମବ କଥା ତୁଲେ ଦେବ । ଆର କିଛୁ କରତେ ହବେ ନା—ମାତ୍-ଆନି ଏକେବାରେ ଆଧ-ଆନି ହୟେ ଗିଯେଛେ ବଡ଼ ବାବୁ !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “କାକା-ବାବୁର ପକ୍ଷେ ଆଜିକାର ଦିନଟା ଦେଖ୍ଚି ବଡ଼ି ଥାରାପ ଗେଲ । ଏହି ବିକେଳ ବେଳାସ୍ତବ ଆମାର ସଙ୍ଗେ କଥାନ୍ତର ହୋଲୋ ; ତୃତୀୟ ଏହି ଏଥନ ଶୀତଳ ଠାକୁରେର ସଙ୍ଗେ ! ମେ କଥା ଥାକୁକ, ଆପନାକେ କଷ୍ଟ ଦିଲାମ ଏକଟି କଥାର ଜନ୍ମ । ଆପନି ବିଜ୍ଞ, ବିଚକ୍ଷଣ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ; ଆପନି ସର୍ବାଂଶେଇ ଆମାର ହିତ ଚିନ୍ତା କରେନ । ଆପନିଇ ବଲୁନ ତ, ଆମରା କି ଅନ୍ତାସ୍ତବ କାଜ କରେଛି ? ଏହି କଥାଟା ଜ୍ଞାନବାର ଜନ୍ମିଛି ମା ଆପନାକେ ଡେକେ ଆନ୍ତରେ ବଲେଛିଲେନଃ । ଏଇ ଥେକେ ଆପନି ଏମନ ବୁଝବେନ ନା ସେ, ଆମରା ସଙ୍କଳନ ତ୍ୟାଗ କରିବ । ତବୁও ଆପନାକେ ଏ ସମସ୍ତକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରେଇ ବଲ୍ଛି ।”

ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ମହାଶୟ ଏକଟୁ ଚୁପ କରିଯା ଥାକିଯା ବଲିଲେନ “ଦେଖ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ତୋମାଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକେ ଆମି କିଛୁତେହି ଅନ୍ତାସ୍ତବ ବଲ୍ଲତେ ପାରିବ ନା ; ତୋମରା ସା କରେଛ, ତାହାଟି କରା ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତବେ କଥା କି ଜ୍ଞାନ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରଗ୍ରହ୍ୟ ଶ୍ରୀଲୋକକେ ଏତଦିନ କେହ ସାହସ କରିଯା ମମାଜେ ହେତେ ପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ନାତନ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଏଥିନ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେ, ନିରପରାଧୀ ବିଧବାର ଉପର ଏମନ ଅବିଚାର କରିତେ ପାରେ । ଶାସ୍ତ୍ରେର ବିଧାନ ମାନ୍ତ୍ରେ ହବେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସମୟ, ଜୀବ ତ ସଂଚାରି ଆଛେ—କେବଳମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମାଣିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ତୋମାକେ ତ ଆର ମେ କଥା ବିଶେଷ କରେ ବଲ୍ଲତେ ହବେ ନା । ତୋମରା ସା କରେଛ, ତୀ ସମାଜେ ପ୍ରଚଲିତ ନେଇ ; କିନ୍ତୁ ତାହି ବଲେ ଯେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ କଥା ଆମି ବଲ୍ଲତେ ପାରିବ ନା ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୁନରାୟ ଭାଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟର ପଦମ୍ଭାନ୍ତିଲ ଲଟିଯା ବଲିଲେନ “ବେଶ, ତା ହୋଲେଇ ହୋଲୋ । ଆପଣି ଏକବାର ଅନ୍ଦରେ ଯାନ, ଯା ଆପନାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାୟ ବସେ ଆଛେନ । ଚୈତନ, ଠାକୁର ମଶାଇକେ ଏକଟା ଆଲୋ ଦେଖିଯେ ମାର କାହେ ନିଯେ ସା ; ଆର ତୁମେ ବ'ଲେ ଆର ଯେ ଶୀତଳ ଠାକୁର ଏଥାନେ ଆହାର କରିବେ ।”

ଶୀତଳ ବଲିଲ “ବଡ଼ ବାବୁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମାକେ ବିନା ଦୋଷେ ଦିଚ୍ଛେନ କେନ ? ଏହି ରାତି ନଟାର ସମୟ ଆଶାର ! ତା ଓ ଆଦିର ସେ-ମେ ବାଡ଼ୀତେ ନୟ, ନୟ-ଆନିର ବଡ଼ ଗିନ୍ଧିର କାହେ । ନା, ବଡ଼ ବାବୁ, ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବେ ନା ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଶୀତଳ ଠାକୁର, ମେ ଜନ୍ମ ଭୟ ନେଇ । ବାଡ଼ୀ ଯାବାର ସମୟ କିଞ୍ଚିତ ବଢ଼-ଆମାକୁ ତୋମାର ଚାନ୍ଦରେ ବେଧେ ଦେବାର ବ୍ୟବହାର କରେ ଦେବ । ତା ହଲେ ତ ଆପତ୍ତି ନେଇ ।”

ଶୀତଳ ବଲିଲ “ଏକ-ହିସେବେ ଆପତ୍ତି ନେଇ ; କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ବ'ଲେ ଏକଟା ଜିନିମ ତ ଆଛେ ବଡ଼ ବାବୁ ! ନେଶଟା ଯେ ତାଲ ନାହିଁ, ତା ବେଶ ବୁଝି ; କିନ୍ତୁ ଐ ଯେ ବଲେ ‘ଜାନାମାଧର୍ମଂ ନ ଚ ମେ ନିବୃତ୍ତି’—ଆମାରଙ୍କ

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ତାହି ହେବେ,—ସେଇ ଦଶ ବଚ୍ଛର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏହିକିମ୍ବାନ୍ତିରେ ପାରିବାରି ନାହିଁ । ତବୁ ଆମିର ମୁଖ ଥିଲେ କଥାଟିରେ ଶୁଣେ କେବଳ ଲଜ୍ଜା କରିବାରେ ପାରିବାରି ନାହିଁ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଆଜ୍ଞା, ଶୀତଳ ଠାକୁର, ତୁ କି କୋନ ଦିନ ଏହି ନେଶା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରେଇ ?”

ଶୀତଳ ବଲିଲି “ଏ ଯେ ବଲାମ, ନେଶାଟା ଯେ ମନ୍ଦ, ତା ତ ବୁଝି ; କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ ଛାଡ଼ିବାର ପାରିବାରି ନାହିଁ ; ଚେଷ୍ଟା କରେଇ ବହି କି ?”

“ନା, ତୁ ହୁ ତ ତେମନ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ । ତୁ ମି ସଂ-ବ୍ରାନ୍ତଗେର ଛେଲେ, ଲେଖାପଡ଼ାଓ ଜାନ ; ସଂସ୍କରତା ପଡ଼େଇଲେ ; ତୁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଏହି ସାମାଜିକ ନେଶାଟା ଛାଡ଼ିବାର ପାର ନା । ତାରପର, ଆମି ଜାନି, ତୋମାର ଆର କୋନ ବନ୍ଧୁ ନେହି—ଶୁଦ୍ଧ ଏ ନେଶାଟୁକୁ ।”

ଶୀତଳ ବଲିଲି “ତା ବଡ଼ ବାବୁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ବଲିଲେ ପାରି, ଏହି ତ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଶ ହ'ତେ ଚଲିଲି ; ଏର ମଧ୍ୟେ ଆମି କଥନ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର ସଂସର୍ଗ କରି ନେଇ ; କାରାଓ ଦିକେ କଥନ କୁ-ନଜରେ ଚାହି ନେଇ । ସେ କଥା ଆମାକେ କେଉଁ ବଲିଲେ ପାରିବେ ନା ।”

“ତବେହି ତ ଦେଖ, ତୋମାର ଏତ ଗୁଣ, ସବ ମାଟି କରେଇ ଏ ନେଶାଯ !” ଆମାର କଥା ଶୋନ, ଗାଁଜା-ଭାଙ୍ଗଟା ଛେଡ଼େ ଦେଓ । ଚେଷ୍ଟାର ଅସାଧ୍ୟ କି କାଜ ଆଛେ ?”

ଶୀତଳ ବଲିଲି “ଆଜ୍ଞା, ଆମାର କଥାମ୍ବୁ ଆର ଏକବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଅନେକ ଦିନେର ଅଭ୍ୟାସ ।”

“ଦେଖ, କୋନ ଏକଟା ବନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଧୌରେ ଧୌରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନା ; ଏକଦିନେ ଛେଡ଼େ ଦିତେ ହୁଏ । ମନ ଖୁବ ଦୃଢ଼

ଶୋଲ-ଆମି

କରତେ ପାରିଲେଇ ହୟ । ତୁମି ତା ନିଶ୍ଚରି ପାର । ଆମି ବଣଛି,
ତୁମି ତା ନିଶ୍ଚରି ପାର ।”

ଶୌତଳ କି ଯେନ ବଲିତେ ସାଇତେଛିଲ, ଏମନ ସମୟ ବାଡ଼ୀର ମଧ୍ୟ
ହଇତେ ଏକଟୀ ଚାକର ଆସିଯା ସଂବାଦ ଦିଲ ଯେ, ଆହାର ପ୍ରସ୍ତତ ।
ତଥନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଆଜ ଓ-କଥା ଥାକ, ଆର ଏକଦିନ ହବେ ।
ତୋମାକେ ଆମି ନେଶା ଛାଡ଼ାବ । ଏଥନ ଚଲ, ଦେଖି ଭଗବାନ ତୋମାର
ଜୃଣ ଏ ବେଳା କି ମାପିଯେଛେନ ।”

[১৪]

হরিহরের পত্র

শ্রীশুভিরামলেষু,

দাদা, সেদিন মণিপুরের মহাভারত শোনার জন্য বাবাৰ
কাছে নিয়ে গিয়ে তুমি যা শুনিয়েছ, তা যে মহাভারত নয়, সে
কথা শূর্থ আমি হলফ কৱে বলতে পারি; বৱঞ্চ তাৰ সঙ্গে
ব্ৰাম্যগণেৰ কাণ্ড-বিশেষেৰ অন্ন-বিশ্বে তুলনা হতে পাৰে। আৱে
বাবা বৈ ! কোথায় যৃহু সমীৱণ আশা কৱে গিয়েছিলাম, না—
একেবাৰে টৰ্ণেডো। তবুও যা হোক মহাপ্রলয় হয় নাই।

সত্য কথা বলিতে কি দাদা, তোমাৰ মত স্থিৰ গন্তীৰ প্ৰশান্ত
মহাসাগৱে একেবাৰে ‘বে-অব বিস্কেৱ’ উত্তাল-তৱঙ্গ দেখে আমি
'ত প্ৰথমে অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম ; তাৱপৰ যথন তোমাৰ তৱঙ্গ-
গৰ্জন হতে লাগল, তথন একবাৰ অমনি একটু সময়েৰ জন্য
তোমাৰ মুখেৰ দিকে চেয়েই বুৰাতে পাৱলাম, সেটা ঐ উপৱেৱ
একটু তৱঙ্গ, তাৰ মৌচে ধীৱ স্থিৰ দাদা আমাৰ মেহ-মমতাম
পূৰ্ণ !

তোমাৰ খুড়া-ভাইপোয়ে কৱবে ঝগড়া-বিবাদ, আৱ মাৰে
থেকে বিপদ এই কুদু জীবটোৱ। আমাৰ উপৱ আদেশ প্ৰচাৰিত

হয়েছে যে, আমি তোমাদের বাড়ী যেতে পারব না। সে আদেশ
আমাকে মেনে চলতেই হবে; কারণ তুমিই ত ছেলেবেলায় মুখস্থ
করিষ্যে দিয়েছ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।
স্বতরাং, এখন আমি নির্বাসিত!

দেখ, সেদিন তোমার কথা শুনে আমি বেশ বুঝতে পেরে-
ছিলাম যে, আমি তোমার পক্ষে কার্য্য করার অঙ্গরাজ। তুমি
আমার মূখ চেয়ে যে সর্বপ্রকার অনিষ্ট নৌরবে সহ করবে, এই
কথা বলে গিয়েছ। তোমার মত দাদার উপমুক্ত কথাই হয়ে-
ছিল বটে, কিন্তু নয়-আনির জমিদারের মত কথা হয় নাই।
শুনেছি, সেকালে নাকি কথায়-কথায় দুই বাড়ীর কৃত্তা-গিন্ধীরা
হকুম দিতেন ‘দশ হাজার টাকা বকশিস্! লে আও অমৃক বাবুর
মাথা!’ এখনও সেই বনিয়াদী নিয়মটা চালাও না; ঐ রকম
হকুমই দেবৌপুরের বাবুদের মুখে শোভা পায়; তা নয়, ক্ষমা করব,
নৌরবে সহা করব, এ সব তৃণাদপি-সুনীচেন বাক্য তোমাদের মুখে
ভাল শোনায় না। তোমরা বলবে চাগীর মত ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং
মৃঢং’ বা ঐ রকম কিছু। দেখ, এ সব সরিকান বাপারে তুমি
ভুলে যেও যে, হরিহর নামে তোমার একটা ভাই আছে। সতি
দাদা, সেদিন তোমার রাগ ও ক্ষমা দুইটাতেই আমি অবাক হয়ে
গিয়েছিলাম। আমার জন্ম ষদি সব নৌরবেই সহ করবে বলে
জান, তবে আবার সেদিন কেন স-রব ঙ'লে?

তোমাকে একটা ভারি মজাৰ সংবাদ দিচ্ছি। এটা আমার
কিন্তু শোনা কথা, আমি নিজে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না।

শ্রোতৃ-আলি

তোমাকে একবার জন্ম সেদিন আমাদের বাড়ীতে একটা বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। ‘বিরাট’ কথাটা শুনে চমকে যেও না দাদা! ওটা খবরের কাগজের প্রিয় বিশেষণ; ১৫ জনের মিলিত সভা হলেও খবরের কাগজে বেরিয়ে যায় একটা বিরাট মহতী সভা। এটাও সেই হিসাবে বিরাট; অর্থাৎ কি না এই পাড়ার পাঁচ সাত জন সভায় সমবেত হয়েছিলেন; তার মধ্যে না কি বিনা আহ্বানে এক মহারথীর আবিভাব হয়েছিল। সে আর কেহ নহে—শীতল ঠাকুর! দেখ, আমি তোমাকে বল্ছি, এই গাঁজা-থাওটা বাদ দিনে শীতল ঠাকুর একটা মানুষের মত মানুষ! গাঁজা ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই। সেইদিনের সে মজলিস হয়েছিল, সেটা তোমাকে একবারে করবার জন্ম। সে সক্ষম একবারে উল্টে দিয়েছে ঐ শীতল ঠাকুর! বাহাদুর লোক বটে! সে না কি গ্রামের অনেকের, এমন কি যারা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরও, দুই একজনের মহাপাপের কথা উল্লেখ করে প্রথমে তাঁদের একবারে করতে বলেন; তার পর তোমার অপ্রাধের বিচার! আরও শুনলাম, সে না কি বাবাকেও অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করেছিল। কথাটা শুনে আমার দুঃখ যে না হয়েছিল, এমন কথা দাদা, তোমাকে বল্টে পারব না; কিন্তু, এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নিরপেক্ষ ভাবে বল্টে গেলে, শীতল ঠাকুর কিছুই মিথ্যা বা অগ্রহ্য বলে নাই। তোমার শিক্ষা এই যে, কাউকে অপ্রিয় সত্য না বলাই ভাল। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ও-উপদেশে মেনে চললে ফল ভাল হয় না। এই ত সেদিন যদি

ଶୋଲ-ଆନି

ଶୀତଳ ଠାକୁର ଅପ୍ରିମ ସତ୍ୟ ନା ବଲେ ଫେଲିତ, ତା ହଲେ ହୁମି ତ ଏକ-
ସରେ ହେଁଛିଲ । ତା ହଲେ କି ହତ ବଲ ତ ! ତୋମାର ବାଡୀ କେଉ
ଥେଯେ ଯେତ ନା, ତୋମାର ବାଡୀର ପୂଜା-ପାଠ ସବ ବନ୍ଧୁ ହେଁ ଯେତ ;
ସେ ଟାକା ଗୁଲୋ ତୁମି ଆମାଦେର ମତ ନିର୍ଣ୍ଣାବାନ ରାଙ୍ଗନେର ଭୋଜନେ ବାସ
କର, ତା ତୋମାର ବେଁଚେ ଯେତ । କି ହର୍ଦୈନ ଥେବେ ଶୋଲ ଠାକୁର
ତୋମାକେ ବାଚିଯେ ଦିଯେଛେ । ତାକେ ଏକଦିନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଟ-ଭରେ
ଥାଇୟେ ଦେଓରା ତୋମାର ଉଚିତ ; ଆର ତାର ମନ୍ଦେ ଉପମୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା
କିଞ୍ଚିତ ଗଞ୍ଜିକା ! ଗଞ୍ଜିକାର ନାମ ଶୁଣେ ଲାକିଯେ ଉଠୋ ନା । ଏ
ଗଞ୍ଜିକାଇ ତୋମାକେ ଏବାର ଏକବରେର ଦ୍ୱାସ ଥେକେ ବାଚିଯେ ଦିଯେଛେ ।
ସାଦା-ଚୋଥେ କେଉ ବାବାକେ ଅମନ କଥା ଶୋନାତେ ମାହସତ୍ତ ପେତ ନା ;
ଶୀତଳ ଠାକୁରେର ଐ ଗଞ୍ଜିକା ମହାୟ ଛିଲ ବଲେଇ ମେ ଏମନ କର୍ମ
ପେରେଛେ ।

ଏତକ୍ଷଣ ଆସଳ କଥା ବଲ୍ଲାମ ; ଏଥିନ ଏକଟୁ ବାଜେ କଥା ବଲି ।
ଗାୟେ ଗାୟେ ବାସ, ଅର୍ଥଚ ଚିଠି ଲିଖେ କଥା ବଲ୍ଲତେ ହୟ ; ଏଇ ଚାହିତେ
ଆର ହର୍ତ୍ତାଗ୍ୟ କି ଆହେ ବଲ ତ । ଐ ଯେ ଏକଟା ଗାନ୍ଡି ଶୁଣେଛିଲାମ
'ମେ ଆର ଲାଲନ ଏକ ଶ୍ଵାନେ ରୁଯ, ତବୁ ମନ୍ଦ ଯୋଜନ କାକ ରେ !'
ଆମାଦେରେ ତାହି ହେଁଛେ । ଏହି ନୟ-ଆନି ଆର ସାତ-ଆନି ଗିଲେ
ଗିଲେ ଶୋଲ-ଆନା' କବେ ହେବେ, ଆମି ତାହି ଭାବଛି ;--ଏହି ମଣ୍ଡେ ଓ
ଆର କାପୁଲେଟେର ବିବାଦ କବେ ମିଟ୍ଟିବେ ଦାଦା ।

ଶୋନ, ଯେ କଥା ନିୟେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗୋଲ ଉଠିବାର ମତ
ହେଁଛିଲ, ହୟ ତ ବା ଏଥାନେ ନା ଉଠିଲେଇ ଆର କୋଥାଓ ଉଠିତେ
ପାରେ, ମେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମି ଆମାର ମତ ଜାନବାର ଜଣ୍ଠ ଉତ୍ସୁକ ନା ହତେ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ପାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋମାକେ ଆମାର ମତ ନା ଜାନିବେ ପାଇଛି ନେ । ତୁମି ହସ ତ ବ'ଳେ ବମ୍ବେ ‘ତୁହୁ ଆବାର ଏକଟା ମାନୁଷ, ତୋର ଆବାର ମତ । ସେ-ଦିନେର ଛେଲେ ଆବାର ମୁକୁବୀଗିରି କରତେ ଆସେ ।’ ତୁମି ପାଡ଼ାଗାଁଯେ ଥାକ, ମହର-ବାଜାରେର ଥବର ତ ଜାନ ନା, ତାହି ହସ ତ ଅମନ ଏକଟା ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ପାଶ କରତେ ପାଇ । କିନ୍ତୁ, ଆମରା ନିତାନ୍ତ ଫେଲିନା ନାହିଁ ; ଯାକେ ତୋମରା negligible quantity ବଳ, ଆମରା ତା ନାହିଁ । ଆମାଦେର ଦେଶେର ସାଂରାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ହରଦମ୍ ବଜ୍ରତାୟ, ଥବରେର କାଗଜେ, ପ୍ରବକ୍ତେ ବଲ୍ଲଚେନ ସେ, ଆମରାହି ଦେଶେର ଆଶା-ଭରସା, ଆମରାହି ସବ । ଆମରା, ଏହି କଲେଜେର ଛେଲେରା, ଭୋଟ ନା ଦିଲେ ତାଦେର ‘ମେଜରିଟି’ଟି ହ୍ୟ ନା । ଶୁତରାଂ ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମି ଆମାର ମତ ନିତେ ବାଧ୍ୟ ; ବିଶେଷତଃ, ତୁହୁ ଦିନ ବା ଦଶ-ବିଂଶର ପରେ ଆମିହି ଏହି ସାତ-ଆନିର ବିଶାଳ ସାମାଜିକ ମାଲିକ ହ୍ୟେ ପରମ-ଭଟ୍ଟାରକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଜମିଦାର ମହାଶୟ ପ୍ରବଳ-ପ୍ରତାପେୟ ହ୍ୟେ ପଡ଼ିବ । ତାମାସା ଥାକୁ, ସାବା ବାଟି ବଲୁନ ନା, ସମାଜେର ମେକଲେ ଘୁନେ-ଧରା ବିଧାନେ ଯାଇ ଥାକୁକ ନା କେନ, ଆମି ତୋମାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ଅନୁମୋଦନ କରଛି (ସନ କରତାଲି) । ଆମି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୋମାକେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ପାଇ, ତା ତୁମି ମନ ଖୁଲେ ଆମାକେ ଲିଖିବେ ; ଆମି ତାଇ କରିବ । ଆମି ଏକେବାରେ ତୋମାର ହଞ୍ଚେ ଆହୁମର୍ପଣ କରଛି—ଯାକେ ବଲେ unconditional surrender—ଇଂରେଜୀ ନା ବଲ୍ଲେ ତ ତୋମରା ବୋଧ ନା, ଆର ଇଂରେଜୀ ବୁକୁନି ନା ଦିଲେ ଆମାଦେର ଓ ମନେ ହସ, କଥାଟା ବୁଝି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଲୋ ନା । ଏମନଟି ଆମାଦେର ଶିକ୍ଷା ! ସେ କଥା

শ্রোলে-আনি

ধাক্ক, আমি স্পষ্ট কথায় তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি কোন ভয় কোরো না। তোমার উদ্দেশ্য সাধু। তোমাকে ষতই ভয় দেখাক না কেন, আমরা এই বাঙলা দেশের যুবকদল, এই ইয়ং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট তোমার দিকে আছি। এই কথাটা তোমাকে জানাবার জন্মই এই চিঠিখানা লিখলাম। তোমাকে আর বেশী বিবরণ করব না।

আমি দুই-একদিনের মধ্যেই কলিকাতায় প্লায়ন করছি। বাড়ীতে আর থাকতে পারি না। কেন, তা তুমি ভালই জান। পত্রের উত্তর দিও। বাবার আদেশ ; যাবার সময় তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব না। তুমি না হয় একটি ধুলো (যদি পায়ে থাকে) আমাকে চিঠির মধ্যে পাঠিয়ে দিও ; আমি তাই মাথায় নিয়ে পবিত্র হব। ইতি

তোমার শ্বেহের ভাই—হরিহর।”

সিক্ষেশ্বর বাবুর উত্তর

ভাই হরিহর,

তোমার পত্র পাইলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি দৈর্ঘ্যজীবন লাভ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম ও মৰ্ভ্যুত্বে দেশের শীর্ষস্থানীয় হও।

তুমি সত্যই বলিয়াছ, পাশাপাশি বাড়ী, অথচ পত্র লিখিয়া কথাবার্তার আদান-প্রদান করিতে হয়, ইহার অপেক্ষা হর্তাগ্রের কথা মার কি হইতে পারে? ভগবানের নিকট আর্পনা করি, সত্ত্ব যেন এ লজ্জাকর বাধা দূর হইয়া যায়। কিন্তু, আপাততঃ যখন কাকা-বাবু এই দুরত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তুমি তাহার পুত্র,

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ଏ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରିଯା ପିତୃଜ୍ଞୋହେର ପରିଚୟ ଦିଓ ନା । ଏ ଉପଦେଶ ଦେଓୟା ଆମାର ପକ୍ଷେ ଶୋଭନ ହିତେଛେ ନା, କାରଣ ଆମି ପିତୃବ୍ୟ-
ଜ୍ଞୋହୀ । କିନ୍ତୁ, ତୁମି ଜାନ, ଆମି ନାନା କାରଣେ ବିଶେଷ ବିପନ୍ନ
ହଇୟାଇ କାକା-ବାବୁର ମତେର ବିରକ୍ତକାଚରଣେ ବାଧା ହଇୟାଇଛି । ସତ୍ୟ ଓ
ଶ୍ରାୟେର ଅନୁରୋଧେହେ ମେଦିନ କାକାବାବୁର ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ଆଚରଣ କରିତେ
ବାଧା ହଇୟାଇଛିଲାମ, ଏବଂ ଏ କଥା ବଲିଲେ ସତ୍ୟେ ଆପଳାପ କରା ହସ-
ଯେ, ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାଓ ଆମାକେ କଥିଞ୍ଚିଂ ଅଧୀର କରିଯାଇଲି ।
ଆମାର ମେଦିନେର ଆଚରଣେ ଆମି ନିଜେଇ ବିଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ହଇୟାଇଛି;
ନୌରବେ ସମ୍ମତ ଅପମାନ ସହ କରିଯା ଆସିଲେହି ଭାଲ କରିତାମ ।
ବଲିତେ କି, ଆମି ଆଉଗର୍ବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକେ ମେଦିନ ଏକଟୁ ଉଚ୍ଚ
ଆସନେ ବର୍ଷାଇୟାଇଲାମ । ଅହଂକେ ଏତଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଓୟା ଭାଲ ହସ-
ନାଇ । ଆମାର ଅନୁରୋଧ, ତୁମି ମେଦିନେର ଆମାର ବାବହାର ଭୁଲିଯା
ଯାଇଓ ; ଏବଂ ତୋମାର ଦାଦାର ଏହି ସାମ୍ୟିକ ଉତ୍ତେଜନା-ଜନିତ
ଧୃତିକାକେ ଉପେକ୍ଷା କରିଓ । ଆରୁ ଏକଟା କଥା ମନେ ରାଖିଓ, ଆମି
ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରସ ; ମାତୁଯେର ଯେ ସମ୍ମତ ଦୁର୍ବଲତା, ତାହା ଆମାର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-
ମାତ୍ରାୟ ବିବାଜିମାନ । ଆମାକେ ତୁମି କୋନ ଦିନ ତୋମାର ଆଦର୍ଶ-
ହାନୌର କରିଓ ନା ; ତାହା ହଇଲେ ଆମାର ଯତ ତୁମିଓ ସହସ୍ର ଅପରାଧେ
ଅପରାଧୀ ହଇବେ ।

ଏତ କଥା ତୋମାକେ ବଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ତୁମି କଥନ
ଆମାର ପଞ୍ଚ ଅନୁମରଣ କରିଓ ନା । ଆମି ଆମାର ପିତୃବ୍ୟକେ
ଅପମାନୟୁଚକ କଥା ବଲିଯାଇଛି, ଅତ୍ରଏବ ତୁମିଓ ତାହା କରିତେ ପାର,
ଏ କଥା ମନେଓ ହାନ ଦିଓ ନା । ମନେ ରାଖିଓ, ତିନି ତୋମାର

ଶ୍ରୋଲ-ଆମ୍ବି

ପିତା, ତୋମାର ଜନକ ; ତିନି ଏଥିନ ତୋମରା ନିକଟ ଦେବତା ଭାବେ
ପୂଜିତ ହଇବେନ । ମାନୁଷେର ଦୋଷକ୍ରଟି ଥାକେ, ତାହାର ଓ ଆଜ୍ଞେ ; କିନ୍ତୁ
ତୁମି ପୁତ୍ର ହେଉଥାଏ ପିତାର ଆଚରଣେର ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ ।
ଘରେ-ଘରେ ବାଦଶାହ ଆ ଓରଂଜୀବେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କିଛୁଡ଼େଇ ଗଲିଜନକ ନାହେ ।
ତୁମି କଥନେଥାଏ ତୋମାର ପିତାର ଅବଧ୍ୟ ହଇଥାଏ ନା । କିନ୍ତୁ, ତାଇ
ବଲିଯା ତାହାର ଆଦେଶେ ଯେ ତୁମି ଅନ୍ତାଙ୍କ ଓ ଅଧିକ ଆଚରଣ କରିବେ,
ତାହା ଓ ଆମି ବଲିତେଛି ନା । ମେ ସ୍ଥଳେ ତୁମି ଦୂରେ ମରିଯା ଯାଇଓ,
ହାନାତ୍ମରେ ଚଲିଯା ଯାଇଓ, କିନ୍ତୁ ମନୁଖେ ଦୀଢ଼ାଇଯା ପ୍ରକାଶବେ ପିତାର
ବିରକ୍ତାଚରଣ କରିଓ ନା । ଏହି ମନେ କର, ତିନି ସାଦି ଆମାର ସହିତ
ଶକ୍ତିତାଚରଣ କରେନ, ଆମାକେ ନାନା ଭାବେ ବିପରୀକ୍ଷିତାର ଆୟୋଜନ
କରେନ, ମେ ସ୍ଥଳେ ତୁମି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ର, ତୋମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତି ଧୀର
ଭାବେ ତାହାକେ ବୁଝାଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରା । ତାହାଟେ ଯାହା ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ
ହେ, ତାହା ହଇଲେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିବଳିଭୂତ ହାନେ ଚାଲିଯା ଯାହାବେ ; ତାହାର
କାର୍ଯ୍ୟେର କୋନ ସଂଶ୍ରବେ ଥାକିବେ ନା । ଇହାଇ ତୋମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ
ଇହାଇ ଆମାର ଉପଦେଶ ଏବଂ ଆଦେଶ ।

ଶିତଲ ଠାକୁରେର କଥା ବଲିଯାଇ । ତାହାକେ ଆମି ବିଶେଷ ଭାବେ
ଜୀବିନି । ଏହା ବଲିଯାଇ, ଗୀଜାର ନେଶା ବାତୀତ ତାହାର ଆର କୋନ
ଦୋଷ ନାହିଁ । ତୁମି ଯେ ବ୍ୟାପାରେର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇ, ତାହା ଆମି ଶିତଲ
ଠାକୁର ଓ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟର ନିକଟ ମେହି ବ୍ୟାପାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଲାମ ।
ପାଂଜା ଠାକୁର ତ ହାସିଯାଇ ଆକୁଳ ! କି ଯେନ ଏକଟା କୌତୁକ ମେ
କରିଯା ଆସିଯାଇଛେ । ମେ ତାହାର ହାତ୍ତେର ଅତିଶ୍ୟେ କିଛୁଇ ବଲିତେ
ପାରିଲ ନା ; ପୁରୋହିତ ମହାଶୟଇ ଆଦ୍ୟୋପାନ୍ତ ବ୍ୟାପାର ବଲିଯାଇଲେନ ।

ଶୋଲ-ଆନି

ଯାକୁ, ଏ ସକଳ ଅଗ୍ରିତିକର ବ୍ୟାପାରେର ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରଇ ଭାଇ ।

ଯେ ଘଟନା ଲହିଁବା ଏହି ଗୋଲଷୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହିଁବାଛେ, ମେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତୁମି କି ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ପାର, ଆନିତେ ଚାହିଁବାଛ । ତୁମି ଆମାର ଏକଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ପାର, ତାହା ଏହି ଯେ, ତୁମି ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଆପାତତः ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଲିପ୍ତ ଥାକିଓ । ତାହା ହିଁଲେଇ ଆମାକେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରା ହିଁବେ । ତୋମାର ଗ୍ରାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାମଣ ସୁବକେର ସେ ଏହି ବିଷୟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାଯୁଭୂତି ଥାକିବେ, ଏ କଥା ନା ଲିଖିଲେଓ ପାରିତେ ; ତାହା ଆମି ଜାନି । ତବେ ଏ ସକଳ ବିଷୟେ ଆଞ୍ଚୋଂସର୍ଗ କରିବାର ସମୟ ଏଥନ୍ତି ତୋମାର ହୟ ନାହିଁ ; ଏଥନ୍ତି ତୋମାର ଚିନ୍ତା, ସବୁ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଜ୍ଞାନାନୁଶୀଳନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମ୍ନୋଜିତ ଥାକେ, ଇହାଇ ଆମି ଦେଖିତେ ଚାଇ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହିଁବାର ସଥନ ସମସ୍ତ ଓ ପ୍ରୋଜନ ହିଁବେ, ତଥନ ଆମିଟି ତୋମାକେ ଡାକିବ, ତୁମି ତଥନ ତୋମାର ଦାଦାର ବଳ ବୁଝି କରିଓ ।

ପତ୍ରଧାରୀନ ବଡ଼ ସଂକଷିପ୍ତ ହିଁଲ ; ତାହାତେ କିଛୁ ମନେ କରିଓ ନା । ତୁମି ଶୌଭିଗ୍ରେ କଲିକାତା ଯାତ୍ରାର ସାବଦ୍ଧା କରିଯା ଭାଲାଇ କରିବାଛ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେର ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବେ ଆସିଯା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଓ ନା । ଲେଖାପଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧେ କଥନ୍ତି ଅବହେଲା କରିଓ ନା । ଦେଶେର କାଜ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ପାଇବେ ।

ତୁମି ଆମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାନିଓ । କଲିକାତାର ଯାଇଁବା ଶରୀର କେମନ ଥାକେ, ତାହା ଲିଖିଓ । ଆମିଓ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥାନକାର ସଂବାଦ ତୋମାକେ ଜାନାଇବ । ଇତି

ଆଶୀର୍ବାଦକ

ଆସିଦେଶର ଦେବଶର୍ମଣଃ

[১৫]

মনোহর বাবু এখন কাষ্মনোবাকো মিনিপুরের মোকদ্দমাৰ তদ্বিৰ কৱিতে লাগিলেন। এই মহালটা লইয়া অনেক দিন হইতেই নয়-আনি সাত-আনিতে গোলযোগ চলিতেছিল; এতদিনেৱে মধ্যে সাত-আনি এই মহলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৱিতে পাৱেন নাই। জেলাৰ জজ আদালতে মোকদ্দমা এতদিন মূলতবী ছিল। মধ্যে একবাৰ বিচাৰেৱ দিন পড়ে; কিন্তু মনোহৱ বাবু তখনও ভাল কৱিয়া প্ৰস্তুত হইতে পাৱেন নাই বলিয়া, আপোষ হইবাৰ সন্তাৱনা আছে, এই অজুহাত দেখাইয়া সময় লইয়াছিলেন। এখন আৱ সে অজুহাত চলিল না। মোকদ্দমা চালাইবাৰ জন্ত উভয় পক্ষই ভাল ভাল উকৌল নিযুক্ত কৱিলেন; উভয় পক্ষই অনেক দলিল দাখিল কৱিলেন। মনোহৱ বাবু এবাৰ একেবাৱে, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি এ আদালতে জিতিবেন; তাহাৰ পৰ হাইকোর্টেৰ সাধ্যও হইবে না যে, নিয়া-আদালতেৰ বাবে রান্ড কৱেন—এমন-পাকা দালণ তিনি দাখিল কৱিবাছেন।

মনোহৱ বাবুৰ পক্ষ হইতে যে দিন পাকা দলিল উপস্থাপিত হইল, সেদিন নয়-আনিৰ প্ৰবীণ উকিল মহাশয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। এই দলিলখানি নাকচ কৱিতে না পাৱিলে তিনি মাসলা কিছুতেই জিতিতে পাৱিবেন না,—এখানি একেবাৱে

ଶ୍ରୋଳ-ଆନି

ବ୍ରକ୍ଷାସ୍ତ୍ର । ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବାବୁର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ମନୋହର ବାବୁ, ଏହି ଉତ୍ତରେଇ ମହି ଏହି ଦଲିଲେ ଆଛେ । ଏହିଥାନି ନୟା ପ୍ରମାଣ ନା କରିତେ ପାରିଲେ ମାମଲା କିଛୁତେଇ ଟିକିବେ ନା । ନୟ-ଆନିର ଉକିଲ ବାବୁ କେନ, ମ୍ୟାନେଜାର ବାବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦଲିଲେର ଅଣ୍ଡିତ୍ତ ଅବଗତ ଛିଲେନ ନା । ଦଲିଲଥାନି ଯଥନ ଆଦାଲତେ ପଡ଼ା ହଇଲ, ତଥନ ନୟ-ଆନିର ଉକିଲ ଘାଣ୍ୟ ଆୟୁରକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ବଲିଲେନ “ଧର୍ମାବତାର, ଆନରା ପ୍ରମାଣ କରିବ ସେ, ଏହି ଦଲିଲ ଜାଲ । ଇହାର କଥା ଆମରା ଜାନି ନା; ଆମାଦେର ମେରେଣ୍ଟାଯି ଇହାର କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ।” ସାତ-ଆନିର ଉକିଲ ବାବୁ ତୀହାଦେର ପୁରୀତନ ହୁଇ ଚାରି ଥାନି କାଗଜ ଉପଶିତ କରିଯା ଆୟୁରକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ନୟ-ଆନିର ଉକିଲ ବାବୁ ଦଲିଲଥାନି ଏକବାର ଭାଲ କରିଯା ପରୀକ୍ଷା କରିତେ ଚାହିଲେନ । ତିନି ଚୋଥେର ଚମ୍ପାଥାନି ବେଶ ଭାଲ କରିଯା ମୁହିୟା ଲଇୟା ଦଲିଲ-ଥାନି ଚକ୍ରର ମଞ୍ଜୁଥେ ଧରିଯା ପାଠ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ହଠାତ୍ ତୀହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲ କାଗଜେର ଛାପାର ଦିକେ । ସେ କୁଳକ୍ଷେପ କାଗଜେ ଦଲିଲ-ଥାନି ଲେଖା, ଦେଇ କାଗଜେ କାଗଜ-ପ୍ରସ୍ତରେ ଶାଲ ମୁଦ୍ରିତ ଛିଲ; ସାଦା କାଗଜେ ସାଦା ଛାପ ଦେଓୟା; ମେଦିକେ ବୋଧ ହେଉ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତର-କାରୀର ଓ ସତକ ଦୃଷ୍ଟି ପତିତ ହେଉ ନାହିଁ । ଉକିଲ ବାବୁ ଦେଖିଲେନ ସେ, କାଗଜ-ପ୍ରସ୍ତରେ ଶାଲେର ପାଇଁ ବେଳେ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦଲିଲ ଲେଖାପଡ଼ା ହଇୟାଛେ । ଅଣ୍ଟ କେହି ହଇଲେ ହେଉ ତ ତଥନଇ ଲାଫାଇୟା ଉଠିଲେନ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉକିଲ ବାବୁ ଅତି ଧୀର ଭାବେ ଆରଓ ହୁଇ ଏକ ମିନିଟ ଦଲିଲଥାନି ପାଠ କରିଯା ବିଚାରକେର ହଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କରିଯା

ଶ୍ରୋଲ ଆନି

ଗନ୍ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଅପର ପକ୍ଷ ତାହା ହଇଲେ ଏହି ଦଲିଲଥାନିର ଉପରଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିତେଛେ ।” ସାତ-ଆ ନୟ ଉକିଳ ବାବୁ ଅପର ପକ୍ଷର ଉକିଲେର ଗନ୍ଧୀର ଓ ଉଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଆରା ବଲ ପାଇଲେନ । ତିନି ବଲିଲେନ “ଆପନି ସଥନ ଏତକ୍ଷଣ ଧରିଯା ବିଶେଷ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେନ, ତଥନ ଅବଶ୍ୟକ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଲେନ ଯେ, ଏହି ଦଲିଲ କୃତିମ ନହେ, ଏବଂ ଅଗ୍ର ପ୍ରମାଣ ବଳୀରେ ନା ହଇଲୁ ଏହି ଦଲିଲ-ଥାନିର ବଲେଟ ମୋକଦ୍ଦମା ଆମାର ଅନୁକୂଳେ ଡିକ୍ରି ହାବେ ।”

ନୟ-ଆନିର ଉକିଳ ବାବୁ ଗନ୍ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ମେ ବିମୟେ ଆମାରା ଅନ୍ୟ ମତ ନାହିଁ, କାରଣ ଇହାତେ ନୟ-ଆନିର ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଜୟନ୍ଦାର ମହାଶୟର ସ୍ଵାକ୍ଷର ରହିଯାଛେ ଏବଂ ସାତ-ଆନିର ଦିନିଦିନେ ମଗଶୟର ଓ ସ୍ଵାକ୍ଷର ରହିଯାଛେ । ଏହି ସ୍ଵାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧେ ତ ଅପର ପକ୍ଷର କୋନ ଦ୍ଵିଧା ନାହିଁ ।”

ସାତ-ଆନିର ଉକିଳ ବାବୁ ଆଦାଳତକେ ସମ୍ମୋଧନ କରିଯା ବଲିଲେନ “ଧ୍ୟାବତାର, ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖିତେ ପାରେନ, ମନୋଦେଶ ବାବୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରା ଅନେକ ସ୍ଵାକ୍ଷର ଏହି ନଗିତେ ଆଛେ । କାହାର ସହିତ ଏହି ସ୍ଵାକ୍ଷର ମିଳେ କି ନା ।”

ବିଚାରକ ମହାଶୟ ଆର କୟେକଟି ସ୍ଵାକ୍ଷରର ମର୍ମିତ ମିଳାଇଯା ବଲିଲେନ “ସ୍ଵାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନଙ୍କୁ ମନ୍ଦେହ କରିବାରଇ କାରଣ ନେହି ।”

ତଥନ ନୟ-ଆନିର ଉକିଳ ବାବୁ ଅତି ଧୀର ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଏହି ଦଲିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଛେ । ଯେ କାଗଜେ ଏହି ଦଲିଲଗାନି ଲିଖିତ ହଇଯାଛେ, ମେହି କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତରେର ମାଲ ଉତ୍କ କାଗଜେ ସାଦା ଅକ୍ଷରେଛାପା ଆଛେ । ଆଦାଳତ କାଗଜଥାନି

କ୍ଷୋଳ-ଆନି

ଆଲୋର ଦିକେ ଧରିଯା ଦେଖିଲେଇ ତାହା ପ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଇବେନ । ତଥନ ଜାନିତେ ପାରିବେନ ସେ, ଯଥନ ଏଇ କାଗଜଥାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଯାଛେ, ତାହାର ପାଂଚ ବଂସର ପୂର୍ବେ ଏଇ ଦଲିଲ ଲେଖାପଡ଼ା ହଟିଯାଛେ । ଅପର ପଞ୍ଚ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା ସକଳ ଦିକଟି ଠିକ କରିଯା-ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଏକଟୀ ବିଷୟେ ଦୃଷ୍ଟି କରେନ ନାହିଁ ।”

ସମସ୍ତ ଆଦାଲତ ଶୁଣି ଲୋକ ନିଷ୍ଠକ ହଇଯା ଗେଲ । ବିଚାରକ ମହୋଦୟ କାଗଜଥାନି ବିଶେଷ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ବଲିଲେନ “ହଁ, କାଗଜଥାନି ‘ମିଳ’ ହଇତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇଯା ବାହିର ହଇବାର ପାଂଚ ବଂସର ପୂର୍ବେଇ ଦଲିଲଥାନି ଲିଖିତ ହଇଯାଇଲ ।” ଏଇ ବଲିଯା ତିନି ଦଲିଲ-ଥାନି ସାତ-ଆନିର ଉକିଲ ବାବୁର ଦିକେ ଅଗ୍ରମର କରିଯା ବଲିଲେନ “ଆପନି ଏକବାର ସ୍ଵଚକ୍ଷେ ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ଦେଖିତେ ପାରେନ ।”

ସାତ-ଆନିର ଉକିଲ ବାବୁ ଆର ହାତ ବାଡ଼ାଇତେ ପାରିଲେନ ନା । ତଥନ ଜଜ ବାହାଦୁର ବଲିଲେନ “ଏମନ ପାକା ଛସିଯାଉ ଜମିଦାର ଏମନ କାଢା କାଜଟା କରିଯା ଫେଲିଯାଇଛେ ; ଇହା ନିତାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ-ବୈଷ୍ଣବ ବଲିତେ ହଇବେ । ଉପଶିତ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଆପାତତଃ ମୁଲତବୀ ରହିଲ । ଆମି ସାତ-ଆନିର ଜମିଦାର ମନୋହର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟକେ ଦଲିଲ ଜାଲ କରାର ଅପରାଧେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋପଦ୍ଧି କରିଲାମ ।”

ସେ ଦିନେର ଘତ ଆଦାଲତେର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହଇଲ ।

দেবীপুরের সাত-আনির জনিদার প্রবল-প্রতাপ, মহামহিম
শীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধায় মহাশয়কে আর জেলাৰ ধৰ্মাধিকৱণে
হাজিৰ হইতে হইল না ; বৃটীশ গৰ্বণমেটেৱ 'ওয়ারেণ্ট' অপেক্ষা ও
বড় ওয়ারেণ্টে অকস্মাং তাঁহার উপৰ জাৰী হল ; এ ওয়ারেণ্টে
জামিনে থালাসেৱও ব্যবস্থা নাই । বিশ্বনাথেৱ আদালত হইতে
দৃত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হঠাং হাজিৰ হইলেন ; তিনি জাল
দলিল এবং তদপেক্ষাও 'গুরুতৰ ও লম্বুতৰ অনেক' আভিযোগেৱ
উত্তৰ দিবাৰ জন্ম বিশ্বনাথেৱ ধৰ্মাধিকৱণে হাজিৰ হইবাৰ জন্ম
একাকী চলিয়া গেলেন ; সঙ্গে উকাল-মোক্তাৰ বা দলিল-দস্তাবেজ
লইয়া যাইবাৰও সময় হইল না । সেখানকাৰ বিচাৰে কি হইল,
সে সংবাদ উপন্থাস-লেখকেৱ জানিবাৰ সৌভাগ্য এখনও হয় নাই ।

জজ-আদালতেৱ ভকুম যথন মনোহৰ বাবুৰ নিকট পৌছিল,
তথন তিনি বৈষ্টকখনাৰ বাৱান্দায় একখনি চেয়াৱে ব'সয়া ধূমপান
কৱিতেছিলেন । জেলা-প্ৰত্যাগত কৰ্মচাৰী এই নিদৰণ সংবাদ
তাঁহার নিকট বলিবামাত্ তিনি “সিধু বে--” বলিয়া চৌঁকাৰ
কৱিয়াই চৈতন্যহাৰা হইলেন, হাতেৱ হ'কাটী পড়িয়া গোল ! চেয়াৱ
হইতে পড়িয়া যাইবাৰ উপক্ৰম কৱিতেই চাকৱেৱা আসিয়া
তাঁহাকে চেয়াৱ হইতে তুলিয়া ধৰাধৰি কৱিয়া বিছানায় শোঝাইয়া

ଶ୍ରୋଲ-ଆମ୍ବି

ଦିଲ । ମୁଖେ-ଚୋଥେ ମାଥାର ଜଳ ଦେଉଯା ହଇତେ ଲାଗିଲ ; ପାଥାର ବାତାସ କରା ହଇତେ ଲାଗିଲ ; ଡାକ୍ତାର ଡାକିବାର ଜଣ ଗୋକ୍ତୁ ଛୁଟିଲ । ହରିହର ତଥନ କଲିକାତାଯ ; ଏକଜନ ଭୂତ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଯା ନୟ-ଆନିତେ ସଂବାଦ ଦିତେ ଗେଲ । ସଂବାଦ ପାଇବାମାତ୍ର ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ଦୌଡ଼ିଯା ଆସିଲେନ ; ଏକଟୁ ପରେଇ ରନାମୁନ୍ଦରୀ ଆସିଲେନ ; ଡାକ୍ତାର ଓ ଆସିଥା ଉପଶିତ ହଇଲେନ । ଡାକ୍ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ବଲିଲେନ “ସବ ଶେଷ ହଇଯା ଗିଯାଛେ ; ଢାଟ କେବେ କରିଯାଛେ ।” ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତୀହାର କାକା-ବାବୁର ପାଯେର କାହେ ବସିଥା କାହିଁଦୟା ଉଠିଲେନ । ସାତ-ଆନିର ଜ୍ଞନିଦୀର-ଲୀଲା ଏକ ମୁହଁର୍ତ୍ତେର ଭବ୍ର ମାହିଲ ନା ।

ସଂବାଦଦାତା କର୍ମଚାରୀ ସଥନ ବନିଲାୟେ, ମଧ୍ୟପୁରେ ମୋକଦ୍ଧମାର କଥା ଶୁଣିବାମାତ୍ରିଇ ଛୋଟ କର୍ତ୍ତା କେବେ ଚୀଏକାର କରିଯା ବଲିଲେନ “ମିଥୁ ରେ—,” ଆର କିଛୁହି ବଲିତେ ପାରିଲେନ ନା, ତଥନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବାବୁର ବୁକ ଫାଟିଯା ଯାଇତେ ଲାଗିଲ । ମୃତ୍ୟୁ-ମନ୍ୟେ ହରିହରେର ନାମ ତୀହାର ମୁଖେ ଆସେ ନାହିଁ, ଭଗବାନେର ନାମ ଓ ତିନି କରେନ ନାହିଁ,— ଭାକିଯାଛେନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରକେ ; ତୀହାରହି ନାମ କରିଯା ତିନି ଶେଷ ନିଃଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଛେ ! ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ଏହି କଥା ଶୁଣିଆ ଏକେବାରେ ଆକୁଳ ହଇଯା ପଡ଼ିଲେନ ; କାହିଁଦିତେ କାହିଁଦିତେ ବଲିଲେନ “କାକା-ବାବୁ, ତୋମାର ମିଥୁକେ କି ଜଣ ଡେକେଛିଲେ ; ଏକବାର ବଲ ;—ଏକଟୀ କଥା ବଲ ! ଆମିଇ କାକା-ବାବୁକେ ମେରେ ଫେଲେଛି ।”

ସକଳେ ତୀହାକେ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦାନ କରିତେ ଲାଗିଲ । କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରେର ଶୋକେର ବେଗ ଆର ଥାମେ ନା ;—ତିନି ଚୀଏକାର କରିଯା ବଲିଲେନ “ଓ ନା, ଶୁଙ୍ଗେ ତ, କାକା-ବାବୁ ହୁ ତ ଆମାକେ କି ବଲ୍ଲେ ଚେଯେଛିଲେନ,

ଶୋଲ ଆନି

ଆର ବଲା ହୋଲୋ ନା । ଆର ଶୁଣିତେ ପେଲାମ ନା । କାଳା ବାବୁ,
ଯଦି ଅଭିସମ୍ପାଦ କରିତେ ହସ, ତାହି ଏକବାର ବଲ । ଆମି ମାଥା
ପେତେ ନିଛି !”

ମୋକଦ୍ଦମାର ଏମନ କି ସଂବାଦ, ତାହା ତଥନ ପଦ୍ମାଶୁନ୍ଦରୀ କେହ
ଶୋନେ ନାହିଁ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଏକଟୁ ଧୈର୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ ବଲିଲେନ
“ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୋକଦ୍ଦମାର କି ସଂବାଦ ତୁମି ଛୋଟ କର୍ତ୍ତାକେ ଦିଯେଇଲେ ?”

ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତଥନ ଅତି ସଂଶେଷେ ମୋକଦ୍ଦମାର କଥା ନିବେଦନ
କରିଲ । ତଥନ ସକଳେଟି ବୁଝିତେ ପାରିଲ ଯେ, କି ଭୟାନକ ଭୟେ
କାତର ହଟ୍ଟୀ ମନୋହର ବାବୁର ହନ୍ଦିପଣ୍ଡର କ୍ରିୟା ବନ୍ଧ ହଠାତେ ହେଲା ।

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଏକଟା ଦୌର୍ଘ୍ୟନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିଯା ବଣିଲେନ, “ଦୋଷ ମିଳୁ,
ତୁମି ତ ଛୋଟ କର୍ତ୍ତାର ବିକ୍ରିଦୀ କିଛୁହି କର ନାହିଁ । ଶୁନ୍ଦରୀ ଅବସ୍ଥା !
ତବେ ଆର କାତର ହଛି କେନ ? ତୋମାକେ ଅଭିସମ୍ପାଦ କିମି କରେନ
ନାହିଁ । ତୋମାର କି ଅନିଷ୍ଟ ତିନି କରିତେ ଗିଯୋଇଲେନ, ତାହି ମନେ
କରେ କାତର ହ'ସେ ତୋମାକେ ତିନି ଡେକେଢିଲେନ । ତାହି ଅଧୀର
ହୋଇୟେ ନା ବାବା ! ଏଥନକାର କାଜ ଯା କରିବାର, ତାହି କିମି ?”

ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଟ ସଂବାଦ ପାଇଯାଇ ଆସିଯାଇଲେନ ; ତିନି
ବଲିଲେନ “ତରିହର ଉପାସିତ ନେଟ ; ଏଥନ ଯାହା କିଛୁ ହତ୍ୟା, ତାହା
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁକେହି କରିତେ ଥିଲ । ବଡ଼ ବାବୁ, ଏଥନ କାହାର ସମୟ
ନୟ ; ସେ ସମୟ ପରେ ଅନେକ ପାବେ । ଏଥନ ତୁମିଟି ଚୋଟ କର୍ତ୍ତାର
ପୁତ୍ରେର କାର୍ଯ୍ୟ କର ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାଲିଲେନ “ଜୀବିତକାଳେ ତ ଆମି ପୁତ୍ରେର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛୁହି
କରି ନି ; ତାହି ବୁଝି ଆମାର ଏହି ଶାସ୍ତି !”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ହରିହରକେ ଅବିଲମ୍ବେ ବାଡ଼ୀ ଆସିବାର ଜନ୍ମ ତାର ପାଠାଇଯା ଦେଓଯା
ହଇଲ ; ଦୁଷ୍ଟନାର କଥା କିଛୁଇ ତାହାକେ ଜାନାନ ହଇଲ ନା । ତାହାର
ପର ଶଶାନ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରା ହିତେ ଲାଗିଲ । ରମାଶୁନ୍ଦରୀ
କର୍ମଚାରୀଦିଗକେ ଆଦେଶ କରିଲେନ, ବାଡ଼ୀତେ ଚାକର-ଚାକରଣୀ
ଯାହାରା ଆଛେ, ସକଳକେ ଏକ-ବଞ୍ଚେ ବାହିର କରିଯା ଦିଯା ଏଥନାହିଁ
ସମସ୍ତ ସରେ ତାଳା ବନ୍ଧ କରା ହୁଏ । ହରିହର ବାଡ଼ୀତେ ନା ଆସା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହ ବାଡ଼ୀତେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ ପାରିବେ ନା । ତୀହାର ଆଦେଶ
ତୃକ୍ଷଣାଂ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଇଲ ; କାଛାରୀ-ବାଡ଼ୀ, ଦସ୍ତରଥାନା, ଥାଜାଙ୍ଗି-
ଥାନା, ତୋସାଥାନା, ସମସ୍ତ ଚାବି ବନ୍ଧ ହଇଲ । ସମସ୍ତ ଚାବି ଏକଟା
ଲୋହାର ମିଳୁକେ ଡବଲ ତାଳା ଦିଯା ବନ୍ଧ କରିଯା, ଏକଟା ଚାବୀ ରମା-
ଶୁନ୍ଦରୀ ଲହିଲେନ, ଆର ଏକଟା ଚାବୀ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଚାରୀର ଜିମ୍ବା କରିଯା
ଦେଓଯା ହଇଲ । ଅନ୍ୟୋଟି-କ୍ରିୟାର ଜନ୍ମ ଯାହା କିଛୁ ପ୍ରୟୋଜନ, ସମସ୍ତ
ନୟ-ଆନିର ବାଡ଼ୀ ହିତେ ସଂଗୃହୀତ ହିତେ ଲାଗିଲ ।

ଶନିବାର ବେଳା ତିନଟାର ସମୟ ମନୋହର ବାବୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୟ, ଶଶାନ-
ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିତେ କରିତେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଇଯା ଗେଲ । ସନ୍ଧ୍ୟାର
ପର ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀତୀରେ ମୃତ-ଦେହ ଲହିଯା ଯାଓଯା ହଇଲ ; ପୁତ୍ରେର ବାହା
ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ସମସ୍ତଇ କରିଲେନ । ଗଭୀର
ରାତ୍ରିତେ ସମସ୍ତ ଶେଷ କରିଯା ତୀହାରା ବାଡ଼ୀତେ ଫିରିଯା ଆସିଲେନ ।

ଏଦିକେ ମୃତ-ଦେହ ବାଡ଼ୀର ବାହିର ହିବାର ପରଇ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ନୟ-
ଆନିର ପାଂଚଜନ ଏବଂ ସାତ-ଆନିର ପାଂଚଜନ ପାଇଁକ, ଏଇ ଦଶଜନକେ
ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଆଲୋ ଝାନିଯା ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀ ପାହାରା ଦିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରିଯା ନ୍ଵାନାଟେ ଗୃହେ ଫିରିଯା ଗେଲେନ ।

ଶୋଳ-ଆନି

ପରଦିନ ମନ୍ଦ୍ୟାର ସମସ୍ତହିନ୍ଦ୍ରିୟର ବାଢ଼ୀରେ ଆସିଲା । ତାହାକେ ଆବୁ ସାତ-ଆନିତେ ଯାଇତେ ଦେଉଥା ହଇଲା ନା—ମେ ବାଢ଼ୀ ଯେମନ ବନ୍ଦ ଓ ପ୍ରହରୀ-ବେଣ୍ଟି ହଇଯାଛିଲ, ତେମନିଟି ଥାକିଲ ।

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ହରିହରକେ ସମସ୍ତ କଥାଇ ବଲିଲେନ ; ପିତୃଶୋକାକୁଳ ପୁତ୍ରକେ ଯେମନ କରିଯା ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦିତେ ହୟ, ତାହାର ଦିଲେନ । ରମା-
ଶୁନ୍ଦରୀ ଓ ତାହାକେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦିଲେନ । ସେଇ ବାର୍ଗିତେହି ହିନ୍ଦୁ
ହଇଲ, ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥାତେହି ହରିହରକେ ସମେ କରିଯା
ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ଜେଲାର ମାର୍ଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବେର ସହିତ ସାଙ୍ଗାଂ କରିତେ
ଯାଇବେନ । ହରିହର ଆଇନ-ଅନୁମାରେ ଏଥନେ ନାବାଲକ ; ଅମ୍ଭ
କଯେକମାସ ପରେହି ସେ ନାବାଲକ ହେବେ । ପାଛେ ନାବାଲକେର ସମ୍ପତ୍ତି,
ଜିନିସପତ୍ର, ଜମିଦାରୀର କାଗଜପତ୍ର କୋନ ପ୍ରକାରେ ହପ୍ତାନ୍ତରିତ ବା
ଲୁଟ୍ଟିତ ହୟ, ଏହି ଭୟେହି ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ସାତ-ଆନିର ବାଢ଼ୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଛିଲେନ ।

ହରିହରକେ ଲହିୟା ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ପରଦିନଟି ଜେଲାୟ ଚଲିଯା ଗଲେନ ଏବଂ
ତୀହାଦେର ଡୁକିଲ ବାବୁକେ ସମେ ଲହିୟା ମାର୍ଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବେର କୁଠାତେ
ଗେଲେନ । ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରେର ମହିତ ମାର୍ଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବେର ବିଶେଷ ପରିଚୟ
ଛିଲ ; ସାହେବ ତୀହାକେ ସ୍ନେହ କରିତେନ, ଏବଂ ଜେଲାର ବଧୋ ଏକଜନ
ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚରିତ ଜମିଦାର ବଲିଯା ଜାନିତେନ । କୁଠାରେ ପୌଛିଯା
ସଂବାଦ ଦିବା ମାତ୍ର ମାର୍ଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ତୀହାଦିଗକେ ଡାକିଯା ପାଠାଇ-
ଲେନ ; ଏବଂ ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରେର ମୁଖେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଯା ବଲିଲେନ “ଆପନାର
ମାତା ସାତ-ଆନି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଛେନ, ତାହା ଶୁଣିଯା ଆମି
ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଲାମ । ତିନି ବେଶ କାଜ କରିଯାଛେନ ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ହରିହର ବାବୁ ତ ଆର କୟେକ ମାସ ପରେଇ ସାବାଲକ ହଇବେନ । ଏହି ଅନ୍ନ ଦିନେର ଜଗ୍ନ ଆର ଏଷ୍ଟେ ଓସ୍ଟାର୍ଡର ହାତେ ଦିବାର କୋନ ପ୍ରୋଜନ ମନେ ହଇତେଛେ ନା । ଆମି ଏଥନାହେ କମିସନର ସାହେବକେ ତାର କରିତେଛି । ଯାହାତେ ଆପନିଇ ହରିହରେର ବିଷୟେର ତତ୍ତ୍ଵବଧାନେର ଭାବ ପାନ, ଆମି ମେହି ପ୍ରସ୍ତାବଇ କରିତେଛି । ଆପନାରା ଆଜି ବାଡ଼ି ଯାଇବେନ ନା ; ଯାହାତେ କୟେକ ସଂଟାର ମଧ୍ୟେଇ କମିସନର ସାହେବେର ଆଦେଶ ତାରଯୋଗେ ଆସେ, ଆମି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେଛି । ମିନ୍ଦେଶ୍ଵର ବାବୁ, କମିସନର ସାହେବଓ ଆପନାକେ ଜାନେନ ; ଆପନାର ଉପର ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆଛେ, ଏ କଥା ଏକଦିନ କଥା-ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମାକେ ବଲିଯାଇଲେନ । ତାରେର ଜବାବ ଆସିବାମାତ୍ର ଆମି ଉକିଲ ବାବୁକେ ସଂବାଦ ପାଠାଇଯା ଦିବ ।”

ମିନ୍ଦେଶ୍ଵର ବାବୁ ବଲିଲେନ “ସଂବାଦ ପାଠାଇଯା ମାତ୍ର ଆମରା ମହାଶୟରେ ନିକଟ ଆସିଯା ସମସ୍ତ ବିଷୟେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଯାଇବ ।”

ମାଙ୍ଗିଷ୍ଟେ ସାହେବ ହାସିଯା ବଲିଲେନ “ମିନ୍ଦେଶ୍ଵର ବାବୁ, କେମନ କରିଯା ଜମିଦାବୀ ମାନେଜ କରିତେ ହୁଁ, ମେ ଉପଦେଶ ଆମାର ନିକଟ ଅନେକଷା ଆପନାର ମାରେ କାହେଇ ଭାବ ପାଇବେନ ।”

ମାଙ୍ଗିଷ୍ଟେ ସାହେବ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଯାଇଲେନ, ତାହାଇ ମଞ୍ଚୁର ହଇଲ । କର୍ମିସନର ସାହେବ ଉପରେର ମଞ୍ଚୁରୀର ଅନେକଷା ରାଖିଯା ଆଦେଶ ପାଠାଇଲେନ ଯେ, ବାବୁ ମିନ୍ଦେଶ୍ଵର ଚାଟାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବାବୁର ସାବାଲକ ନା ହେଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷନ କରିବେନ । ସଦର ହହତେ ଯେନ ଏକଜନ ଡେପୁଟୀ ଅବିନଷ୍ଟେ ଦେବୀପୁରେ ଯାଇଯା ସାକ୍ଷୀ-ଦିଗେର ସମ୍ମୁଖେ ସାତ-ଆନିର ବାଡ଼ୀର ଦ୍ୱାର ଥୋଲେନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ-

ଶ୍ରୋମ-ଆନି

সম্পত্তি ଆସବାବପତ୍ରେର ତାଲିକା କରିଯା ମିଳିଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୁଝାଇଯା ଦିଯା ତାହାର ନିକଟ ହିତେ ରସିଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୁଣ୍ଡ ଜମ୍ବୀଦାରେର ଶାକ୍ରେର ବାସ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମିଳିଷ୍ଟର ବାବୁ ଧାତ୍ରୀ ମହିନେ କରିବେନ, ତାହାଇ କରିବେନ ।

ମାଜିଟ୍ରେଟ୍ ସାହେବେର ସହିତ ପୁନରାୟ ମାଙ୍ଗାଏ କରିଯା ଯଥାବୌଠି ଲିଖିତ-ଆଦେଶପତ୍ର ଲାଇସା ଏବଂ ଡେପୁଟୀ ବାବୁର ଦେବୀପୁରେ ଆଗେନନ୍ଦେର ବ୍ୟବହାର କରିଯା ଦିଯା ଛଇ ଭାଇ ଆର ବିଷ୍ଟ ନା କରିଯା ବାଗା ଚଲିଯା ଆସିଲେନ ।

ପରଦିନଇ ଡେପୁଟୀ ବାବୁ ଉପର୍ହିତ ହଇଲେନ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରକଣ ମାକ୍ଷିର ମୟୁଥେ ସାତ ଆନିର ବାଡ଼ୀର ସମସ୍ତ ବିମୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କେ ବୁଝାଇଯା ଦିଯା ଚଲିଯା ଗେଲେନ ।

ବିଶେଷ ସମାରୋହେଇ ମନୋହର ବାବୁର ଶାକ୍ରକର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହଇଲା ; କୋନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଗୋଲଯୋଗ ଉପର୍ହିତ ହଇଲା ନା ।

ଇତଃପୂର୍ବେଇ ମିଳିଷ୍ଟର ହରିହରେର ପଡ଼ାଞ୍ଜନା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯା କରିଶନର ସାହେବଙ୍କେ ପତ୍ର ଲିଖିଯାଇଲେନ । କାନ୍ଦନର ସାହେବ ଉତ୍ତର ଦିଲାଛେନ ଯେ, ଯଥନ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରକ ମାସ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବୁଙ୍କେ ଜମିଦାରୀର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହିଁ ହିଁ, ତଥନ ଏଥିନ ହିତେଇ ତାହାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା ; ରୁତରାଂ ହାତେ ବାବୁଙ୍କ କଲେଜେ ପଡ଼ା ଏ ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତ ହିଁବେ ନା ।

ଏହି ସଂବାଦ ପାଇଁଯା ହରିହର ବଡ଼ି ହୁଅଥିତ ହଇଲା । ମିଳିଷ୍ଟର ବଲିଲେନ “ତୁମି ଇହାତେ ନିଶ୍ଚିଷ୍ଟ ହିଁଓ ନା । ଏକଟା ଦିନର ଅବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହିଁବେ । ତୁମି ଜମିଦାରୀ ହାତେ ଲାଇସା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କାରିଯା

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ତଥନ ପୁନର୍ବୟ ପଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଓ । ଆପାତତଃ କମିସନର ସାହେବେର ଆଦେଶ ଅନୁମାରେଇ କାଜ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବିଷୟେର ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମିଓ ଯେମନ ପଣ୍ଡିତ, ତୋମାକେଓ ତେମନିଇ ଶିକ୍ଷା ଦିବ । କିନ୍ତୁ ତୋମାକେ ଉଦ୍‌ଦୀନ ହିଁଲେ ଚଲିବେ ନା ; ମାୟେର ନିକଟ ହିଁତେ ସମସ୍ତ ଶିଖିଯା ଲାଇତେ ଆରମ୍ଭ କର । ଆମି ନାମମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ବ୍ରହ୍ମିଳାମ । ସାହା କିଛୁ କାଜକର୍ମ, ସମସ୍ତଟି ମାୟେର ଆଦେଶ ଅନୁମାରେଇ ଚଲିବେ । ତୁମି ବାଡ୍ରୀତେ ଥାକିଯା କାଜକର୍ମ ଦେଖ, ଆର ଆମ'ର ଯତଥାନି ବିଶ୍ଵା ଆଛେ, ତାହାଟି ତୋମାକେ ଦାନ କରିବ ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଇଉନିଭାରମ୍‌ପିଟିର ତୁଟି ଏକଟା ଛାପ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ ; ତା ହ୍ୟ ତ ଆର ହବେ ନା । ତା ନା ହୋଲୋ, ତୁମି ଯା ଜାନ ଦାଦା, ତାଇ ସବ୍ଦି ଆମାକେ ବେଶ କରେ ଶିଖିଯେ ଦିତେ ପାର, ତା ହଲେ ଆର ଆମାର ଆକ୍ଷେପ ଥାକୁବେ ନା ।”

ଏଇ ସମୟ ଭଗବାନ ଆର ଏକଟା ଗୋଲଓ ମିଟାଇଯା ଦିଲେନ । ମନୋହର ବାବୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ସକଳକେଇ ପରିଶ୍ରମ କରିତେ ହିଁଯା-ଛିଲ ; ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରେର ଶ୍ରୀ ଓ ମେହି ଅନୁଷ୍ଠାନିକେ କାଜକର୍ମେ ଯୋଗଦାନ କରିଯାଛିଲେନ ; ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ଓ ମାନଦାର ନିଷେଧ କିଛୁତେଇ ମାନେନ ନାହିଁ । କୟେକଦିନେର ଅନିଯମେ ତାହାର ଶରୀର ଏକେବାରେ ଭାଙ୍ଗିଯା ପଡ଼ିଲ । ତିନି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁଯା ପଡ଼ିଲେନ । ଜେଲା ହିଁତେ ମିବିଲ ସାର୍ଜନ ଓ ଅପର ଏକଜନ ବହୁଦୀଶ୍ଵର ବାଙ୍ଗାଲୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କେ ଆନା ହିଁଲ । ତାହାରା ବଲିଲେନ, ରୋଗିଣୀର ଆର ବାଁଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ; ଏ ସମୟ ଓସଧ-ପତ୍ର ଦିଯା ତାହାକେ କଷ ଦେଉସାଯ କୋନିଇ ଲାଭ ନାହିଁ । ତାହାରା ବାଡ୍ରୀର ସକଳକେ ମର୍ବଦୀ ସତର୍କଭାବେ

ଶୁଣ୍ଡା କରିବାର ଉପଦେଶ ଦିଯା ଚଲିଯା ଗେଲେନ । ବିଲମ୍ବ ଆର
ବେଶୀ ହଇଲ ନା ; ଡାକ୍ତାରେରା ସେଦିନ ଚଲିଯା ଗେଲେନ, ମେହି ରାତ୍ରିତେଇ
ଶାମୀର କୋଲେ ମାଥା ରାଖିଯା, ଶାଙ୍କୁଡ୍କୀର ପଦଧୂଲି ମସ୍ତକେ ଲାଇସା
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ସତୀଲୋକେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ । ହାରହର କାନ୍ଦିଯା
ବଲିଲ “ଦାଦା, ଏକେ-ଏକେ ସବାହି ଯେ ଯାଯ ! ଜ୍ୟୋତିଷୀମା, ତୁମି ଯେଓ
ନା ଗୋ, ତୁମି ଯେଓ ନା ।” ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ହରିହରକେ ବାଲକେର ମତ
କୋଲେର ମଧ୍ୟେ ଲାଇସା ବଲିଲେନ “ଭୟ କି ବାବା, ଭଗବାନେର ଉପର
ନିର୍ଭର କରତେ ଶେଖ ।”

[১৭]

সিদ্ধেশ্বরের স্তুর শান্ত শেষ ঢাইঝা গেলে এক দিন অপরাহ্ন কালে
সিদ্ধেশ্বর ও হরিহরকে ডাকিয়া রমাশুন্দরী বলিলেন “একটা
বিশেষ পরামর্শের জন্য তোমাদের ডেকেছি। বৌমা ত চলে
গেলেন; এখন এ সংসারই বা দেখে কে, হরিহরের সংসারেরই বা
ভার নেয় কে? আমি ত বুড়ো হয়ে গেলাম; আজ আছি ক'ল
নেই। তোমাদের কি উপায় হবে, সে কথা চিন্তা করেছ কি?”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “মা, চিন্তার দায় থেকে আমি একেবারে
অব্যাহতি পেয়েছি। কোন দিনই তেমন চিন্তা করি নাই; যা বা
একটু আদটুকু সময় সময় ভাবতাম, দুইজনকে ওপারে পাঠিয়ে তা ও
চেড়ে দিবেছি। আমাকে আর কিছু চিন্তা করতে বোলো না।”

রমাশুন্দরী হরিহরের দিকে চাহিয়া বলিলেন “হরিহর, তুমি ও
তোমার দাদার কথা গুলোই আবার বল; তা হলেই ঠিক হয়।”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “আমি যা বল্গাম, ওর কি তা বল্বার যো
আছে। সে কথা ও বেশ বোঝে, ওকে অত বোকা মনে করো
না মা!”

হরিহর বলিল “জোঠাইমা, দাদার কথা ও মানিনে, আমার
কথা ও কাটকে মান্তে বলিনে; তুমি যা বল্বে, আমরা
তাই করব।”

ଶୋଲ·ଆନି

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ତା ହଲେ ତୁହି ଆମାର ଉପଦେଶ ମତ ଚଲିବିନେ ?” ହରିହର ବଲିଲ “ଜୋଠାଇମା, ଦେଖେଛ, ମରକାରେର ସାଟିଫିକେଟ ପେଯେ ଦାଦା ଏକେବାରେ ଲାଟ ହୁୟେ ଥାଏଛେ । ଆମି ନାବାଲକ କି ନା, ତାଇ ଉନି ହକୁମ ଦେବେନ, ସେବନାର, ଆଜ ନାହିଁତେ ପାବିନେ, ଆଜ ମୁଗେର ଡାଲ ଥେତେ ପାବିନେ, ଆମ ଅମନି ନାବାଲକ ସ୍ଵବୋଧେର ମତ ତାଇ କରବ । ଏହି ବୁଝି ତୋମା । ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ! ମେ ମବ ହବେ ନା ; ଜୋଠାଇମା ଯା ବଲିବେନ, ତୋମାକେ ତା ମାଥା ପେତେ ନିତେ ହବେ । ତୋମାକେ ଯା ବଲିବେନ, ତା ଆମ ବୁଝାତେଇ ପେରେଛି । ବଲିବେନ ଏହି—ଯା ମକଳ ମାଘେଇ ବଲେ ଥାକେନ—ବଲିବେନ, ଯା ହବାର ତା ତ ହୁୟେ ଗେଲ ; ମେ ମବ ଭେବେ ଚୁପ କରେ ଏମେ ଥାକୁଲେ ତ ଆର ସଂସାର ଚଲେ ନା । ଏଥନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛେଲେଟିର ମତ ଆର ଏକଟା ବିଯେ କରେ ସବ-ସଂସାର କରିତେ ଥାକହ । କେମନ ଜୋଠାଇମା, ଏହି ତ ତୋମାର କଥା ।”

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ଦେଖେଛ ମା, ଓର ମଙ୍ଗେ କଥାଯ କାରାଓ ପାରିବାର ଯୋ ନେଇ । ଏହି ଯେ ଏତ ବଡ଼ ବିପଦଟା ଗେଲ, ଏହି ଯେ ଏମନ ପ୍ରକାଣ ଏକଟା ଜନିଦାରୀର ଭାର କୁକ୍କେ ପଡ଼ିଲ, ତାଟେ କ୍ରକ୍ଷେପ ନାହିଁ ; ମେହି ସଦାନନ୍ଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ରୁଯେଛେ । ଓର ଛେଲେମାନୁଷ୍ଠା କୋନ ଦିନାଇ ଯାବେ ନା ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଆଜ୍ଞା ଜୋଠାଇମା, ତୁ ମିହି ବିଚାର କର, ଆମାର ଛେଲେମାନୁଷ୍ଠାଟୀ କୋଥାର ହଲ । ବାବା ମାରା ଗେଲେନ, ଆମି ତାର କି କରବ ? ଆର ତିନି ଯେ ଗେଲେନ, ଭାଲହି ଗେଲେନ ; ନହଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ କି ହୋତୋ, କେ ଜାନେ ? ତାର ପର, ବୌଦ୍ଧି । ତିନି ତ ଆଜ କମ୍ବ

ବ୍ରୋଲ-ଆନି

ବଂସର ମରେଇ ଛିଲେନ ; ଶୁଦ୍ଧ କଷ ପାଛିଲେନ ; ତାଙ୍କ ତ ମରା ନୟ,
ବାଚା । ତା, ମେ କଥା ଭେବେ ଆର କି ହବେ ! ତାରପର ଧର, ଜୋଠାଇ-
ମାର ଯା ମନେର କଥା, ତା ଆମି ଟେନେ ବାର କରେ ଦିଲାମ ; ତାତେଇ
ବା ଦୋଷ କି ହୋଲୋ । ହଁଯା ଜ୍ୟୋତାଇ ମା, ଦୋଷ ହସେଇ ?”

ବ୍ରାମ୍ଭନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ନା, ତୋମାର କୋନ ଅପରାଧ ହୟ ନି ।
ତୁମି ଅମନି ସଦାନନ୍ଦ ହସେଇ ବେଁଚେ ଥାକ ; ବଂଶେର ନାମ ରାଖ । ତାର
ପର ଶୋନୋ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଓ ପାଗଳଟା ଯା ବଲ୍ଲ, ଆମାର ଯେ ମେ ଇଚ୍ଛା ନୟ,
ଏ କଥା କେମନ କରେ ଅଶ୍ଵିକାର କରି । ଯତଦିନ ବୌମା ବେଁଚେ
ଛିଲେନ, ତତଦିନ ଐ ପ୍ରସ୍ତାବ କତ ଜନ ଆମାର କାହେ କରେଛିଲ ;
ତୋମାର କାକା-ବାବୁ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଐ କଥା ବଲେ ପାଠିଯେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ
ଆମି କୋନ କଥାମ୍ବ କାଣ ଦିଇ ନାହିଁ । ତା କି ଆମି ପାରି ? ଯାକେ
ଆଦର କରେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେଛିଲାମ, ମେ ରୋଗେ କାତର ବଲେ ତାକେ ତ
ମେରେ ଫେଲୁତେ ପାରିଲେ । ଆମି ଯଦି ପୂର୍ବେ ଆବାର ଛେଲେର ବିସ୍ତେ
ଦିତାମ ହରିହର, ତା ହ'ଲେ ଆମାର ବୌମା କି ଏତ ଦିନ ବେଁଚେ ଥାକ-
ତେନ । ବୁକେ କି ଆଘାତ ପେରେଇ ମା-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମାର ଚଲେ ଯେତେନ ।
ଆମି କି ତା ବୁଝତେ ପାରିନି । ତାଇ ଆମି ଛେଲେର ପୁନରାୟ ବିସ୍ତେ
ଦେବାର କଥା ତଥନ ମନେଓ ଆନି ନାହିଁ ; ବୌମାର ରୋଗ ନିବାରଣେର
ଜନ୍ମ ଯତ ଚେଷ୍ଟା କରତେ ହୟ, କରେଛି । ତାର ପର ସମୟ ହୟ ଏଳ ;
ତିନି ଶ୍ଵାମୀର କୋଲେ ମାଥା ରେଖେ ଚ'ଲେ ଗେଲେନ । କି କରବ ବଲ ?
ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ରେର କିଛୁଇ କୃତୀ କରି ନାହିଁ । ଅନ୍ତର୍ମନ୍ଦ, କିଛୁଇ ହୋଲୋ
ନା । ଏଇ ମେଦିନ ତିନି ଚଲେ ଗେଛେନ, ଆର ଆଜଇ ଯେ ଆମି
ସିଧୁକେ ବଲି, ବାବା ଆର ଏକଟା ବିସ୍ତେ କରି, ଏମନ ହଦୟହୀନ ମା

ଆମାକେ ପାଓ ନି ବାପ ହରିହର ! ଅଥାତ୍ ଏ କଥାଟା ସେ ଆମାର ମନେ ଜାଗିଛେ, ତାଇ ବା ଅସ୍ଵୀକାର କରି କି ବ'ଲେ । ଆମି ତୋମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେ ଚାଇ ସିଧୁ, ତୁମି ନିଜେର ମସଙ୍କେ କି ଶିର କରେଛ ? ଆମାର ମୁଖେର ଦିକେ ଚେହୋ ନା, ହରିହରର କଥା ଭେବୋ ନା ; ତୋମାର ଜୀବନେର ଶାନ୍ତିର ଜଗ୍ନ ତୁମି କୋନ୍ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରା ଶିର କରେଛ, ତାଇ ଆମାକେ ମନ ଥୁଲେ ବଳ । ତାଇ ହାନେ, ତବେ ଆମି ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ପାରି ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ମା, ଏଥନାହିଁ କି ତୋମାର ବାବଙ୍କାର ସମୟ ଏସେ ପଡ଼େଛେ ? ସାକ୍ ନା କିଛୁଦିନ ; ତାର ପର ଯା ହସ୍ତ କରା ଯାବେ ।”

ରମାମୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “କାହାରୁ ଓ ଶ୍ରୀରେର କଥା ବଳା ଯାଏ ନା । ଏହି ତ, ଏକେବାରେ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଷ ତୋମାର କାକା-ବାବୁ, ଏକ ନିମିଷେର ଭରା ଓ ସଇଲ ନା ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଅବଶ୍ୟ ଆମି ସେ ମନେ କିଛୁ ଶିର କରି ନାହିଁ, ତା ନସ୍ତି ; ଏବଂ ଆମି ଯା ସଙ୍କଳନ କରେଛି, ତୁମି ତାତେ ନିଶ୍ଚଯତ୍ତ ସମ୍ମତ ହବେ—କାବଣ ତୁମି ଯେ ଆମାର ମା । ତୋମାର ହୃଦୟେର ସମ୍ପଦ ତାବ ଆମି ବୁଝିତେ ପାରି । ତବୁତେ ସମୟ ନିଛିଲାମ କେନ, ତା ହାନି । ଏହି ହରିହରେର ଏଥନ କାଳାଶୌଚ, ତାରପର ଏଥନଙ୍କ ମେ ଆଇନ ହିସାବେ ନାବାଲକ । କାଳାଶୌଚ ଶେ ହସ୍ତେ ଥାକ, ଓ ସାବାଲକ ହସ୍ତେ ବିଷସ୍ତ ହାତେ କରୁକ, ତାର ପର ଆମି ଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିର କରେ ରେଖେଛି, ମେଇ ଅଳୁମାରେ କାଜ କରିବ । ତାରଇ ଜଗ୍ନ ବିଲମ୍ବ କରିଛି, ନତୁବା ଆମି ସେ ମନେ କିଛୁଠି ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ନାହିଁ, ତା ନସ୍ତି ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ତା ଯଦି ଭେବେ-ଚିନ୍ତେ ସବହି ଠିକ କରେ ଥାକ, ତାର

ଶ୍ରୋଲ ଆଣି

ଜନ୍ମ ଆମାର କାଳାଶୋଚେଇ ବା ତୋମାର କି ବାଧିଲ୍, ଆମାର ବିଷସେଇ
ମାଲିକ ନା ହୁଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କି ଆଟିକେ ଗେଲା । ତୋମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ତୁମି କରବେ, ତାର ମଧ୍ୟେ ଆମାକେ ଜଡ଼ା ଓ କେନ ?”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ତୋକେ ଜଡ଼ାବାର ଜନ୍ମଇ ଏଥିନ ଚୁପ କରେ
ଥାକ୍ତେ ଚାଇ, ସମସ୍ତେର ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଚାଇ ।”

ବିମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ନା, ସା ତୋମାର ମନେର କଥା, ଆମାକେ
ଖୁଲେଇ ବଲ ନା ; ସେଇ ହିସାବେ ଏଥିନ ଥେକେଇ ସବ ଠିକ କରା ଯାକ୍ ।
ଆମି, ସିଧୁ, ତୋମାକେ କୋନ ଅନୁରୋଧ କରିବ ନା, କାରଣ ତୋମାର
ଉପର ଆମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରତେ ପାରି । ତୁମି ନିଃସଙ୍କେଚେ ତୋମାର
ମନେର କଥା ବୁଲ୍ତେ ପାର ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ତା ହ'ଲେ ମା, ଏଥିନି ଶୁଣବେ ? ବେଶ, ତା
ହୋଲେ ଶୋନେ । ଆମି ଯେ ଆବାର ବିବାହ କରେ ସଂସାର-ଧର୍ମ କରିବ,
ମେ ଇଚ୍ଛା ଆମାର ନାହିଁ । ମେ ବିଷସେ ଆମି ଦୃଢ଼ମଙ୍ଗଳ ।” ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଲିଯାଇ ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ନୀରବ ହଇଲେନ ।

ହରିହର ବଲିଲ “ତାର ପର କି, ତାଇ ବଲ ? ଚୁପ କରିଲେ କେନ ?”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ତାର ପରେର କଥା ବଲବାର ଆଗେ ମାସେର
ଅନୁମତି ଚାଇ ହରିହର ! ଆର ତୋମାର କାହେଓ ଏକଟା କଥା ଚାଇ ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଜ୍ୟୋଠାଇମା ତ ତୋମାର ଉପରି ସବ ଭାବ
ଦିଇଯାଇନେ ; ତୁମି ଯା କରିବେ ତାତେଇ ଓଁର ସମ୍ମତି ଆଛେ ।”

“ତବୁও ମା, ତୋମାକେ ବଲ୍ଲେଖ ହଚ୍ଛ, ଆମି ତୋମାର କାହେ ସା
ତିକା ଚାଇବ, ତାଇ ତୁମି ଆମାକେ ଦେବେ ।”

ବିମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ତୁଇ ଆଜ ଏ କି ନ୍ତନ କଥା ବଲ୍ଛିମୁ ।

ଶୋଇ-ଆନି

ତୋକେ ଅଦେସ କି ଆମାର କିଛୁ ଆଛେ ? ତୁହି କି ଆମାର ତେମନ ଛେଲେ ! ତୋକେ ଆମାର କାହେ ଭିକ୍ଷା କରିତେ ହବେ କେନ ? ତୋର ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା, ତା ଆମାର କାହୁ ଥେବେ ତୁହି ଜୋର କରେ, ଆବଦାର କରେ ଆଦ୍ୟ କରେ ନିବି ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ତା ଜୀବି ମା ! ତବୁ ମ ସବ ଦିକ ବୈଧେ ନିଛି । ତାର ପର, ଭାଇ ହରିହର, ଆଗି ଯା ବଳ୍ବ, ତାମେହି ତୁମି ରାଜୀ ହବେ ?”

ହରିହର ବଲିଲ “ଏକଟା ବାଦେ ସବ-ତାତେହି ରାଜୀ । ତୁମି ଯା ବଳ୍ବ, ତାର ସବ ଶୁଣ୍ବ, ସୁଧୁ ଏକଟା କଥା ଶୁଣ୍ବ ନା । ମେ କଥାଟା ଆଗେହି ବଲେ ରାଖି । ତୁମି ଯେ ବଳ୍ବ, ତୋମାର ବିମୟ-ସମ୍ପଦି ଆମାକେ ଲେଖାପଡ଼ା କରେ ଦେବେ, ତା ଆମି ଶୁଣ୍ବ ନା ; ତା ଛାଡ଼ା ଆର ଯା ବଳ୍ବ, ଆମି ତାଇ କରବ, ତୋମାକେ ବଳାଇ ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ବେଶ, ଆମାର ବିଷୟ ତୁହି ନିମ୍ନେ, ଆମି ତା ତୋକେ ଦିତେଓ ଯାଚିଲେ ; ଆମାର ଖୁଡ଼ିତୋ ଭାଇକେ ଆମି ବିଷୟ ଦାନ କରବ, ଏତେ କି ଏକଟା କଥା ରେ !”

ହରିହର ବଲିଲ “ବେଶ, ତାଇ ନା ହଲେହି ହୋଲୋ ।”

ସିଙ୍କେଶ୍ୱର ତଥନ ବଲିଲେନ “ମା, ଆମି ତୋମାର କାହେ ଶୁହାର ମେଘେଟୀକେ ଭିକ୍ଷା ଚାଚିଛି । ଆବ ଭାଇ ହରିହର, ଆମାର ହେ ଶୁଶ୍ରାଵକେ ତୋମାକେ ବିବାହ କରିତେ ହବେ । ଦେବୌପୁରେ ଜମିଦାରେରା ମେ ଗୋରା-ଚାନ ମୁଖୁଯୋର ନିରପରାଧୀ ବିଧବାକେ ସମାଜେର ଦିକେ ନା ଚେଯେ, ସୁଧୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେଇଁ, ତାଇ ନୟ ; ଗୋରାଚାନ ମୁଖୁଯୋର କନ୍ତାକେ ଦେବୌପୁରେ ଜମିଦାର ଗୃହଲଙ୍ଘୀ କରେଇଁ, ଏହିଟେ ଆମି ଦେଖାତେ ଚାଇ ।

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

କେମନ ହରିହର, ତୁମି ଏତେ ସମ୍ମତ ଆଛ ? କେମନ ମା, ତୁମି ଶୁହାରକେ ଅପେକ୍ଷା ଦେବେ ?”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ତୋକେ ଆମି ସାର୍ଥକ ପେଟେ ଧରେଛିଲାମ । ଆଜ ତୋର କଥା ଓନେ ଆମାର ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହସେ ଗେଲ । ଆମି ଶୁହାରେର ବିବାହେର କଥା କତ ଚିନ୍ତା କରେଛି । କି ଯେ କରବ, ତା ଭେବେ ପାଇନି । ବାର ବଚରେର ମେଘେ । ତୁଇ ଯା କ୍ଷିର କରେଛିସ୍ ମଧୁ, ତାର ଚାଇତେ ଶୁହାରେର ମୌତ୍ତାଗୋର କଥା ଆର କି ହତେ ପାରେ ? ପାରବି ବାବା ହରିହର, ଶୁହାରକେ ବିଯେ କରତେ ? ମମାଜେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ହବେ, ମେ କଥା ବଲେ ରାଖିଛି ।”

ହରିହର ବଲିଲ “ଦାଦା ଯେ ଏମନ କଥା ବଲୁବେ, ଏ ଆନି ମୋଟେଇ ଭାବିନି ଜ୍ୟୋତିଇମା ! କିନ୍ତୁ, ଆମି ତ କଥା ଦିଯେଛି, ଦାଦା ଆମାକେ ମା ବଲୁବେ, ଆମି ତାଇ କରବ ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ଦେଖ ହରିହର, ଆମି ଏହି ଏତଦିନ ଶୁହାରକେ ଦେଖେ ଆସିଛି ! କି ଯେ ଶୁନ୍ଦର ମେଘେ ! ଝାପେର କଥା ବଲୁଛିଲେ, ତୁଇ ତ ତାକେ ଦେଖେଛିସିହେ ; ଆମି ଓଣେର କଥା ବଲାଇଛି । ଏମନ ମେଘେ ଆମାର ଚୋଥେ ବିଶ କମ ପଡ଼େଛେ । ତୁଇ ଶୁଥୀ ହବି ହରିହର, ଏ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଆମି କରାଇ । ଦେଖ ମା, ହରିହରେର କାଳାଶୋଚ ନା ଗେଲେ ତ ବିବାହ ହତେ ପାରେ ନା ; ତାଇ ଆମି ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଚେଷ୍ଟା-ଛିଲାମ ।”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “କାଳାଶୋଚ ଅବଶ୍ତାତେ ଓ ବିବାହେର ବିଧାନ ଆଛେ ; ବିବାହେର ପୂର୍ବେ ସମସ୍ତ ସପିଙ୍ଗକରଣ ଶେଷ କରଲେ ଆର ବିବାହେ ବାଧା ହୁଯ ନା ; ବିଶେଷ କଞ୍ଚା ଯଦି ଅରୁକ୍ଷଣୀୟା ହୁଯ ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆମି

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ଆମି କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଙ୍ଗାଟୀ ଜାନତାମ ନା ମା !”

ହରିହର ବଲିଲ “ଆର କିଛୁ ତୋମାର ବଲ୍ବାର ନେହୁ ଦାଦା !”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ଏଥନେ ଆମାର କଥା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶୁହାରେର ବିବାହ ଦିନୀ ଆମି ଏହି ନୟ-ଆନିର ଜମିଦାରୀ ଘୋରୁକ ଦେବ । ତାରପର ମା ଓ ଶୁହାରେର ମାକେ ନିଯେ ଆମ କାଣୀ-ବାସୀ ହବ । ହରିହର ଆମାଦେର ମାସିକ ଷ୍ୱକିଞ୍ଚିତ ଖର୍ଚ ପାଠିଲେ ଦେବ ।”

ହରିହର ଲାଫାଇୟା ଉଠିଯା ବଲିଲ “ଏ କକ୍ଷନୋ ହବେ ନା । ଆମି ତ ବଲେଛି ଦାଦା, ତୋମାର ଜମିଦାରୀ ଆମି ନେବୋ ନା ; ଆର ସବ କଥା ଶୁଣିବୋ । ତୁମି ବିବାହ କରତେ ବଳ୍ଚ, ଆମି ତାତେ ମୁସତ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ନେବ ନା ।”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ଆମି ତ ବଲେଛି, ଆମାର ଭାଟକେ ଆମି ବିଷୟ ଦେବ ନା । ଆମି ତ ତୋକେ କିଛୁଇ ଦିଛିଲେ ; ସେ ଶୁହାରକେ ବିବାହ କରବେ, ଆମି ତାକେଇ ଆମାର ଜମିଦାରୀ ଘୋରୁକ ଦେବ । ତୁହି ବିବାହ କରତେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭବ କରିମ୍, ତୁହି ବିଷୟ ପାବି ନେ । ଆମି ଶୁହାରେର ଭାବୀ ସ୍ଵାମୀକେଇ ଆମାର ସମ୍ପଦି ଦାନ କରିଛି, ଆମାର କାକା-ବାବୁର ଛେଲେ ଅକ୍ଷ୍ମାଟୀନ ହରିହର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟକେ ଦିଛିଲେ ; କେମନ, ଆମାର କଥା ବୁଝିଲି । ଯା, ଆର କଥା ବଲିମ୍ ନା ; ଆମି ଯା ବଲ୍ବ, ତାହି ତୋକେ ସେମେ ନିତେ ହବେ । ତୋକେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିରୁଛି, ଏହି ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ବୁଝିଲି !”

ରମାଶୁନ୍କରୀ ବସିଯା ଛିଲେନ ; ଉଠିଯା ବଲିଲେନ “ତୋରା ଏକଟୁ

ଶ୍ରୋଲେ-ଆମି

ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମି ଏଥନଟି ଆସୁଛି ।” ଏହି ବଲିଆ ସବେର ବାହିର
ହଇଯା ଗେଲେନ ।

ହରିହର ବଲିଲ “ଦାନା, ତୁମି ସେ ଏମନ କରବେ, ତା ଆମି କିନ୍ତୁ
ମୋଟେଇ ଭେବେ ଉଠିତେ ପାରି ନି । ଦେଖ, ସମାଜେର ଭସ୍ତୁ ଆମି
କରିନେ ; ମେ କଥା ତ ତୋମାକେ ଆମି ଆଗେଇ ବଲେଛିଲାମ । ଆରଓ
ବଲେଛିଲାମ ଯେ, ଯେ ବାପାର ନିମ୍ନେ ତୁମି ସମାଜେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ
ଦାଢ଼ିଯେଛ, ଆମି ତାତେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଚାହିଁ । ତୁମି ଆମାକେ ମେହି
ଭାବିଆଜ ଦିଲେ । ଅନ୍ତିକୁ କାରଣେଓ ନା ହୋକ, ସାମାଜିକ କାରଣେଇ ଆମି
ଏ ବିବାହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ଦିଚ୍ଛି । ଏକଟା ଦଲାଦଳି ହବେ । ତା ହୋକୁ
ନା । ଆମରା ସତ୍ୟ-ସତ୍ୟରେ ଏକଘରେ ହବ ନା । ଏବାର କଲକାତାର
ଗିରେ ଏ ସମସ୍ତକେ ଆମି ଅନେକେର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲେଛି । ଯାରା ଶିକ୍ଷିତ,
ତୀର୍ତ୍ତା ସକଳେଇ ଆମାଦେର ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରବେନ । ମେଜଞ୍ଚ ତୁମି
ଭେବୋ ନା । ଜୟଦାରୀ ନିମ୍ନେ ତ ଆର ଦାନା-ହାଙ୍ଗାମା ହବେ ନା ;
ଏଥନ କିଛୁଦିନ ଦଲାଦଳିଇ କରା ଯାକୁ ।”

ମେହି ସମସ୍ତ ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ମାନଦାକେ ଲହିଯା ମେହି ସବେ ଆସିଯା
ବଲିଲେନ “ମାନଦା, ତୋକେ କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା ନା କରିଲେଓ ହୋତୋ ;
ତବୁଓ ତୁହି ଶୁହାରକେ ଗର୍ଭେ ଧରେଛିସୁ, ତାଇ ତୋକେ ବଲିତେ ହୁଁ ।
ତୁହି ତ ମେଘେ-ମେଘେ କରେ ଭେବେଇ ଅଛିର ହସ୍ତେଛିଲି ; ଆମାକେଓ
ଭାବିଯେ ତୁଲେଛିଲି । ତୁହି ତ ବଲେଛିଲି ଯେ, କୋନ ବ୍ରାହ୍ମଣ-ସନ୍ତାନଇ
ତୋର ମେଘେକେ ବିବାହ କରେ ପତିତ ହତେ ଶ୍ଵୀକାର କରବେ ନା ।
ସିଧୁ ତୋର ମେଘେର ଜନ୍ମ ବର ଠିକ କରେଛେ । ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଛେଲେ—ତାତେ
ତୋର କୋନ ଭସ୍ତୁ ନେଇ ।”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ମାନଦା ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ ଭାବେ ବଲିଲେନ “ଏ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେ । ଆମାର ମତ ହତଭାଗିନୀର ମେଘେର କି ବିବାହ ହତେ ପାରେ ? ଆମି ଯେ ମେ ଆଶାଇ ତ୍ୟାଗ କରେଛି । ତୁମି ଦିଦି, ଆଶ୍ରମ ଦିଲେ, ତାଟି ବୈଚେ ଗେଲାମ ; ନଇଲେ ଏତଦିନେ କୋଥାମ୍ବ ଡେସେ ଯେତାମ, ତା ମନେ ହଲେଓ ଭୟ ହସ୍ତ । ଶୁହାର ଯେ ଛୁବେଳା ଛୁଟୋ ଥେତେ ପାଇଁଛେ, ଏହି ଓର ମୌତାଗ୍ୟ ! ତାର ବାଡ଼ା ଆଶା କରିତେ ଆମାର ମାହମ ହୟ ନା ଦିଦି ! ମମାଜେ ତ ଆମାଦେର ଥାନ ନେଇ । ତୋମରାହି ଜୋର କରେ ଆମାଦେର ଆଶ୍ରମ ଦିଯେ ନାନା ବିପଦ ଡେକେ ଏନେଛ ।”

ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଶୁଧୁ ଆଶ୍ରମ ନୟ, ସିଧୁ ଭାଲ ଏଇ ଠିକ କରେଛେ । ମେ ବରେର କୋନ କ୍ରଟୀ ନେଇ । ଏହି ହରିହରେର ମଞ୍ଜେଟ ଆମରା ଶୁହାରେର ବିବାହ ଦେବ, ଠିକ କରେଛି । ଫେମନ, ଦେବୀପୁରେର ଚାଟୁଧ୍ୟେଦେର ଘରେ ମେଘେ ଦିଲେ ତୋର କୋନ ଆପଣି ଆହେ ?”

ମାନଦା ନିଜେର କର୍ଣ୍ଣକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା, ବଲିଲେନ “ଦିଦି, ତୁମି ଏ କି ବଳ୍ଜ ? ଏ ତାମାସା କେନ ?”

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଲିଲେନ “ନା, ତାମାସା ନୟ ; ହରିହର ଶୁହାରକେ ବିବାହ କରିତେ ମୟ୍ୟତ ହୁଯେଛେ ।”

ମାନଦା ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ପା ଡାଇଯା ଧରିଯା କାଦିଯା ଫେଲିଲେନ ; କୋନ କଥାଇ ବଲିତେ ପାରିଲେନ ନା । ବ୍ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ପା ଡାଇଯା ଲଟିଯା ମାନଦାକେ ଧରିଯା ତୁଲିଲେନ ; ବଲିଲେନ “କାନ୍ଦିଛିସ୍ କେନ ମାନଦା !”

ମାନଦାର ତଥନ କଥା ଫୁଟିଲ । ତିନି ବଲିଲେନ “ଆମ ଯେ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ପାରିଛିନେ । ଶୁହାରେର ମେ ଏମନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟ ହେ, ତା କି କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଦିଦି !”

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

ବ୍ରମାନୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଭଗବାନ ଯା କରେନ, ତାହି ହସ । ତୀରି
ଦୟାରୀ ଏହି ଅଷ୍ଟନ୍ତ ସଟିଯା ଗେଲ ।”

ସିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ମା, ତୁମি ବଳ୍ଜ ବଟେ ଯେ, ଏକ ବ୍ସରେର
ମଧ୍ୟେଇ ସପିଞ୍ଚକରଣ ଶେଷ କରେ ବିବାହ ହତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ, ତା କାଜ
ନେଇ । ବଚ୍ଛରଟା କେଟେଇ ଯାକ । ହରିହର ତଥନ ବିମୟେର ମଧ୍ୟରେ ପାବେ ।
ମେହି ସମୟ ବିବାହ ଦିଲେଇ ହବେ । ତବେ ତୋମାଦେର କାଶୀ ଯାଓଯାର
ଏକଟୁ ବିଲସି ହୟେ ଯାଚେ । ତା ଅମନିଓ ହୋତୋ । ହରିହରେର ସମ୍ପଦି
ବୁଝିଯେ ନା ଦିରେ ତ ଆମାର ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ଦିଦି, କାଶୀ ଯାଓଯା କି ? ଆମି ତ ବୁଝିତେ
ପାରିଲାମ ନା ।”

ବ୍ରମାନୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଆମାଦେର କାଜ ତ ଶୁଭାରେର ବିଷେ ହୟେ
ଗେଲେଇ ଶେଷ ହୟେ ଯାବେ । ତଥନ ଆର ଆମରା ଦେଶେ ଥେକେ କି
କରବ ? ସିଧୁ ସଂସାର-ଧର୍ମ କରବେ ନା ; ଆମିଓ ତାର ଇଚ୍ଛାର ବିରକ୍ତେ
ଜୋଗ କରବ ନା । ତୁହି ଆର ଆମି କାଶୀତେ ଯାବ ; ସିଧୁଓ ମେଥାନେ
ଆମାଦେରି କାହେ ଥାକ୍ବେ । ଜମିଦାରୀ ବର୍ହିଲ, ଆର ହରିହର-ଶୁଭାର
ବର୍ହିଲ ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ମେ କି ଭାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଲୋ ?”

ବ୍ରମାନୁନ୍ଦରୀ ଦୀର୍ଘନିଃଶ୍ଵାସ ଫେଲିଯା ବଲିଲେନ “ଭାଲ-ମନ୍ଦେର କର୍ତ୍ତା
କି ଆମରା ! ଯିନି କର୍ତ୍ତା, ତିନି ସା କରବେନ, ତା କରିବାରେ ହବେ ।
ତୀର ବିଧାନ କି କେଉ ଥଣ୍ଡନ କରିବେ ପାରେ ?”

ମାନଦା ତବୁଓ ବଲିଲେନ “ଏହି ବୟସେ କି କେଉ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ
କରେ ?”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଏଇ ଥେକେ ଓ କମ ବୟସେ ବୁନ୍ଦଦେବ, ଚିତଗ୍ନଦେବ ସଂସାର ତାଗ କରେଛିଲେନ । ସିଧୁ ଯଦି ସତିମତ୍ତିତ ମେ ପଥ ନିତେ ପାରେ, ତା ହଲେ ଆମାଦେର ବଂଶ ପବିତ୍ର ହେଁ ଯାବେ ।”

ମାନଦା ବଲିଲେନ “ଦିଦି ! ତୁ ମହି ଧନ୍ତ ! ଅନେକ ଛେଳେର ସମ୍ମାସେର କଥା ଶୁଣେଛି, ପଡ଼େଛିଓ ; ମକଳେଟି ଗୋପନେ ସଂସାର ତାଗ କରେଛିଲେନ ; ଏମନ ସେ ବୁନ୍ଦଦେବ, ଚିତଗ୍ନଦେବ ତାଦେର ବାଜିକାଳେ ଚୁପେ ଚୁପେ ପାଲିଯେ ସେତେ ହେଁଥେଛିଲ । କିନ୍ତୁ, ତୁ ମି କି କରଇ ଦିଦି ! ତୁ ମି ନିଜ ହାତେ ଛେଳେକେ ସମ୍ମାସୀ ମାଜିଯେ ଦିଛି । ଏ କଥନ ଦେଖି ନାହିଁ । ଏମନ ମା ନା ହଲେ କି ଏମନ ଛେଳେ ହସ ।”

ରମାଶୁନ୍ଦରୀ ବଲିଲେନ “ଶୋନ୍ ମାନଦା, ଆମି ଛେଳେକେ ସମ୍ମାସୀ ମାଜିଯେ ଦିଛିଲେ ; ଭଗବାନ ମାଜିଯେ ଦିଯିଛେନ । ତୋର ଆଶ୍ରୟ ବୋଧ ହଜେ ଯେ, ଆମି ମିକ୍ରେଷ୍ଟରକେ ଆବାର ବିବାହ କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଲାମ ନା କେନ ? ଆମି ତା ପାରିନା ! ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସ୍ଵାମୀ ମୁହଁରେ ଚିର-ବୈଧବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇହା ଆମାଦେର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ । ଆମି ମେ ବିଧାନ ମାନି ; ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଏ କଥା ଓ ଆମି ମାନି ଯେ, ବାଲ-ବିଧବାର ପୁନରାୟ ବିବାହ ହୋଇବା ଉଚିତ । ସେ ମେଧେ ସ୍ଵାମୀ କି, ତା ଚିନ୍ମୂଳ ନା, ତାର ପୁନରାୟ ବିବାହ ହୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆମି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର ମସକ୍କେ ସା ମାନି, ପୁରୁଷେର ମସକ୍କେଓ ତାଇ ମାନି ମାନଦା ! ଆମାର ଛେଳେର ବୟସ ଯଦି ଆଜ ପନର ବେଳେ ହୋଇବୋ, ଅବେଳେ ବୌମା ଯଦି ଦଶ ବର୍ଷରେ ମାରା ଯେତେନ, ଆମି ଛେଳେକେ ପୁନରାୟ ବିବାହ ଦିତାମ ; କିନ୍ତୁ, ତା ତ ହୟ ନାହିଁ । ଆମାର ମିଧୁର ବୟସ ହେଁଥେ ; ମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ତା ଜେନେଛିଲ ; ସ୍ଵାମୀ-ଜ୍ଞୀତେ ଅନେକଦିନ ଗୃହସ୍ଥ-ଧର୍ମ ପାଲନ

ଶ୍ରୋଲ-ଆନି

କରେଛେ । ଏଥିନ ବୌମା ମାରା ଗେଲେନ, ଆର ଆମାର ଛେଲେ ପୁନରାସ୍ତର ବିବାହ କରବେ ? ତା ହ'ତେଇ ପାରେ ନା । ତାକେଓ ଚିରଦିନ ବିପଞ୍ଚୀକ ଥାକୁତେ ହବେ । ଏହି ଆମି ବଣି । ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାଇ ବଲୁକ, ସକଳେର ଉପରେ ଆର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଛେ ; ମେ ଶାସ୍ତ୍ରେର ବିଧାନ—ଦାମ୍ପତ୍ୟ-ବନ୍ଧନ କଥିନ ଛିନ୍ନ ହସ୍ତ ନା । ସ୍ଵାମୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେ ବିଧବୀ ଯେମନ ଜୀବନ କାଟାବେ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରେଓ ବିପଞ୍ଚୀକକେ ତେମନି ଜୀବନ କାଟାତେ ହବେ । ମେହି ଜଣ୍ଠି ଆନି ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵରକେ ସନ୍ନୟାସୀ ମାଜାଛି ।”

ବାଙ୍ଗାଲୀ ମାୟେର ମୁଖନିଃସ୍ଥତ ଏମନ କଥା କେହ କୋନ ଦିନ ଶୋଲେ ନାହିଁ । ହରିହର ରମାଶୁନ୍ଦରୀର ପଦଧୂଲି ଗ୍ରହଣ କରିଯା ଭଡ଼ି ଗନ୍ଧାଦ କଟେ ବଲିଲ “ଆର ତୋମାକେ ଜ୍ଯୋତିଷୀ ବଲ୍ବ ନା, ତୁମି ଶାପଭଣ୍ଟା ଦେବୀ ! ଆମରା ଧନ୍ୟ ଯେ, ତୋମାକେ ଏତଦିନ ବୈଧେ ରେଥେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ତୋମାକେ ଚିନ୍ତେ ପାରିନି ମଞ୍ଜଗମୟୀ ! ଜଗକାତ୍ରୀ !”

ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ହରିହର, ଆମି ଜାନତାମ ନା ଯେ, ଆମାର ମାୟେର ଭିତର ଏମନ ମହାଶକ୍ତି ରୁଯେଛେ । ଆଜ ତୋମାର ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଆମାର ଆର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିତେ ଦେଖା ଦିଲେନ । ସତ୍ୟସତାହି ଆଜ ଆମି ଧନ୍ୟ ହୁୟେ ଗେଲାମ ହରିହର !”

ସକଳେଇ କିଛୁକଣ ଚୁପ କରିଯା ରହିଲେନ । ତାହାର ପର ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର ବଲିଲେନ “ହରିହରେର ସହିତ ଶୁହାରେର ବିବାହ ସଥିନ ଏକ ବନ୍ସର ପରେ ହବେ, ତଥିନ ଏ କଥା ଏଥିନ ଆର ବ୍ରାହ୍ମ କରେ କାଙ୍ଗ ନେଇ । ବିବାହେର ସମୟକାଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରଲେଇ ହବେ ।”

ତାହାଇ ଶ୍ରୀ ହଇଁ । ହରିହର ଓ ଶୁହାରେର ଶିକ୍ଷାର ଭାର ମିଦ୍ଦେଶ୍ଵର

ଶ୍ରୋଜ ଆନି

ଗ୍ରହଣ କରିଲେନ, ଏ ଦିକେ ବ୍ରାମ୍ବୁନ୍ଦରୀ ଜମିଦାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିସ୍ତରିତ ହରିହରକେ ଶିଥାଇତେ ଲାଗିଲେନ ।

* * * *

ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ବ୍ୟସର କାଟିଆ ଗେଲ ! ହରିହର ଜମିଦାରୀର ଭାବ
ପାଇଲ ; ପିତାର ବ୍ୟସରିକ ଶ୍ରାନ୍ତ ମହା ସମାବୋହେ ମଞ୍ଚପନ୍ଥ କରିଲ ।
ତାହାର ପରଇ ପ୍ରଚାରିତ ହଇଲ ସେ ଶୁହାରେର ସହିତ ହରିହରର ବିବାହ
ଆର ଏକମାସ ପରେଇ ହଇବେ । ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ଏହି ବିବାହ ଉପର୍ଯ୍ୟକ୍ଷ ଦେଶେର
ପ୍ରଧାନ-ପ୍ରଧାନ ବ୍ରାଙ୍ଗନ-ପଣ୍ଡିତଗଣକେ ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ କରିବାର ମନ୍ଦରୀ କରିଲେନ ।
ଏ ଦିକେ ଅନ୍ୟ ଆସୋଜନ ଓ ଚଲିତେ ଲାଗିଲ । ଏହି ବିବାହର ମେ ମାମା-
ଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଛେ, ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ତାହା ଗୋପନ କରିଲେନ ନା ।
ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ-ପତ୍ରେର ସହିତ ଆରଓ ଏକଥାନି କ୍ରୋଡ଼-ପତ୍ର ଦେଇଯା ହଇଲ ;
ତାହାତେ କନାର ମାୟେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମ୍ପତ୍ତ କଥା ଲିପିବଳ ହଇଲ ।
ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ଏହି ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ-ପତ୍ର ଡାକେ ପାଠାଇଲେନ ନା ; ଏକହିନ ପ୍ରଧାନ
ବ୍ରାଙ୍ଗନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କେ ପତ୍ରସହ ଦେଶେର ପ୍ରଧାନ-ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କେର ନିକଟ
ପ୍ରେରଣ କରିଲେନ ; ଏବଂ ତାହାରା ଯାହାତେ ବିବାହ ଯୋଗଦାନ
କରେନ, ମେ ସମ୍ବନ୍ଧେଓ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଜାନାଇଲେନ ।

ବିବାହେର ଦିନ ମୟାଗତ ହଇଲ । ବ୍ରାଙ୍ଗନ-ପଣ୍ଡିତଗଣେର ଘର୍ଯ୍ୟ ହଇ
ଚାରିଜନ ବ୍ୟାତୀତ ଆର ମକଳେହ ଉପଶ୍ରିତ ହଇଲେନ । ସିନ୍ଦ୍ରେଶର ଜାନି-
ତେନ ସେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମର୍ବିବାଦୀସମ୍ମାତ ହଇବେ ନା—ହଇବେ ପାରେ ନା ।
ତବୁও ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ, ଅନେକ ସମାଜପତି ସେ ପଦଧୂଲି ଦାନ କରିଦ୍ବା-
ଚେନ, ହଇତେଇ ତିନି ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହଇଲେନ । ହରିହରେର ବର୍କଗନ ମନ ବାଧିଯା
ଏହି ବିବାହକ୍ଷେତ୍ରେ ଉପଶ୍ରିତ ହଇଲେନ ; ସଂହାରେ ଅଭିଭାବକେରା ଏହି

শ্বেত-আলি

বিবাহে ঘোগদানে সাহসী হন নাই, তাহারের পুত্র-ভাতুপুত্র, ভাগিনের বা জামাতা প্রকাঞ্চ তাবে এই বিবাহে ঘোগদান করিলেন। দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বিপক্ষ দলও এই কার্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু, দেবীপুর অঞ্চলে সিদ্ধেশ্বর হরিহরের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী জমিদার আর ছিল না; কাজেই বিপক্ষ দলের চেষ্টায় শুভকার্যের কোন অঙ্গহানি হইল না।

বিবাহের দিন অপরাহ্ন-কালে পশ্চিমগঙ্গীর এক সভা হইল। অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, যে বালিকার সুহিত হরিহরের বিবাহ হইতেছে, সে বালিকার জন্মের বার বৎসর পরে যথন এই অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তখন বালিকার কোন অপরাধই হুন নাই। তাঙ্কাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে যে সাধুবৌ দুর্বলের অত্যাচারে এই তাবে নিগৃহীত হইয়া থাকে, তাঙ্কাকে সমাজে গ্রহণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন বিধান আছে; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি এই নিরূপরাধার সমক্ষেই মত দিবে। ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বিবাহ নির্বিষ্টে শেষ হইয়া গেল। দেশের অনেক ব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন; পশ্চিমগণও যথাযোগ্য বিদ্যায় ও পাঠ্যে পাইয়া বর-কন্তাকে আশীর্বাদ করিলেন। একজন প্রধান পশ্চিম সিদ্ধেশ্বরকে বলিলেন “বাবা, সমাজে এ সকল চালাইয়া লওয়া অতীব কর্তব্য। কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের সে বল নাই, প্রকৃত

ଶୋଲ-ଆନି

କଥା ବଲିବାର ସାହସ ନାହିଁ । ତୋମରା ଯୁବକ, ତୋମରା ଧନୀ,
ତୋମରା ସାହସ କରିଯା ଏହି ସକଳ ଚାଲାଇତେ ଆବଶ୍ୟକ । ଦେଖିବେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମତ ବାଧା ଦୂର ହଇଯା ଯାଇବେ ।”

ବିବାହେର ପରଦିନ ଯଥନ ନୟ-ଆନିର ବାଡ଼ୀ ୬୫୦ ବର-କଟ୍ଟା
ବିଦ୍ୟାଯ ହଇଯା ସାତ ଆନିତେ ଯାଇବେ, ମେହି ସମ୍ବାଦିକଷା ଅଗମର
ହଇଯା ହରିହରେର ହଞ୍ଚେ ଏକଥାନି ଦଲିଲ ଦିଯା ବଲିଲେନ “ହରିହର, ଏହି
ଆମାର ଦାନପତ୍ର । ଆମ ଆଜ ନୟ-ଆନି ସାତ ଧାନ ଏକ କରିଯା
ଦିଲାମ । ମନେ ଆଛେ ଭାଇ ହରିହରୀ, ଏକ ଦିନ ହୃଦୟ ଦାନାଚଲେ, କି
କରଲେ ନୟ-ଆନି ସାତ-ଆନି ମିଲେ ଯାଏ । ମେହିର ଧାନ ଆର ଏକ
ବରକମେର କଥା ବଲେଛିଲାମ । ଆଜ ମଞ୍ଜୁର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ମ ତୋମର ଇଚ୍ଛା
ସଫଳ ହୋଲୋ ;—ଆଜ ତୋମାଦେର ଆଶୀର୍ବାଦ କବି ଆମାଦେର
ଜମିଦାରୀ ଯେମନ ଆଜ ମିଲିତ ହୁୟେ ‘ଶୋଲ-ଆନି’ ହାଲୋ—
ତେବେଳି ତୋମରାଓ ମିଲିତ ହୁୟେ ଏକେବାରେ ଯେବେ ଅନ୍ତର ଥାଏ ଷାତ ।”

ବରକଟ୍ଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରେର ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କରିଲ । ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘନଳ
ଧବନିତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଲ । ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହିର ଭାବେ ଏକ କାନ୍ତି ଦାଡ଼ାଇଯା
ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିତେ ଲାଗିଲେନ । ବର କଟ୍ଟା ପାଞ୍ଚଥ ଅତିକ୍ରମ
କରିଲେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେନ ତୀହାର ମାତା ଅନ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ ଯାଇ ଆଛେନ ।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ୍ରତୁପଦେ ମାୟେର ମୟୁଗୀନ ହଇଲେନ ଏବଂ ୧୦ହାତ୍ତୁ ହଇଯା
ତୀହାର ଚରଣ-ବନ୍ଦନା କରିଯା ବଲିଲେନ “ମା, ଆଜି ଆମାଦେର କାମ୍ଯ
ଶେଷ, ଆଜ ଯେ ଆମାଦେର

‘ଶୋଲ-ଆନି’ ।